পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ৪ কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 45 Tuesday, 14 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা ❋ ২৯ পৌষ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

স্যালাইন-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআরের দাবি শুভেন্দু'র

দুরন্ত বার্তা, ১৩ জানুয়ারি ঃ স্যালাইন-কাণ্ডে এবার মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবি তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গুরুতর অসুস্থ তিন প্রসূতিকে রবিবারই মেদিনীপুর মেডিক্যাল থেকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে আনা হয়। মৃত প্রসূতির শিশুকেও মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছেড়ে দেওয়ার পরও গতকাল রাত থেকে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার পাঁচদিনের শিশুটিকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। অন্যদিকে, আরও এক অসুস্থ প্রসূতি মেদিনীপুর মেডিক্যালেই ভর্তি, তবে তাঁর অবস্থা অন্য তিনজনের মতো গুরুতর নয়। যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। এবিষয়ে. বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এফআইআর করার দাবি তোলেন। তিনি বলেন, এটা একদম দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তথ্য বলছে যে, স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এই গাফিলতি। যা ক্ষমার অযোগ্য। ১৩ ডিসেম্বর কর্ণাটক সরকার লিখিতভাবে ওই স্যালাইন সম্বন্ধে রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিল। তারপর জানুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার এই স্যালাইন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিষেধ করে। কিন্তু তারপরও তা ব্যবহার করা হয়েছে। শুভেন্দুবাবুর দাবি, এটা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের ত্রুটি। কর্ণাটক সরকার এই বিষয়ে সচেতন করা সত্ত্বেও এক মাস পেরিয়ে গেলেও রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাঁর আরও সংযোজন, এই কোম্পানির এক ব্যক্তি শাসক দলের ঘনিষ্ঠ। এর পিছনে অর্থের লেনদেন রয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি। তাঁর কথায়, মানুষের চোখের জলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার ধ্বংস হবে।

পাখির চোখ ঝুপড়ির ভোট! শাহকে পাল্টা তোপ কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দলের জন্য 'আপদ' বলে কটাক্ষ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই রবিবার তাঁকে তীব্র কটাক্ষ ফিরিয়ে দিলেন কেজরিওয়াল। বস্তিবাসীদের বাড়ি তৈরি নিয়ে অমিত শাহ মিথ্যাচারিতা করছেন বলে অভিযোগ করলেন কেজরিওয়াল। দিল্লির বস্তি বাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে শাহকে একহাত নিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, অমিত শাহজি যেভাবে দিল্লির বস্তি বাসীদের কাছে মিথ্যা বলেছেন এবং তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, এখন আমরা সেই মিথ্যাকে ফাঁস করতে এই বস্তি শিবিরে এসেছি। তিনি বলেছিলেন 'জাহা ঝুগ্গি ওয়াহা মাকান', কিন্তু বিজেপির লোকজন কার 'মাকান' তা বলছে না। ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার এসেছিল। এই ১১ বছরে তারা দিল্লিতে ৪,৭০০টি বাড়ি তৈরি করেছে। দিল্লিতে ৪ লাখ ঝুগ্গি রয়েছে। যদি গত ১০ বছরে ৪,৭০০টি বাড়ি তৈরি করা হয়, তবে দিল্লির প্রতিটি বস্তিবাসীকে বাড়ি দিতে ১০০০ বছর সময় লাগবে। প্রসঙ্গত, শনিবার দিল্লির বস্তির একটি জনসভা থেকে কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল আপকে তীব্র নিশানা করে শাহ বলেন, বস্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে আপ দ্বিচারিতা করেছে। বাসিন্দারা অতীতে আপকে সমর্থন করেছিল। তারপরেও ঝুপড়ির বাসিন্দাদের আশ্রয় কেন্দ্রগুলি ভেঙে দেওয়ার কথা বলছে আপ। শুধু তাই নয় আপ প্রচার করে বেড়াচ্ছে বিজেপি জিতলে সমস্ত কল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে।

'বিষাক্ত' স্যালাইন কাণ্ডে সিআইডি তদন্ত 'গাফিলতি বরদাস্ত নয়', কড়া মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'বিষাক্ত' স্যালাইন কাণ্ডে জোড়া তদন্ত। স্বাস্থ্য প্রশাসনের পাশাপাশি প্রসূতি মৃত্যুর কারণ খুঁজে দেখবে সিআইডি। আগামী তিনদিনের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট দেবে তারা। 'বিষাক্ত' স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ১৫ জন এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্টে প্রসূতি মৃত্যুর নেপথ্যে চিকিৎসকদের গাফিলতির ইঙ্গিত রয়েছে। বিস্তারিত রিপোর্ট এলে কড়া ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী সাফ নির্দেশ, মৃত্যুকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত কাউকে রেয়াত করা হবে না। কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যু ও ৪ প্রসূতির গুরুতর অসুস্থতার ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। ঘটনার পরদিনই হাসপাতালে গিয়েছিল ১৫ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট কমিটি। তারা স্বাস্থ্যভবনে রিপোর্ট জমা করে। এদিন সেই রিপোর্ট হাতে নিয়েই নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মনোজ পন্থ। পাশে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, এক্সপার্ট

কমিটির রিপোর্টে 'হিউম্যান এরর'-এর ইঙ্গিত মিলেছে। বিস্তারিত রিপোর্ট এলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মনোজ পন্থ জানিয়েছেন, নিয়ম বলছে, একজন সিনিয়র চিকিৎসকের নেতৃত্বে জুনিয়র ডাক্তাররা অপারেশন করেন। কিন্তু সেদিন সিনিয়র ডাক্তার অনুপস্থিত ছিলেন বলে খবর। এবিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারও গাফিলতি ধরা পড়লে বরদাস্ত করা হবে না সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। এদিন এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্ট নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন ১০ জন স্বাস্থ্য কর্তা ও ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সেই বৈঠকে মমতার স্পষ্ট নির্দেশ, মৃত্যুর নেপথ্যে কারও গাফিলতি থাকলে বরদাস্ত করা হবে না। অভিযোগ উঠছে, স্যালাইনে বিষক্রিয়া থেকেই মৃত্যু। ১৪ দিন পর পরীক্ষা রিপোর্ট এলে তা স্পষ্ট হবে। তবে অন্যান্য ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রিঙ্গার ল্যাকটেট ব্যবহারের উপর আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে একটি বিষয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মেদিনীপুর মেডিক্যালের এই মর্মান্তিক ঘটনার ঠিক আগের দিন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল রিঙ্গার ল্যাকটেট। কেন আচমকা এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় প্রসঙ্গে জবাবে মুখ্যসচিব জানান, ওষুধ বা স্যালাইন ব্যবহারের ছাড়পত্র পেতে হলে একাধিক পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। এক্ষেত্রে এনএবিএলের একটি পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি সেটা। তাই উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে এসএসকেএম হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইন বের করে আনা হয়েছে। তবে বলা রাখা ভালো, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ প্রায় একবছর আগে কর্ণাটকে এই সংস্থার স্যালাইন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পটি আরো ছড়িয়ে দিতে চায় রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার কাজে গতি আনতে রাজ্য সরকার ভবিষ্য ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পটি আরো ছড়িয়ে দিতে চায়। এরই অঙ্গ হিসেবে এবার থেকে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকেই ওই প্রকল্পের আবেদনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শিল্পের সমাধান শিবির থেকে এবং অনলাইনে ভবিষ্য ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করা যায়। তবে শিল্পের সমাধান শিবির নিয়মিত না হওয়ায় এবং অনলাইন প্রক্রিয়ায় সড়গড় না হওয়ায় অনেক আগ্রহী প্রার্থী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। তাই চলতি মাসের শেষের দিকে রাজ্যের সাড়ে তিন হাজার বিএসকে থেকে এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যুবক-যুবতীদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করায় উসাহ দিতে রাজ্য সরকার ভবিষ্য ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। এর মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারের গ্যারান্টিতে ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক জেড-মোড় টানেল উদ্বোধন মোদির

জম্মু-কাশ্মীর, ১৩ জানুয়ারি ঃ কাশ্মীর ও লাদাখের পর্যটনে গতি আনতে সোনমার্গে জেড মোড় টানেলের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি, উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা-সহ আরও অনেকে। গান্দেরবল জেলায় নির্মিত এই টানেল কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীনগর থেকে অল্প সময়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে কার্গিল হয়ে লেহতে। শ্রীনগর ও সোনমার্গের মধ্যে নির্মিত এই টানেল কাশ্মীরের পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতির পাশাপাশি লাদাখে সেনাবাহিনীর যাতায়াত আরও সহজ হবে। অতিরিক্ত তুষারপাতের জেরে শীতের বেশিরভাগ সময়টাই বন্ধ থাকত এই রাস্তা। এই টানেলের জেরে ধসপ্রবণ অঞ্চল এ।য়ে সারাবছর যোগাযোগ রাখা যাবে শ্রীনগর ও সোনমার্গের মধ্যে। কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পে আমূল পরিবর্তন আনতে চলা এই জেড মোড় টানেল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২,৭০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ১২ কিলোমিটার। এর মধ্যে সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ৬.৫ কিলোমিটার। এই টানেলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৬৫০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত। অত্যাধুনিক এই টানেল থেকে জরুরি অবস্থায় বেরিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে ৭.৫ মিটার চওড়া একটি প্যাসেজ।

অবৈধভাবে বাংলায় প্রবেশ! সোনারপুর থেকে গ্রেপ্তার পাঁচ জন বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৩ জানুয়ারি ঃ বছর খানেক আগে অবৈধভাবে বাংলায় প্রবেশ, তারপর পরিচয় গোপন করে সোনারপুরে বাড়ি ভাড়া নেওয়া, বস্ত্র কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ জোগাড়। এমনই গুরুতর সব অভিযোগে ৫ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল সোনারপুর থানার পুলিশ। আর তাতে অনুপ্রবেশ নিয়ে বিপদ আঁচ টের পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। এদের জেরা করে সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার ধৃতদের পেশ করা হবে বারুইপুর আদালতে। সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর এলাকার এক বাড়ি ভাড়া করে ছিলেন ৫ বাংলাদেশি। একটি বস্ত্র কারখানায় শ্রমিকের কাজ করত তারা। সকলেই পুরুষ। সম্প্রতি তাদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশ। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে, বছর খানেক আগে ৫ পুরুষ বাংলাদেশ থেকে এসে বৈকুণ্ঠপুরের এই এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নেয়। তারা কেউ প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেশে না। তাই তাদের সম্পর্কে বেশি কেউ কিছু জানেন না। এরপর থেকে পুলিশ তাদের দিকে বাড়তি নজর দেয়। রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। যে বাড়িতে ভাড়া থাকত ৫ বাংলাদেশি, তার মালিক আপাতত পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বহু বাংলাদেশির অনুপ্রবেশের অভিযোগ ওঠে মাঝেমধ্যে। সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে তারা কিছুটা শহরঘেঁষা এলাকাগুলিতে এসে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। যাতে সহজে সন্দেহভাজন না হয়ে ওঠে, সেই কারণেই এই পরিকল্পনা। পুলিশ পরবর্তী সময়ে নথিপত্র ছাড়া এভাবে ঢুকে পড়া বাংলাদেশিদের জেরা করে এসব তথ্য জানতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়েই অনুপ্রবেশ ঘটছে বলে গোয়েন্টাদের কাছে তথ্য রয়েছে। তাই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সীমান্ত সুরক্ষায়। তবে বৈকুণ্ঠপুর থেকে ধৃতরা সম্প্রতি আসেনি, বছর খানেক আগেই তারা ঢুকেছে এপারে। কোথা দিয়ে এসেছে, কী উদ্দেশ্য? তাদের জেরা করে এসব তথ্য জানতে চাইছে পুলিশ।

সীমান্তে কাঁটাতারে সংঘাত, এবার বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারকে তলব দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার নিয়ে সংঘাতের আবহে রবিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারকে তলব করেছিল ইউনুস সরকার। সোমবার পাল্টা বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারকে তলব করল দিল্লি। সাউথ ব্লকে পৌঁছে গিয়েছেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার নুরুল ইসলাম। সাম্প্রতিক সময়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বিরুদ্ধে সীমান্তে লাগাতার উস্কানির অভিযোগ এনেছে ভারত। এই আবহে গতকাল ইউনুস সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মহম্মদ জসীমউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ভারতের দূত প্রণয় ভার্মা। এর পরদিনই সাউথ ব্লক ডেকে পাঠাল বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারকে। বিসে, সূত্রে জানতে পারা গিয়েছ, পৌনে এক ঘণ্টার বৈঠকের পর ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বলেন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে। বিএসএফ ও বিজিবি একসঙ্গে কাজ করবে বলেও বার্তা দিয়েছেন তিনি। এবার দিল্লিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের বৈঠকের পর কী বার্তা দেয় দু'পক্ষ, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সকলেই। উল্লেখ্য, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৯৬৩ কিলোমিটার অংশই কাঁটাতার বিহীন অবস্থায় রয়েছে। সম্প্রতি সীমান্তের তেমন কিছু এলাকায় বিএসএফ কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করলে বিজিবির সঙ্গে সংঘাত বাধে। কাঁটাতারের বিষয়ে আপত্তি জানায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জওয়ানরা। মালদহের কালিয়াচক এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে এই নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই আবহে ঢাকা-দিল্লি কূটনৈতিক সম্পর্কও উত্তপ্ত হচ্ছে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরার বিরাট উৎসব মহাকুম্ভ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের সূচনায় আনন্দ ব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, পৌষ পূর্ণিমায় পবিত্র স্নানের মধ্য দিয়ে আজ থেকে প্রয়াগরাজের পুণ্যভূমিতে মহাকুম্ভ শুরু হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত এই ঐশ্বরিক অনুষ্ঠানে আমি সমস্ত ভক্তদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমরা কামনা করছি, ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরার এই মহ উৎসব আপনাদের সকলের জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা যোগাবে। উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে সূচনা হয়েছে মহাকুম্ভের। সোমবার ভোর থেকেই কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দেন অগণিত ভক্তরা। দেশ-বিদেশ থেকে আসা বিপুল সংখ্যক ভক্তরা প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান (শাহী স্নান) করেছেন। সোমবার ভোর থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমে, ত্রিবেণী সঙ্গমে জড়ো হতে থাকেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ শাহী স্নান করেছেন।

সেবার মূল্য দেবে কেন্দ্রীয় সরকার! বড় ঘোষণা গড়করির

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ পুণ্য অর্জন সঙ্গে সঙ্গে মিলবে বড় পুরস্কারও। পথ দুর্ঘটনায় আহতকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিলে সেই ব্যক্তিকে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে সরকার। সম্প্রতি এমনই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রী নীতীন গড়করি। মূলত, রাস্তায় দুর্ঘটনায় আহত কাউকে দেখে পথচারিরা যাতে মুখ ফিরিয়ে চলে না যান তার জন্যই এই উদ্যোগ সরকারের। দেশজুড়ে বেড়ে চলা পথ দুর্ঘটনায় রাশ টানতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই লক্ষ্যে ২০২১ সালে এক প্রকল্প চালু করা হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে। যার মাধ্যমে দুর্ঘটনায় আহত কাউকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেই ব্যক্তিকে ৫ হাজার টাকা ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হত। মূলত দুর্ঘটনার পর প্রথম এক ঘণ্টাকে 'গোল্ডেন আওয়ার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে আহত হাসপাতালে চিকিৎসা পেলে প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাতে দেশবাসীকে উৎসাহ দিতে এবার এই পুরস্কারের টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সম্প্রতি নাগপুরে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নীতীন গড়করি। সেখানেই তিনি জানান, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বর্তমানে যে পুরস্কার দেওয়া হয় তা যথেষ্ট নয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 'গুড সামারিটান'-এর মাধ্যমে আহতকে গুরুত্বপূর্ণ ওই এক ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে ৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার করা হবে। উল্লেখ্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পথ দুর্ঘটনায় কেউ আহত হলে পাশ কাটিয়ে চলে যান সাধারণ মানুষ। এই ঘটনা নাগরিক সমাজের চরম অমানবিকতা তো বটেই, পাশাপাশি আইনি ঝঞ্ঝাটে পড়ার আশঙ্কাও কাজ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেই সমস্যাকে দূরে সরিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে আহতের প্রাণ বাঁচাতে উদ্যোগী হন, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নীতীন গড়করি ঘোষণা করেছেন পথ দুর্ঘটনায় আহতদের দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, গত বছর মার্চ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছিল প্রকল্পটি। চলতি বছরের মার্চ থেকে দেশজুড়ে তা চালু করা হবে। নয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যে কোনও রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার খরচ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাই নয়, পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যও করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশ ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশ ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (বিএসকে)। ওই কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে ডিজিটাল লেনদেন করা যায়। বিএসকে-র ২০২৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট বলছে, ২০২৩ সালে ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছিল ১৬৯ কোটি টাকা। ২০২৪ সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩০৩ কোটি টাকা। বাংলা সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুতের বিল, সম্পত্তিকর, রেজিস্ট্রেশনের স্ট্যাম্প ডিউটি, খাজনা ইত্যাদি দেওয়া যায়। অর্থাৎ কোনও নাগরিক সরকারের সঙ্গে যে কোনও আর্থিক লেনদেন ওই কেন্দ্রের মাধ্যমে করতে পারেন। তথ্য বলছে, প্রান্তিক মানুষজন সরকারি দপ্তরে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তেন। অনেকক্ষেত্রে সরকারি

দপ্তরে যাওয়ার জন্য তাঁদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হত। কখনও সরকারি অফিসে গিয়ে নির্দিষ্ট দপ্তরটি খুঁজে পেতে তাঁদের সমস্যা হত। কিন্তু এখন রাজ্যের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও খোলা হয়েছে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। ওই কেন্দ্রগুলি বাড়ির কাছে থাকায় সাধারণ মানুষ এখন সহজেই কর দিতে পারছেন। অনলাইন লেনদেনের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ বাড়ছে। ফলে সরকারের আয়ও বাড়ছে। গত এক বছরে রাজ্যে ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ মানুষ ওই কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন পরিষেবা নিয়েছেন। ২০২৩ সালে যেখানে আর্থিক পরিষেবা নিয়েছিলেন ৩০ লক্ষ মানুষ, সেখানে ২০২৪ সালে নিয়েছেন ৪১ লক্ষ। অর্থাৎ আর্থিক পরিষেবা গ্রাহকদের সংখ্যা বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। বর্তমানে তারা যে ভাবে এই কাজে মন দিয়েছে, তাতে রাজ্যের তথা দেশের আর্থিক পরিস্থিতিও উন্নতি হওয়া দিকেই এগোচ্ছে বোঝা যায়।

আজ অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক নব নালন্দা কর্তৃপক্ষের, 'ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে পাঠান', আশ্বাস প্রিন্সিপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ নব নালন্দা স্কুলে দুর্ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্কুলের প্রিন্সিপাল অরিজি মিত্র। বৈঠকে থাকবেন ১০ জন অভিভাবক। দুর্ঘটনার পর সোমবার দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। স্কুল চত্বরে তুমুল উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন প্রিন্সিপাল। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে নিশ্চিন্তে স্কুলে পাঠানোর কথা বলেন তিনি। এদিনের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন প্রিন্সিপাল। বলেন, এটি একটি দুর্ঘটনা। স্কুলে রক্ষণাবেক্ষণের দিকে আমরা নজর রাখি। প্রত্যেক পড়ুয়ার দায়িত্ব আমাদের। আপনারা মঙ্গলবার থেকে স্কুলে বাচ্চাদের নিশ্চিন্তে পাঠাতে পারেন। এই ঘটনার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে অ্যাম্বুল্যান্স চালককে শোকজ করা হয়। কারণ অভিভাবকদের দাবি, স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য ফি নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও সোমবার সকালে দুর্ঘটনার পর ছাত্রদের

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি। প্রথমে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি। পরে যদিও অ্যাম্বুল্যান্স চালককে শোকজ করা হয়। এদিকে, সূত্রের খবর, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে এই ঘটনায় নব নালন্দা কর্তৃপক্ষকে শোকজ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ স্কুল প্রাঙ্গণে অষ্টম ও নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের প্রার্থনা চলছিল। সেই সময় পাঁচতলার ৫০৩ নম্বর ঘরের জানলার কাচ ভেঙে পড়ে। নিচে দাঁড়িয়ে থাকা নবম শ্রেণির দুই পড়ুয়া জখম হয়। একজনের হাতে চোট লাগে এবং অপরজনের মাথা ও ঘাড়ে। হাতে চোট লাগা পড়ুয়ার স্কুলেই প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। তাকে তারপর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাথা ও ঘাড়ে চোট লাগা পড়ুয়াকে ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে চিকিৎসা হয়। পরে তাকে আর জি করের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে পাঠানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে। ছাত্রের শারীরিক অবস্থা বেশ গুরুতর।

ভিলেন শক্তিশালী টর্নেডো! নিয়ন্ত্রণের বাইরে লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল

১৩ জানুয়ারি ঃ আগুনে ঘি ঢালছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ধেয়ে আসা শক্তিশালী টর্নেডো! আর তাতেই আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল। বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন খুদে তারকা রোরি সাইকস। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। দাপুটে হাওয়ার বেগে ক্ষণিকের বিরতি নিতে বাধ্য হয়েছেন দমকল কর্মীরাও। কারণ, হাওয়ার সঙ্গে ' করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৩৫ থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলার। ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া বিভাগ জানাচ্ছে, গত কয়েকদিন হাওয়া গতিবেগ কম থাকায় দাবানল নেভাতে দমকল বাহিনী সর্বোচ্চ শক্তি খরচ করেছিল। কিন্তু রবিবার রাত থেকে ফের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার দিক থেকে শুষ্ক হাওয়া ঘণ্টায় প্রায় ৯৬ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে এসেছে। গতিবেগ যত বাড়ছে, আরও দাউদাউ জ্বলে উঠছে আগুনের লেলিহান শিখা। বলা হচ্ছে, শহরের একেবারে উলটোদিকেও ছড়াচ্ছে আগুন। কানাডা, মেক্সিকোর মতো পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে দমকল বাহিনীকে আনা হচ্ছে স্থানীয়দের সাহায্যের জন্য। লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টির মেডিক্যাল বিভাগ নিশ্চিত

করেছে, এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের প্রাণ কেড়েছে দাবানল। ১৬ জন নিখোঁজ। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হতে চলেছে এই দাবানল নিয়ন্ত্রণ। ইতিমধ্যে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তা কয়েকশো কোটি ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা। সপ্তাহখানেক আগেকার দাবানলে ঘরদোর হারিয়েছেন হলিউডের নামী শিল্পীরা। প্যারিস হিলটন, অ্যান্টনি হপকিন্স, মেল গিবসনের মতো তারকাদের চোখে জল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক, রাতদিন এই প্রার্থনা করছেন সকলে। কিন্তু দাবানলের ধ্বংসলীলা চলেই যাচ্ছে। থামছে না। আরও কত ক্ষতি হবে তা বলা এখনই সম্ভব নয়। জরুরি অবস্থা জারি করে চলছে আগুন নেভানোর চেষ্টা। এহেন পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে এসেছে একাধিক স্যাটেলাইট ছবি। কোনওটায় দেখা যাচ্ছে, গোটা শহরের প্রত্যেকটি বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। কোথাও বা দাউদাউ করে জ্বলছে বাড়ি-সহ অন্যান্য জায়গাগুলি। আগুন নেভাতে গিয়ে বিপদে পড়ছেন দমকলকর্মীরাও। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল মিলছে না। যে গতিতে আগুন ছড়াচ্ছে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যত জলের দরকার, সেটার যোগান পাচ্ছেন না দমকলকর্মীরা। ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। জানা গিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলসের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আগুন ছড়াচ্ছে শহুরে এলাকাতে। আহতের সংখ্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে।

অবশেষে খাঁচা বন্দি মৈপীঠের বাঘ, স্বস্তিতে বন দফতর ও গ্রামবাসীরা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ জানুয়ারি ঃ অবশেষে খাঁচা বন্দি হল মৈপীঠের বাঘ। বারবারই একই বাঘ জঙ্গল পেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসছিল। রবিবার সকালে কিশোরিমোহনপুর এলাকায় বাঘ আসার খবরে নজরদারি চালানোর পর জঙ্গলের চারিদিক ঘিরে দেয় বন দফতরের কর্মীরা। তাতেই বাঘের গতিবিধি সীমাবদ্ধ হয়। ঘেরা জায়গার মধ্যে পাতা হয় খাঁচা। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ছাগল। রাতেই সেই খাঁচায় অবশেষে বন্দি হল বাঘ। সোমবার বাঘটির শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। তারপর গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বাঘকে।এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার বাঘের হানা মৈপীঠে। রবিবার সকালে কিশোরিমোহনপুর এলাকায় ফের দেখা যায় বাঘের পায়ের ছাপ। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন দফতর। বাঘের গতিবিধি লক্ষ্য করে জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ১ কিলোমিটার মত জায়গা ঘেরা হয়। তারপর খাঁচা পেতে সাফল্য পায় বন দফতর। এর আগে ৬ জানুয়ারি সোমবার সকালে কিশোরীমোহনপুর এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। ৮ তারিখ বুধবার ভোররাতে বাঘ ফিরে যায় জঙ্গলে। পরের দিনই ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায় মৈপীঠের নগেনাবাদে। জাল দিয়ে ঘিরে ফেলায় ১০ তারিখ ভোর রাতে ফের বাঘ ফিরে যায় জঙ্গলে।১২ জানুয়ারি, রবিবার সকালে মৈপীঠের কিশোরিমোহনপুর এলাকায় গঙ্গার ঘাটে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে প।নে স্থানীয় বাসিন্দারা। এবারও আজমলমারির জঙ্গল থেকে বাঘ এসেছে লোকালয়ে বলে জানা গিয়েছে। মুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে বাঘ লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চলে আসায় আতঙ্ক ছড়ায়। অবশেষে বাঘ খাঁচা বন্দি হওয়ায় স্বস্তিতে এলাকার বাসিন্দারা। বাঘটির শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সেটিকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর।

জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছেঃমনোজ সিনহা

সোনমার্গ, ১৩ জানুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সোমবার সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। তিনি বলেছেন, এই টানেল খুলে যাওয়ার ফলে শুধুমাত্র সোনমার্গের পর্যটন ক্ষেত্রের ভাগ্যই বদলে যাবে না, বরং এই এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হবে। এই সুড়ঙ্গটি শীতকালীন পর্যটনের জন্য একটি গেম চেঞ্জার হতে চলেছে।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে অত্যন্ত প্রত্যাশিত সোনমার্গ টানেলের (জেড মোরহ টানেল) উদ্বোধন করেছেন। শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েতে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার গাগেনগার এলাকার কাছে নির্মিত ৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অত্যাবশ্যক জেড মোরহ টানেলটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উদ্বোধনের পর টানেল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি টানেল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

বিশাখাপত্তনমে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ১৩ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। তিনি বলেন, ৬০ বছর পর ধারাবাহিকভাবে তৃতীয়বার কোনো সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে। এক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষের সমর্থনের কথা বলেন তিনি। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটি বিপুল সম্ভাবনাময় বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ নাগাদ ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে এই প্রদেশ। সেই অনুযায়ী বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রবাবু নাইডু।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের সূচনা হয় ২০২৩-এ। এর লক্ষ্য, ২০৩০ নাগাদ ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রিন হাইড্রোজেন উপাদনের স্বপ্নকে সফল করে তোলা। প্রারম্ভিক পর্যায়ে দুটি গ্রিন হাইড্রোজেন হাব তৈরি হচ্ছে। এর একটি গড়ে উঠবে বিশাখাপত্তনমে। এর ফলে কর্মসংস্থানের প্রসারের পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশে উৎপাদন ক্ষেত্রেও গতি আসবে। নাক্কাপল্লীর বাল্ক ড্রাগ পার্ক প্রকল্পের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ নিয়ে মাত্র তিনটি রাজ্যে এই ধরনের প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এর ফলে, ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে গবেষণার প্রসার ঘটবে এবং উপকৃত হবে স্থানীয় ওষুধ কোম্পানিগুলি। আধুনিক শহরায়নের ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশকে সারা দেশের সামনে একটি উদাহরণ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। শিল্প ও উপাদন ক্ষেত্রে এই রাজ্য দেশের শীর্ষস্থানীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশাখাপত্তনমে সাউথ কোস্ট রেলওয়ের সদর দপ্তরের শিলান্যাস সেখানকার মানুষের বহুদিনের দাবি পূরণ করবে। এর ফলে, এই অঞ্চলে বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার ঘটবে এবং পর্যটনে গতি আসবে। দেশের যেসব রাজ্যের ১০০ শতাংশ রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম অন্ধ্রপ্রদেশ। এখানে ৭০টি রেল স্টেশনকে উন্নত করে তোলা হচ্ছে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায়। পরিকাঠামোর আরও প্রসার হলে অন্ধ্রপ্রদেশে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী।অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল এবং বিশাখাপত্তনম সুপ্রাচীনকাল থেকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করেছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্র-অর্থনীতির বিকাশে কাজ চলছে জোরকদমে।প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাত্মক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তাঁর সরকারের অগ্রাধিকার বলে আবারও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী এস আব্দুল নাজির, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী কিঞ্জারাপু রামমোহন নাইডু, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রবাবু নাইডু প্রমুখ।উল্লেখ্য, বিশাখাপত্তনমের কাছে পুদিমাডাকায় তৈরি হবে জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় প্রথম গ্রিন হাইড্রোজেন হাব। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১,৮৫,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্প ২০৩০ নাগাদ দেশে অজীবাশ্ম উৎস থেকে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বিশেষ ভূমিকা নেবে।

সম্প্রতি যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলে, এবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা পি ভি আনভারের

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে, আর সোমবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন পি ভি আনভার। নীলাম্বুরের নির্দল বিধায়ক পি ভি আনভার সোমবার স্পিকার এ এন শামসীরের সঙ্গে দেখা করেন এবং নীলাম্বুর বিধায়ক হিসাবে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। এরপর এদিনই পি ভি আনভারকে কেরলের রাজ্য আহ্বায়ক নিযুক্ত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।নীলাম্বুর থেকে বিধায়ক হিসেবে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পি ভি আনভার বলেছেন, গত পাঁচ মাস ধরে, আমি সরকারে, বিশেষ করে পুলিশে কী ঘটছে তা ব্যাখ্যা করছি। আমি একা লড়াই করতে পারি না, তাই আমার ইউডিএফ থেকে রাজনৈতিক সমর্থন দরকার। মমতা দিদি (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) সংসদে এবং রাজ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

সরকারি হাসপাতালের নানা ওয়ার্ড থেকে বাতিল হওয়া স্যালাইন বের করা হল

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের নানা ওয়ার্ড থেকে বাতিল হওয়া স্যালাইন বের করে আনার কাজ শুরু হয়। শুধু মহিলা এবং শিশু বিভাগ থেকেই নয়, অন্যান্য ওয়ার্ড থেকেও স্যালাইন বের করে আনার কাজ চলে। হাসপাতালের কর্মীরা জানান, কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এই কাজ করা হচ্ছে।আরএল স্যালাইনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। অভিযোগ, এই স্যালাইন আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে তারপরও কীভাবে তা ব্যবহার করা হল প্রসূতিদের শরীরে? এই স্যালাইনের ' থেকেই প্রসূতিদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যে একটি ১৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তারা মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে তদন্ত করেছে। বেশ কিছু স্যালাইন এবং ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে নমুনার জন্য সংগ্রহও করা হয়।মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতিদের নিম্নমানের স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই আবহে রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতর। জানানো হয়েছে, সুরক্ষার কারণে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার

আরপিএফ-এর হাতে আটক ১৮ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, উদ্ধার ৯০ নাবালক-নাবালিকা এবং দুই মহিলা

গুয়াহাটি, ১৩ জানুয়ারি ঃ গত ডিসেম্বর (২০২৪)-এ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে পৃথক অভিযান চালিয়ে ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং এক এজেন্টকে আটক করেছে। এছাড়া গত মাসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ৯০ জন নাবালক-নাবালিকা এবং দুই মহিলাকে উদ্ধার করেছে আরপিএফ। উদ্ধারকৃত নাবালক-নাবালিকাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।রবিবার এক প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় তিনি জানান, ২২ ডিসেম্বর (২০২৪) আগরতলার আরপিএফ ও জিআরপিএফ এবং বদরপুরের এসআইবির যৌথ দল আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে এক রুটিন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে। পরে ওই তিন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।১৯ ডিসেম্বর (২০২৪) গুয়াহাটির আরপিএফএসআইবি ও কামাখ্যার আরপিএফ টিম কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশির সময় তাঁরা কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিনজন পলাতক নাবালক-নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পরে নাবালক-নাবালিকাদের ঠিকানা নিশ্চিত করার পর তাদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য চাইল্ড লাইন, গুয়াহাটির কাছে হস্তান্তর করা হয়। একইভাবে ২৯ ডিসেম্বর (২০২৪) রাঙাপাড়া নর্থ-এর আরপিএফ টিম নিয়মিত তল্লাশির সময় তিনজন পলাতক নাবালক-নাবালিকাকে উদ্ধার করে। তাদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য চাইল্ড লাইন, তেজপুরের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরে মধ্যে নয়জন মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ৯০৬ জন নাবালক-নাবালিকা এবং ৬১ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত শিশুমহিলাদের সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইনএনজিও, অভিভাবক এবং সরকারি রেলওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ওই সময়কালে ৩০০-এর বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে।স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে নিয়োজিত আরপিএফ কর্মীরা সবসময় সতর্ক থাকেন এবং সীমান্ত অঞ্চল থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও সর্বদা সতর্ক নজরদারি রাখেন। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে আরপিএফ নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আরপিএফ যাত্রীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া, মানবপাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজরদারি রাখার পাশাপাশি উপযুক্ত অভিভাবক ছাড়া শিশুর সন্দেহজনক চলাচল, একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি ঘটনার ওপরও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে, বলা হয়েছে প্রেস বার্তায়।

ইন্ডি জোটকে শক্তিশালী হতে হবে ঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি ঃ ইন্ডি জোটকে শক্তিশালী হতে হবে। কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী দলের কাছে এই আহ্বান জানালেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবার মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ইন্ডি জোট শক্তিশালী হওয়া উচিত। ওমর আবদুল্লাহ যা বলেছেন, তা আমি বিশ্বাস করি না, যে ইন্ডি জোট লোকসভার জন্য গঠিত হয়েছিল।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, এই জোটটি অবশ্যই লোকসভার জন্য গঠিত হযেছিল এবং আমরা ভাল লড়াই করেছি, তবে এর পরে, ইন্ডি জোটের কোনও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি, যা দুর্ভাগ্যজনক। এই দাযিত্ব কংগ্রেসের, কারণ কংগ্রেস জোটে বড় ভাইয়ের ভূমিকায় রয়েছে। আগামী দিনে, যদি ইন্ডি জোটকে বাঁচাতে অথবা শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে সবার আগে সংলাপ প্রয়োজন।

কালনায় পিঠে-পুলি উৎসব ঘিরে ধুন্ধুমার, হুড়োহুড়িতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি

কালনা, ১৩ জানুয়ারি ঃপূর্ব বর্ধমানের কালনায় পিঠে-পুলি উৎসব ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। রবিবার রাতে সঙ্গীতশিল্পী জোজো, পলক এবং পলাশ মুচ্ছলের গানের একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেই বিশৃঙ্খলার তৈরি হয়। অভিযোগ, কালনা পুরাতন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন হিমঘর মাঠে ভিড়ের জন্য বহু দর্শক মূল অনুষ্ঠানের মাঠে প্রবেশ করতে পারেননি। এরপরই সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জও করে বলে অভিযোগ। হুড়োহুড়িতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে ৬ জনকে কালনার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিসাধীন।গত কয়েক বছর ধরে কালনার এই উসব ঘিরে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা রয়েছে। ৭ জানুযারি থেকে চলা এই উৎসবের রবিবার ছিল শেষ দিন। উৎসবের আহ্বায়ক তথা কালনার বিধায়ক রাতে আহতদের দেখতে কালনা হাসপাতালে যান। কথা বলেন অসুস্থদের সঙ্গে। তিনি বলেন, মাঠের মধ্যে কিছু ঘটেনি। এতটাই ভিড় হয়েছিল যে মাঠে প্রবেশ করতে না পেরে মাঠের বাইরেই অনেক দর্শক ছিলেন। তবে এরকম ঘটনা কাম্য ছিল না। আহতদের পাশে আছি।

পকসো মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন বিকাশ মিশ্রর

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ পকসো মামলা ভিত্তিহীন বলে দাবি করে জামিন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিকাশ মিশ্র। সেই আর্জি মঞ্জুর করেছে আদালত। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে। শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিকাশ মিশ্রের আইনজীবী বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করা হয়েছে। এটা একটি পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত মামলা। কিন্তু তাঁকে ফাঁসাতে এই মামলা করা হয়েছে। পুরোটাই ভিত্তিহীন অভিযোগ। পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তাঁর এও বক্তব্য, বিকাশের অপরাধের কোনও প্রমাণ এখনও দিতে পারেনি পুলিশ। কালীঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।সোমবার বিকাশের জামিন মামলার শুনানিতে রাজ্য আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিল, বিকাশ মিশ্র অভিযোগকারীদের ভয় দেখাতে পারে। তাঁরা প্রত্যেকেই খুব ভীত। তিনি জামিন পেলে তাঁদের প্রাণহানির আশঙ্কাও রয়েছে। যদিও শর্তসাপেক্ষে কলকাতা হাই কোর্ট বিকাশ মিশ্রর জামিন মঞ্জুর করে।

বুধে মহারাষ্ট্রে সফর মোদীর, তিনটি যুদ্ধ জাহাজের করবেন উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী বুধবার মুম্বইয়ের নৌসেনা বন্দরে তিনটি যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধন করবেন। আইএনএস সুরাট, আইএনএস নীলগিরি, এবং আইএনএস ভাগশির নামে নৌবাহিনীর এই তিনটি জাহাজ অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত এবং গোটা বিশ্বে অন্যতম উল্লেখযোগ্য।এই তিনটি জাহাজের সূচনা দেশের প্রতিরক্ষা, উৎপাদন ও সমুদ্রপথে সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করছে। আগামী বুধবার প্রধানমন্ত্রী মহারাষ্ট্র সফরে যাবেন। নৌ সেনার এই অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নভি মুম্বইয়ের খারগারে ইসকন মন্দিরের উদ্বোধন করবেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে অত্যন্ত প্রত্যাশিত সোনমার্গ টানেলের (জেড মোরহ টানেল) উদ্বোধন করেছেন। শ্রীনগর-লেহ হাইওযেতে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার গাগেনগার এলাকার কাছে নির্মিত ৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অত্যাবশ্যক জেড মোরহ টানেলটি জাতির উদ্দেশ্যে উসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উদ্বোধনের পর টানেল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি টানেল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, কেঃদ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, জিতেন্দ্র সিং প্রমুখ।। উল্লেখ্য, ৬.৫ কিলোমিটার জেড মোরহ টানেলের কাজ একটি কৌশলগত প্রকল্পের অংশ এবং কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখ অঞ্চলের মধ্যে সারা বছর যোগাযোগ নিশ্চিত করার প্রথম পদক্ষেপ।

স্থিতিশীল কিন্তু সংবেদনশীলঃএলএসি পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য সেনা প্রধানের

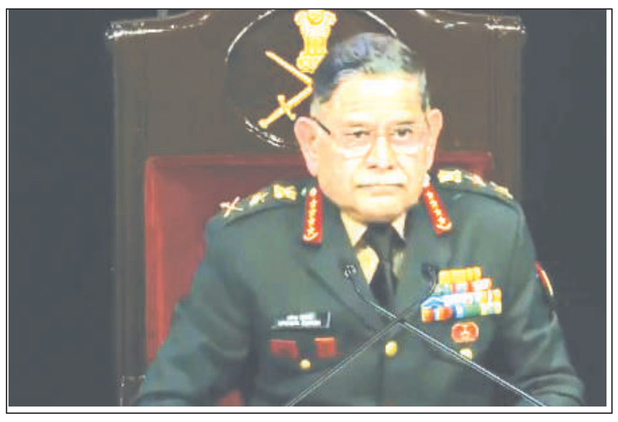

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃস্থিতিশীল কিন্তু সংবেদনশীল, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি)-র পরিস্থিতি নিয়ে এই মন্তব্য করলেন সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সোমবার সেনা প্রধান বলেছেন, দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী চিনা প্রধানের সঙ্গে দেখা করেছেন। যতদূর ভেরিফিকেশন পেট্রোলিংয়ের বিষয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষের দ্বারা ইতিমধ্যে দু'টি রাউন্ড সম্পন্ন হয়েছে এবং উভয়ই এই সম্পর্কে বেশ সন্তুষ্ট।সেনা প্রধান আরও বলেছেন, আমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই আলোচনাগুলি চালিয়েছিলাম, তখন কিছু জায়গাকে অস্থায়ী স্থগিতাদেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০ এপ্রিলের পর দুই দেশের মধ্যে আস্থার নতুন সংজ্ঞা দিতে হবে। তাই আমাদের একসাথে বসতে এবং তারপরে আমরা কীভাবে পরিস্থিতি শান্ত করতে চাই এবং আস্থা পুনরুদ্ধার করতে চাই সে সম্পর্কে বিস্তৃত বোঝার প্রয়োজন রয়েছে।

সাড়ম্বরে উদযাপিত লোহরি উৎসব, শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ঃ পঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতে সোমবার ফসল কাটার উসব লোহরি উদযাপিত হচ্ছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই উৎসবেও আগুন জ্বালিয়ে মানবজাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়। সাধারণ মানুষ আগুনের চারপাশে ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য পরিবেশন করেন, চলে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সঙ্গে উপহার বিনিময়।পৌষের সমাপ্তির পাশাপাশি সূর্যের উত্তরমুখী যাত্রা উত্তরাযণের সূচনার প্রতীক এই উৎসব। উত্তর ভারতে বিশেষ করে পঞ্জাব, হরিযানা, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, জম্মু ও চণ্ডীগড়ে ফসল কাটার উৎসব লোহরি পালিত হয়। এই উসব উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

ভারতকে বিকশিত করতে হলে দেশের পরিকাঠামো উন্নত করতে হবেঃনীতিন গড়করি

সোনমার্গ, ১৩ জানুয়ারি ঃভারতকে বিকশিত করতে হলে দেশের পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে। সোমবার সোনমার্গ টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গ।করি। তিনি বলেছেন, জল, জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ- এই চারটি বিষয়ের উন্নয়ন না হলে শিল্প, পর্যটন ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যাবে না।নীতিন গড়করি আরও বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে উন্নত ভারতের পাশাপাশি সুখী, সমৃদ্ধ, ও উন্নত করার সংকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাযিত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা নির্ধারিত মিশন হল, জম্মু ও কাশ্মীরকে সুখী, সমৃদ্ধ করতে এখানে শিল্প এবং ব্যবসায়ীদের আসা উচিত। এই অনুভূতি নিয়ে যে, আমরা এই পরিকাঠামো বিকাশের চেষ্টা করছি।

বোমা ফেটে গুরুতর জখম ১০ বছরের বালক

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি ঃ সোমবার খেলার সময় বোমা ফেটে গুরুতর জখম ১০ বছরের বালক। গুরুতর জখম অবস্থায় সে হাসপাতালে চিকিসাধীন। চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনা ঘটে মাথাভাঙার হাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।সোমবার সকালে বা।রি কাছের একটি বাগানে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল চন্দ্রকুমার বর্মন নামে ওই ১০ বছরের বালক। বাগানের মধ্যেই পড়েছিল একটি বোমা। খেলার সময় কোনওভাবে সেটি ফেটে যায়। বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয় চন্দ্রকুমার।স্থানীয়রা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত

সাগরে পুণ্য স্নান সেরে স্মৃতিচারণ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃসাগরে পুণ্য স্নান সেরে সোমবার স্মৃতিচারণ করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।তিনি লিখেছেন, আজ গঙ্গা সাগরে পুণ্য স্নান সেরে দীর্ঘদিনের সাথীর সঙ্গে সাক্ষা করতে গেলাম। ৯০ এর দশকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজের সূত্রে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তখন এই গঙ্গাসাগর চত্বর, পুরো এলাকা আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরতাম। এখন যত বয়স বাড়ছে মনের মধ্যে স্মৃতিরা ভিড় করে আসে।আজ আবারও সব স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এখানকার মানুষদের আতিথেয়তা, আন্তরিকতার তুলনা নেই। গাছ থেকে টাটকা মিষ্টি ডাব পেড়ে খাওয়ালেন গ্রামবাসীরা। পুরো গ্রামের মানুষজন এসে আলাপ করে গেলেন আমাদের সঙ্গে। সবার সঙ্গে

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৮পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১৩ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৭ পৌষ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৭ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২১ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

পাওনা টাকা না পেয়ে মদের আসরে কুপিয়ে খুন শ্রীরামপুরের যুবককে

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি, ১৩ জানুয়ারিঃ বাজারে মোটা টাকার ঋণ ছিল তাঁর। পেশায় দিনমজুর শুভঙ্করের বাড়ি শ্রীরামপুর থানার নিত্যদাস লেনে। পাওনা টাকা আদায় করতে না পেরে মদের আসরে পরিকল্পনা মাফিক কুপিয়ে খুন করা হয় শুভঙ্কর ঘোষ (৪৯) কে। ডানকুনি থানা ও কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ডানকুনি চত্বর থেকে প্রশান্ত কুমার শাহ ওরফে নানকি ও সানি কুমার প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করে। প্রশান্তর বাড়ি শ্রীরামপুর থানার বেচু দে লেনে। সানি কুমারের বাড়ি বিহারের সিওয়ানে। ধৃতদের সোমবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ ডিসেম্বর সকালে ডানকুনি থানার বামুনারি মধ্যপাড়ার পুকুর থেকে অজ্ঞাত পরিচয় দেহ উদ্ধার করে ডানকুনি থানার পুলিশ। মৃতদেহের শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। ওই দিনই ডানকুনি থানার পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে। ডানকুনি থানার পুলিশ ও চন্দননগর থানার পুলিশ মৃতের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ধরে তদন্ত করতে গিয়ে লিড পায়। পুলিশ জানতে পারে, মৃতের নাম শুভঙ্কর ঘোষ। বাড়ি শ্রীরামপুর থানার মাহেশের নিত্যদাস লেনে। মৃতের পরিবার ও পাড়া পড়শিদের থেকে খোঁজ নিয়ে

জানতে পারে, শুভঙ্করের বাজারে অনেক দেনা ছিল। সোর্স মারফত পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার দিন রাতে বামুনারিতে শুভঙ্করকে শেষ বারের মতো সানি ও প্রশান্তর সঙ্গে দেখা যায়। মাহেশ থেকে ডানকুনির বামুনারিতে গিয়ে তারা মদ্যপান করে। মদের নেশায় বেসামাল হয়ে পড়ে শুভঙ্কর।

তখনই পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে। তারপর দেহ কাছের একটি পুকুরে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ জানিয়েছে, সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য শ্রীরামপুর থেকে কিছুটা দূরে ডানকুনিতে নিয়ে গিয়ে খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা।

যেহেতু দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আগে থেকে চেনাজানা ছিল, তাই সরল বিশ্বাসেই শুভঙ্কর মদ্যপানের আসরে যোগ দিতে যান। কিন্তু খুনের ছকের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তিনি। খুনের ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কি না সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে পুলিশ।

মৈপীঠে বাঘ অবশেষে খাঁচাবন্দি হওয়ায় স্বস্তিতে এলাকার মানুষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৩ জানুয়ারিঃ অবশেষে সুন্দরবনের দক্ষিন রায়ের লুকোচুরি খেলা শেষ হলো। বাঘবন্দি হলো। খাঁচাবন্দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। ছাগলকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে খাঁচা পেতেছিলেন বনকর্মীরা। সেই টোপেই দেয় কাজ। তবে সে খাঁচা বন্দি হলেও টোপের ছাগল খায় নি। রবিবার গভীর রাতে বন দপ্তরের খাঁচায় ধরা দেয় দক্ষিণ রায়। আর তাঁর পরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কুলতলির মৈপীঠের বাসিন্দারা। এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে তিনবার লোকালয়ে বাঘ চলে আসার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তাঁদের। রবিবার সকালে সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠ এলাকার নগেনাবাদ, কিশোরী মোহনপুর, গঙ্গার ঘাট সহ বিভিন্ন গ্রামে বাঘের আতঙ্কছড়ায়। এদিন সকালে স্থানীয় মৎস্য জীবীরা প্রথম বাঘের পায়ের ছাপটি লক্ষ্য করেন। তারপর খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী,সহকারী বন আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরী, রায়দীঘি রেঞ্জার শুভায়ু সাহা সহ বম কর্মীরা। বনদপ্তরের কর্মীরা এসে বাঘের পায়ের ছাপটি দেখেন। বাঘের পায়ের ছাপটি লক্ষ্য করে বনদপ্তরের কর্মীরা বুঝতে পারেন নতুন করে আবার এলাকায় বাঘ ঢুকেছে। তবে বাঘ দেখা যায়নি। স্থানীয়দের কেউ কেউ দাবি করেন, দুটি বাঘ ঢুকে পড়েছে। তবে বাঘের অস্তিত্ব না জানায় কটি বাঘ, সে বিষয়ে বনদপ্তরের তরফে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। জাল দিয়ে প্রায় গোটা গ্রাম ঘিরে ফেরা হয়। বনদপ্তরের তরফে রবিবার সন্ধ্যায় ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচাও পাতা হয়। আর তাতেই কাজ।গভীর রাতে খাঁচাবন্দি হয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সোমবার সকালে এ ব্যাপারে জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন, বাঘটি সুস্থ আছে। চিকিৎসা করা হয়েছে। এটি কয়েকদিন আগে

বৈকুন্ঠপুরে চলে আসা বাঘ কিনা তা দেখা হচ্ছে। তবে এদিন বাঘটিকে ধুলাভাসানীর গভীর জঙ্গলে ছাড়া হয় বন দফতরের তরফে।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন যাবৎ আজমলমারি জঙ্গল থেকে বারবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। প্রতিবারই বনদপ্তর তাকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে। গত দু'সপ্তাহে প্রায় চারবার বাঘ হানা দিয়েছে ওই এলাকায়। তবে প্রতিবারই নিজে থেকে জঙ্গলে চলে গিয়েছে বাঘ। মৈপীঠের বাঘটিকে দিনকয়েক আগে জঙ্গলে ফেরানো হলেও সেটি ফিরে আসে বলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। তবে গভীর রাতে বাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় ও সোমবার গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ায় আপাতত আতঙ্ক কেটেছে গ্রামবাসীদের।

সোনারপুর থেকে ধৃত ৫ জন বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৩ জানুয়ারিঃ এ বার বাংলাদেশি গ্রেফতার সোনারপুরের বৈকন্ঠপুর থেকে। রবিবার গভীর রাতে ৫ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার আদালতে পাঠানো হল তাদের। সোনারপুর থেকে গ্রেফতার পাঁচ বাংলাদেশি। ধৃতদের সোমবার সোনারপুর থানা থেকে পাঠানো হলো বারুইপুর মহকুমা আদালতে। গোপনসুত্রে খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ বৈকুন্ঠপুর এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে। রবিবার রাত ১ টা নাগাদ তাদের গ্রেফতার করা হয়। কিভাবে ও কি কারণে তাঁরা এখানে এসে ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ২০২৩ সালে সোনারপুরের বৈকুন্ঠপুর এলাকায় পুলক দাশগুপ্ত নামে একজনের বাড়িতে ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল ঐ ৫জন বাংলাদেশি। প্রত্যেকেই পুরুষ। তাঁরা একটি গারমেন্টস কোম্পানিতে শ্রমিকের কাজ করতো। পুলিশ সুত্রে খবর বে আইনিভাবে তাঁরা ভারতে আসে। সোনারপুরের বৈকুন্ঠপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা থাকা শুরু করেছিল। এলাকার বাসিন্দাদের সাথে সেইভাবে মেলামেশা করতো না।

ফলে তাদের সম্পর্কে প্রতিবেশীরা কেউই খুব একটা কিছু জানে না। তবে যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়ির মালিক পুলক দাশগুপ্ত পলাতক। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে সোনারপুর থানার পুলিশ। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

স্কুল ভবনের উপর থেকে কাচ ভেঙে আহত দুই ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ সাতসকালে দক্ষিণ কলকাতার নব নালন্দা স্কুলে দুর্ঘটনা। স্কুল ভবনের উপর থেকে কাচ ভেঙে পড়ে । তাতে রীতিমতো আহত হয়েছে নবম শ্রেণির দুই ছাত্র। দুর্ঘটনার পর গোটা স্কুল জুড়ে হুলুস্থূল পড়ে যায়। স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ। সকাল ৭টা নাগাদ স্কুল শুরু হয়। সেই সময় ওপর থেকে কাচ ভেঙে পড়ায় ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা। জখম ২ ছাত্রকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। দুর্ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিভাবকরা।সূত্রের খবর, দুই ছাত্রের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। দু'জনকেই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । আতঙ্কিত অভিভাবকরা স্কুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, অভিভাবকদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হলেও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা মেলে না। অভিভাবকরাই পড়ুয়াদেরহাসপাতালে নিয়ে যান। স্কুলের তরফে যোগাযোগ ও পরিকাঠামোর সমস্যাও রয়েছে বলে অভিযওগ করেন বিক্ষোভরত অভিভাবকরা। শুধু আজকের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নয়, এছাড়াও নানা বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ তুলছেন পড়ুয়াদের মা-বাবারা। অভিভাবকদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়ায় স্কুলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে যায় টালিগঞ্জ থানার পুলিশ। অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, পড়ুয়ারা জানলা খোলার চেষ্টা করায়, কাচ ভেঙে পড়ে। এর পাশাপাশি, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অ্যাম্বুল্যান্স আসতে দেরি হয়েছে বলে দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের।

দুদিনে গঙ্গাসাগরে এসে মৃত্যু ঘটলো তিন তীর্থযাত্রীর, অসুস্থ ৫ জন তীর্থযাত্রী

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারিঃ শুরু হয়ে গেছে এবছরের গঙ্গা সাগর মেলা। আর এই মেলার মাঝে রবিবার গঙ্গাসাগরে এসে স্নান করতে গিয়ে এক পূণ্যার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলো। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁর শেষরক্ষা হয়নি। গঙ্গাসাগর মেলায় ক্রমশ বাড়ছে ভিড়। মঙ্গলবার সংক্রান্তি আর তাঁর আগে জনসমুদ্রে পরিণত হচ্ছে গঙ্গাসাগর।এবারই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা অবদেশ তিওয়ারি (৫৯)। রবিবার সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। সেখানেই অবদেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। সোমবার গঙ্গাসাগরে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটলো হরিয়ানা থেকে আগত ৫৯ বছরের দেব ও উওর প্রদেশ থেকে আগত রাজেশ্বর নামে দুই

তীর্থযাত্রীর। গত দুদিনে গঙ্গা সাগরে এসে মৃত্যুর সংখ্যা তিন। গত দুদিনে অসুস্থ পাঁচ জন। তাঁরা হলো- ঠাকুর দাস(৭০) ,বাড়ি উওরপ্রদেশ, মহারানী মন্ডল (৮৫),বাড়ি দক্ষিন ২৪ পরগনা, রাজকুমার পান্ডে(২০),বাড়ি উওরপ্রদেশ, দেবীলাল যাদব (৭৫),বাড়ি বিহার,সন্তোষ পান্ডে (৫০),বাড়ি মধ্যপ্রদেশ। সব অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের এয়ার লিফটে করে কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হয়।মঙ্গলবার বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ৫৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী এবছরের গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছেন বলে এদিন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস জানালেন। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরের মেলা অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নেন মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস,মন্ত্রী পুলক রায়, মন্ত্রী সুজিত বোস,মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা, মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, মন্ত্রী রথীন ঘোষ, মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, সাংসদ বাপি হালদার, প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল,সহ সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালী, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও, বিধায়ক জয়দেব হালদার, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, বিধায়ক মদন মিত্র সহ আরো অনেকে।

খোয়া গেল তিন লক্ষ টাকা

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারিঃ গঙ্গা সাগরে পুণ্যস্নান সেরে ফেরার পথেই দুষ্কৃতীর খপ্পরে পড়ে খোয়া গেল প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা।কি করবে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না তাঁরা।শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা সেখানে ভিড় বাড়ছে। বুধবার মকর সংক্রান্তির পূর্ণ্য স্নান। আর তাই হাওড়ার উলুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগরে আসে ১৫০ জনের একটি দল। দলের নেতা শ্যাম মাখাল বলেন, রবিবার সাগরে স্নান সেরে টাকা ভর্তি ব্যাগটি নিয়ে তিনি ফিরছিলেন। সেই সময় ৫ নম্বর রাস্তায় কেউ একজন তাঁকে বলে জামার পিছনে ময়লা লেগে গিয়েছে। সেই ময়লা ধুতে যেতেই তাঁর হাত থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালায় ওই দুষ্কৃতী।ব্যাগে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ও দু'টি মোবাইল ছিল। পুলিশকে জানানোর পরে মিনিট পনেরোর মধ্যেই ব্যাগটি উদ্ধার হলেও ব্যাগের মধ্যে থাকা টাকা ও মোবাইল হাওয়া হয়ে গিয়েছে। পুণ্যস্নানে এসে সব হারিয়ে এখন দিশেহারা ওই দলটি। খাওয়াথাকা ও বাড়ি ফেরার কোনও উপায় না থাকায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সকলে। আর এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় রীতিমতো শংকিত পূর্ণ্যাথীরা।

চন্দননগর হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব

মলয় সুরঃ প্রতিবছরের না এ বছরও চন্দননগর পালপাড়া অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দিরে দুই দিনব্যাপী শনি ও রবিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে নবনির্মিত ভবনের সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতা বালিগঞ্জের প্রধান কার্যালয়ের স্বামী দিব্যানন্দ জি মহারাজ, এছাড়া ছিলেন স্বামী হ্রি ষিকেশানন্দ জি মহারাজ, স্বামী দেবরূপানন্দ জি মহারাজ। সংঘের সম্পাদক স্বপন কুমার ঘোষ বলেন প্রথম দিন দীক্ষাদান, প্রবচন , ভজন , কীর্তন ছাড়াও একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। প্রতিদিন দিনভর অনুষ্ঠান ও স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের সম্পর্কে আলোচনা পর্ব থাকে। সংঘের কোষাধ্যক্ষ দিলীপ কুমার দাস ছাড়াও অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাগম ঘটে। এদিন মিলন মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম আবির্ভাব দিবস পালন হয়।

নন্দিনী পত্রিকার ২০২৫ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারিঃ নন্দিনী পত্রিকা দেখতে দেখতে নয় বছরে পা দিল। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতা শহরতলির একটি নামি রেস্তোরায় এই পত্রিকার ২০২৫ এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটি মূলত মহিলাদের হলেও নানা বিষয়ে ভালো লেখা থাকে। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও লেখক অপূর্ব দাস, তিনি তাঁর বক্তব্যে জানান, নন্দিনী যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে আগামী দিনে ওই পত্রিকা ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। এই পত্রিকা নতুন প্রজন্মকে নানা ক্ষেত্রে পথ দেখাবে। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক অজিতেশ নাগ, লেখিকা চুমকি চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মাল্য ঘোষ।সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নন্দিনী পত্রিকার সম্পাদক মৌত্রিশা চৌধুরী।

অনুষ্ঠিত হল রনমহল ক্বোরানীয়া হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৩ জানুয়ারিঃ উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের রনমহল ক্বোরানীয়া হাই মাদ্রাসার ৫০বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। গত ১১ই জানুয়ারি শনিবার থেকে তিনদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে শেষ হলো সোমবার। উল্লেখ্য ১৯৭৫সালের ১লা জানুয়ারি রনমহল ক্বরানীয়া হাই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়, প্রথম দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সুচনা করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, উদ্বোধন করে মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন রনমহল ক্বোরানীয়া হাই মাদ্রাসা বাম আমলে বঞ্চিত ছিল,২০১১সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর মাদ্রাসার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, সোলার সিস্টেম,ইনডোর গেমস এর ব্যবস্থা, ল্যাবরেটরি, দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ,পর্যাপ্ত শিক্ষক সহ একাধিক বিষয়ে উন্নীত করা হয়েছে । হাই মাদ্রাসার লোগো,ভুমি দাতার নামের ফলক উন্মোচন করা হয়। মন্ত্রী পুলক রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা শাষক মানুষ কুমার মন্ডল উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান, প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা ড,নুরুস সালাম,হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় কুমার মন্ডল, জেলা সহকারী ডি আই বনমালী জানা, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মহ. আব্দুল্লা, অধ্যাপক সিরাজ মল্লিক,প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মহ, ফারুক সহ অন্যান্য। উল্লেখ্য বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে রনমহল ক্বোরানীয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান বিদ্যালয়ের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস নিয়ে সুবর্ণ স্মরণে রনমহল ক্বোরানীয়া হাই মাদ্রাসা নামে একটি বই রচনা করেন। এবং প্রকাশ করেন। প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান মল্লিক বলেন বাকী জীবন তিনি মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবেন।

চেইন সহ ধৃত ছিনতাইকারী

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারিঃ ছিনতাই ওয়া দেড় লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার উদ্বারকৃত গলার চেইন প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, ১০ নভেম্বর কামান চৌমুহনী মধ্য পাড়া থেকে শংকরী সেন নামে এক মহিলা বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর পেছন থেকে টমটমে করে আসা এক যুবক গলা থেকে সোনার চেইন জোরপূর্বক ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে ওই মহিলা চিৎকার শুরু করেছিলেন।

বাস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু

হাওড়া, ১৩ জানুয়ারিঃ বাস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহী এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে রবিবার রাতে হাওড়ার বাঁকড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শেখ নাসিম (৩২)। ডোমজুড় থানার সলপের ডাঁসীর বাসিন্দা ছিলেন তিনি। রবিবার রাতে তিনি হাওড়ার দিক থেকে সলপের দিকে বাইকে করে যাচ্ছিলেন। পথে ডোমজুড় থানা এলাকার বাঁকড়া সুপারমার্কেটের সামনে উল্টোদিক থেকে আসা একটি পিকনিক ফেরত বাস বাইক আরোহীকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে।

আহারামপুর জিএসএফপি ১ নং বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের খাদ্যমেলা ঘিরে উন্মাদনা উচ্ছ্বাস

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৩ জানুয়ারিঃ স্টুডেন্টস উইক উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বন। পৌষ সংক্রান্তির আগেই নববারাকপুরে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাচাদের ভিন্ন স্বাদের রকমারি পিঠে পুলি পাটিসাপটা রসবড়া থেকে ঝালমুড়ি দই ফুচকা চিরের পোলাও মটর শুটির কচুড়ি স্পেশাল ঘুঘনি তৈরি করে সাতসকালেই অভিনব খাদ্যমেলায় অভিভাবক সহ শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষানুরাগীদের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস ।সোমবার সকালে পানিহাটি চক্রের কালি বাড়ি রোডে নববারাকপুর আহারামপুর জিএসএফপি ১ নং স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে হল খাদ্যমেলা। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অর্পিতা সরকার বলেন জানুয়ারি মাসে সপ্তাহব্যাপী চলছে স্টুডেন্টস উইক সপ্তাহ। পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভিন্ন ভাবে তাদের উৎসাহিত করতে চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে এই প্রথম অভিনব এই খাদ্যমেলা বা ফুড ফেস্টিভাল রকমারি খাবার স্টল আয়োজন। কোন

বাইরের খাবার নয় অল্প দামের ছেলে মেয়েদের অভিভাবক রা তৈরি করা পিঠে পুলি পাটিসাপটা রসবড়া রকমারি খাবারের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে এবং অন্যান্য শ্রেনীর ছেলে মেয়েরা খাবার কিনে খেয়েছেন। স্পেশাল ঘুঘনি ১০ টাকা, কালোজাম ৫ টাকা ভেজ মোমো দশ টাকা এই রকম অল্প দামে বিক্রি করা হয়। বেশ ভালো সাড়া ফেলেছে। অভিভাবক রা ভীষণ ভাবে পাশে দাঁড়িয়ে কচিকাচাদের সাথে উৎসাহ দিয়েছেন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক অভিনব চার পাঁচ ঘন্টার ফুড ফেস্টিভাল রকমারি খাবার স্টল ঘিরে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

আত্মঘাতী অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি

হাওড়ার, ১৩ জানুয়ারিঃ পুকুরে মরণঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। রবিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। এরপর সোমবার সকালে দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার আনুমানিক রাত আটটা নাগাদ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের তেলিহাটি এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একটি পুকুরে ঝাঁপ দেন ওই ব্যক্তি। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এলাকাবাসীরা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালালেও রাতে তাঁর কোনওরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি। সোমবার সকালে পুলিশ এসে পুকুরে জাল ফেলে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এখনও পর্যন্ত ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। তবে, ঠিক কি কারণে ওই ব্যক্তি পুকুরে ঝাঁপ দেন সেই নিয়েও ধন্দে রয়েছে পুলিশ।

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্তে সুরক্ষা, ক্যাম্পের উদ্বোধন সিঙ্গুরে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি, ১৩ জানুয়ারিঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে আজ সিঙ্গুরের রতনপুরে দুর্গাপুর জাতীয় সড়কের পাশে যাত্রী সুরক্ষা ক্যাম্পের উদ্বোধন হলো। এটির উদ্বোধন করেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জেলাশাসক মুক্তা আর্য জানান গঙ্গাসাগর যাবার জন্য পুণ্যার্থীরা যাতে সুন্দর ও সুস্থভাবে

যাতায়াত করতে পারেন তার সমস্ত ব্যবস্থা এই সহায়তা কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য প্রতিবছরের মতো এবারও গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের সুবিধার্থে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ক্রেন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পানীয় জল ,শুকনো খাবার দেয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে এই ক্যাম্প থেকে যাত্রীদের সহায়তা করা হবে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলা কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য পরিকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যাত্রীদের সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্ত সহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিশেষ করে হাওড়া হুগলি চব্বিশ পরগনা কলকাতা যেখান দিয়ে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গাসাগর অভিমুখে যাতায়াত করবেন তাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা এই ক্যাম্পের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করতে তৎপর। মন্ত্রী জানান সমস্ত রকম সমস্যা যাতে দ্রুত নিরসন করা যায় এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেয়া যায় তার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। এখান থেকেই তীর্থযাত্রীরা অ্যাম্বুলেন্স চিকিৎসাগত পরিষেবা সহ বিভিন্ন বিষয়ের পরিষেবা পাবেন। তিনি জানান গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই পরিষেবা প্রদান করা হবে।

স্বচ্ছতার পাশাপাশি বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কাজের সুবিধার জন্য একাধিক পরিকল্পনা নিল হাওড়া পুরসভা

সুমন আদক, হাওড়া, ১৩ জানুয়ারিঃ এবার মানুষের কাছে স্বচ্ছতার পাশাপাশি বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কাজের সুবিধার জন্য একাধিক পরিকল্পনা নিল হাওড়া পুরসভা। এই ব্যাপারে হাওড়া পুরপ্রশাসকমন্ডলীর প্রধান ডা. সুজয় চক্রবর্তী সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পরিকল্পনা করা হয়েছে যত বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন হবে সংক্ষেপে তা হাওড়া পুরনিগমের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে। বাড়ির অনুমোদন দেওয়া নিয়ে তিনি এদিন বলেন, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে মোট ৯৪টি বাড়ির অনুমোদন হয়েছিল। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে এখনো পর্যন্ত ১৮১টি বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অনেকগুলো বাড়ির যত তলা অনুমোদন হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি তলা বাড়ানো হয়েছে। সেগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে। সেই বাড়িগুলো ভেঙে ফেলার জন্য তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

কত তলা অতিরিক্ত বাড়ানো হয়েছে তার গুরুত্ব দেখে সেই বাড়িগুলো ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এই ব্যাপারে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে। এছাড়াও এখনো পর্যন্ত বাড়ি ভাঙার জন্য দুটি টিম (প্রতিটি টিমে আট জন করে) কাজ করে। যাতে বেশি সংখ্যক বাড়ি ভাঙা যায় সেই কারণে টিমের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এতদিন বাড়ি ভাঙার সময় ভিডিওগ্রাফি করা হতো না। তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি দেখা যায় যারা বাড়ি ভাঙার কাজে যুক্ত তারা সম্পূর্ণ না ভেঙে কাজ শেষ করে দেয়। এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বাড়ি সম্পূর্ণ ভাঙতে হবে। না হলে যত বর্গফুট ভেঙেছে সেই অনুযায়ী টাকা দেওয়া হবে। পুর নিগমের নিজস্ব পুরবীক্ষণ অ্যাপে এতদিন রাস্তাঘাট তৈরি এবং ভ্যাট পরিষ্কারের কাজ আপলোড করা হতো। এবার থেকে এই অ্যাপে বিল্ডিং ভাঙার কাজও আপলোড করার সিদ্ধন্ত নেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতা আনার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, বহু বাড়িতে স্যানেটারী চেম্বার নেই। সরাসরি নোংরা জল নর্দমায় ফেলা হয়। এমন ১২টি বাড়ির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আরো বাড়ি দেখা হচ্ছে যাদের সেনেটারী চেম্বার নেই। এই ১২টি বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এরমধ্যে ৩ জন ব্যবস্থা নিয়েছে। চারজন ১৫ দিন সময় নিয়েছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। বাকি ৫জন এখনো কিছু জানাননি। তাদের আবার নোটিশ পাঠানো হবে। তারপরেও কিছু না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মূলত ১৯ এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ডে এই ধরনের স্যানিটারী চেম্বার ছাড়া বাড়ির সংখ্যা বেশি। হানিফ মুন্সি লেন, আশু বোস লেন, শ্রীনাথ পোড়েল লেন, গঙ্গারাম বৈরাগী লেন সহ বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের বাড়ির সংখ্যা বেশি। বেআইনিভাবে বাড়ানো (বিএমআর ফাইল) বাড়ির সংখ্যা কমেছে বলে দাবি করেছেন পুর প্রশাসকমন্ডলীর প্রধান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২৯ পৌষ, ১৪৩১

বাংলার পরিচালক তরুণ

তরুণ মজুমদারের প্রথম ছবি ধরতে হবে 'আলোর পিপাসা' (১৯৬৫)। ১৯৫৯ সাল থেকেই আসলে 'যাত্রিক' থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন ভাবে কাজ শুরু করেন তিনি। তবে তরুণ মজুমদারের প্রথম ছবি হিসেবে মানুষ উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত 'চাওয়া পাওয়া' (১৯৫৯)-কেও ধরেন। কেননা 'যাত্রিক'-এর মুখ ছিলেন তরুণ মজুমদার। 'যাত্রিক'র ব্যানারেই তাঁর প্রথম জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি, ছবিটি ছিল 'কাঁচের স্বর্গ' (১৯৬২)। কিন্তু সাফল্যের মাপকাঠি বা ছবির সংখ্যা বা পুরস্কার দিয়ে ধরা যায় না তরুণ মজুমদারের মতো এক স্রষ্টাকে। তবুও এই মুহূর্তে যাঁরা আবার তরুণ মজুমদারের ছবি নতুন করে দেখতে চাইবেন, তাঁর ষাট বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারের বিপুল কাজের মধ্যে থেকে কোনগুলি দেখবেন, যদি ভাবেন, তা হলে তাঁদের একটা সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার অক্ষম প্রয়াস মাত্র করতে পারি। তরুণ মজুমদারের ছ'টি ছবি বেছে নিচ্ছি। সেগুলি হল 'পলাতক' (১৯৬৩), 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' (১৯৭৩), 'ফুলেশ্বরী' (১৯৭৪), 'সংসার সীমান্তে' (১৯৭৫), 'গণদেবতা' (১৯৭৮), 'দাদার কীর্তি' (১৯৮০)। ছবিগুলির খুব সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করব এখানে। তরুণ মজুমদার 'যাত্রিক' ব্যানারে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৯ সালের 'চাওয়া-পাওয়া' দিয়ে। স্বাধীন ভাবে, মানে, নিজের নামে কাজ শুরু করেন ১৯৬৫ সাল নাগাদ। কিন্তু 'যাত্রিক' ব্যানারে কাজ করলেও, 'পলাতক' (১৯৬৩) যেন তরুণ মজুমদারেরই ছবি। এ ছবির অঙ্গে অঙ্গে সেই ট্রেডমার্ক 'তারুণ্য'। ফলে, তরুণ মজুমদারের ছবি বাছতে বসে পলাতক-কে না বেছে পারা যায় না। এ ছবিটিতে অসাধারণ অভিনয় করে অনুপকুমার চিরদিনের জন্য বাঙালির মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন। এক ঘর-পালানো উদাসী বাউন্ডুলে তরুণের চরিত্রে অনুপের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় আজও ভোলেনি বাঙালি। সারা জীবন ধরে নানা জঁরের ছবি করেছেন তরুণ মজুমদার। এর মধ্যে হাস্যরসাত্মক ছবি হিসেবে 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' (১৯৭৩) খুবই বিশিষ্ট। ছবিটি দারুণ বক্স অফিস পায়। মিষ্টিমধুর প্রেমের কাহিনি-নির্ভর এই ছবিতে ঘটনার ঘনঘটা, গল্পের মসৃণ গতি একটা অভূতপূর্ব আমেজ তৈরি করে দিয়েছিল। হলে বা দূরদর্শনে এ ছবি দেখতে দেখতে বাঙালি হেসে গড়িয়ে পড়েছে যে কতবার। 'ফুলেশ্বরী' (১৯৭৪) স্বয়ং তরুণ মজুমদারের প্রিয় ছবি। ফলে এ ছবির প্রতি দর্শকের একটা আলাদা আকর্ষণ তো থাকবেই। আছেও। গানে গানে মুগ্ধমাতাল এই ছবিটি বাঙালিকে হয়তো চিরকাল তাড়া করবে। এ ছবি দেখে মুগ্ধ উত্তমকুমার নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর 'পুলু'কে। 'সংসার সীমান্তে' (১৯৭৫) ছবিটিতে দারুণ চ্যালেঞ্জিং এক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি বিশিষ্ট উপন্যাস 'গণদেবতা'। 'গণদেবতা' (১৯৭৮) বাংলা ছবির ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। এই ছবি জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। 'দাদার কীর্তি' (১৯৮০)। এতদিন যে-ধরনের ছবি তরুণ মজুমদার করে আসছেন, তার থেকে যেন একটু সরে এলেন। এ ছবিতে তাপস পালের 'ডেবিউ'।

কবিগুরুর মনে গভীর শোক

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জুতোয় পা গলিয়ে ফিতে বাঁধতে বাঁধতে অভ্যেস মত রবীন্দ্রনাথ কে জিজ্ঞেস করলেন রবিবাবু আপনার মেয়ে কেমন আছে? একটু ভালো তো? বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায় দিতে রবীন্দ্রনাথ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন, শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন সে আজ মারা গেছে। কী বললেন! রানী আজ মারা গেছে দুপুরে। সবাই স্তম্ভিত। তাদের হতবাক চোখে ঘোরাফেরা করে রবীন্দ্রনাথ -এর শান্ত মুখের দিকে। যেন কিছু ঘটেনি। অথচ এ চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মাথা নীচু করে অতিথিরা দ্রুত প্রস্থান করলেন। সন্তান-স্বজনের অকাল মৃত্যু শেলের মত বারবার বিদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়,মাত্র ন'মাসের ব্যবধানে রক্তাত্ব হৃদয়ে সহ্য করেছেন সহধর্মিণী ও ১২বছরের কিশোরী কন্যা রেণুর অকালমৃত্যু। পরপর মৃত্যুর ধাক্কায় রবীন্দ্রনাথ তখন বিপর্যস্ত। বেলার বিয়ের মাস না পেরোতেই রবি কবি তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে রেণুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন বয়স তাঁর কম। তবু বিয়ের জন্য অস্থিরতার বড় কারণ সে একটু ভিন্ন। বড় একগুঁয়ে,শাসন মানত না। ভাল পোশাকে তেমন আকর্ষণও নেই,গয়ণা গায়ে তোলে না,কবি এই মেয়েকে বড় ভালবাসেন, আগলে রাখতেন। পাত্র পছন্দ হয়েছে,দেখতে যেমন সুন্দর তেমন মিষ্টি অমায়িক স্বভাবের। আর রাণীটা যা জেদী ওর বর একটু ভাল মানুষ না হলে হয়। পাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,ডাক্তার। জামাইকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠালেন কবি। মৃণালিনী দেবী খুব অসুস্থ,তিনি যাতে রেণুর বিয়ে দেখে যেতে পারেন সেজন্য এই তাড়াহুড়ো। মৃণালিনী দেবীর রোগের আর উপশম হয় না,কবি বুঝলেন স্ত্রী'র দিন ঘনিয়ে আসছে,রেণুর বর সত্যেন্দ্রনাথকে আমেরিকা থেকে এনে ফুলশয্যার উৎসব করা হল। নভেম্বর ১৯০২,প্রয়াত হলেন মৃণালিনী দেবী,রাণীর তখন বয়স বারো,রথীন্দ্র চোদ্দ, মীরার দশ,শমীন্দ্রের আট। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কবি ফিরলেন শান্তিনিকেতনে,এবার নানা ব্যাধি দেখা যায় আদরের কন্যা রাণীর শরীরে, আসলে সে রাজযক্ষ্মা,যে রোগ বাসা বেধেছিল মাধুরীর শরীরেও কবির আদরের বেলা, বেলি বা বেলুবুড়ি,তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র একত্রিশ বছর। হোমিওপ্যাথি,অ্যালোপ্যাথি,কবিরাজি সব ব্যর্থ হবার মত অবস্থা,রেণুকা আবার বাবা ছাড়া কারও হাতে ওষুধ খাবে না,বাবা কে সে সবসময় আঁকড়ে ধরতে চায়। সত্যেন্দ্রনাথের হাতে শান্তিনিকেতনের স্কুলের ভার দিয়ে রাণীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথ এলেন কলকাতায়। ডাক্তারের পরামর্শে হাজারিবাগ থেকে আলমোড়া। সেইসময় রোগশয্যায় কাতর শিশুকন্যা রাণী শীর্ণ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বলত,' বাবা গল্প বলো'।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শিক্ষাই আলোকে নিয়ে আসে। জীবন আলোর শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে। জীবন আলোর খুবই প্রয়োজন। গীতা পাঠ করতে হবে। তবে গীতা পাঠ করলেই শুধু চলবে না। তাকে অনুধাবন করতে হবে। গীতাকে কাজে লাগাতে হবেশিক্ষাকে অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন না করতে পারলে জীবন কোনও সময়ে বড় হবে না। জীবনকে বড় করতে গেলে শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। যিনি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি মহান হয়েছেন। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারলে তবেই মানুষ হওয়া সম্ভব। নাহলে অমানুষে পরিণত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। মাকে পুজো করতে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবী পুজোর মধ্যে দিয়ে শক্তি অর্জন করে বাংলার গুপ্ত সমিতি 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন সমিতি'কে মহামন্ত্র দেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গা পুজোর আয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই মনে পড়ে যায় তাঁর স্বদেশিয়ানার কথা। কারণ তিনি মনে প্রাণে দেশভক্ত ছিলেন। সেই কারণে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দেবী দুর্গার পুজোর আয়োজন করতেন কাঁঠালপাড়ার ঠাকুর দালানে। পুজোর সময়ে কোনও রকমভাবে নিয়ম বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো না। কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে দেবী দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন তাঁর পিতা যাদব চন্দ্র। তখন নৈহাটি এলাকায় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছাড়া আর কারোর বাড়িতে দুর্গা পুজো হতো না। ফলে সেখানকার বাসিন্দারা এই পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে উঠত। বঙ্কিমচন্দ্রে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'মা ভবানী' দেবী দুর্গা আদলে প্রতিষ্ঠিত। বিপ্লবী যুগে মা 'ভবানী মন্দির' তৈরি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পড়ে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন প্রস্তুত করার উৎসাহিত হন। যদিও এই 'আন্দমঠ' বইটি দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তখন অরবিন্দ ঘোষ গাইকোয়াড়ে থাকতেন। তিনি তখন বাংলা ভাষা জানতেন না। পরে বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে নিবেদিতা দেওয়ার 'আন্দমঠ' উপন্যাসটি পড়েন এবং ভগিনী নিবেদিতাকে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিলেন যে বাংলার তিনি বিপ্লবী সমিতি তৈরি করে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। ভাই বারীন্দ্র কুমারের হাতে সংগঠনকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ভালো সংগঠক ছিলেন। কলকাতায় এসে বিপ্লবী অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পাদক হলেন। প্রথমে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। বিপিন চন্দ্র পাল অরবিন্দের হাতে সম্পাদকের দায়িত্বভার তুলে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মধ্যে যে দেবী মূর্তি অঙ্কিত করেছেন তা দেবী দুর্গার মূর্তিকে অবলোকন করেই। ''দশপ্রহ ধারিনী নমামি তারিণী বাহু বল ধারিনী তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যে মহান স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সেই সময়ে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পাঠ করে বিপ্লবীরা বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিক শক্তি অর্জন করতেন।

''সন্ধি পুজোর সময় মন্ডপে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। থামে হেলান দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মৃন্ময়ী মায়ের দিকে। স্থিরদৃষ্টি মুখে কোনও কথা নেই... দেবী প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বিভোর বঙ্কিমচন্দ্র''। আমরা দেখতে পাই 'কমলাকান্তের' শারদ উৎসব কমলাকান্তের ব'কলমে পাওয়া যায় শারদীয় উৎসবের এক অপূর্ব বর্ণনা- 'আশ্বিন মাসের রাত। পল্লিগ্রামের চারদিক বেশ নিস্তব্ধ। বড় বড় নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের চাঁদ। চারদিকে একটা হালকা কুয়াশার চাদর যেন ছেয়ে রয়েছে পুরো এলাকা। রাতের অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত অজস্র গাছপালায় ঢাকা অঞ্চলটাকে যেন আরও নিস্তব্ধ করে তুলেছে। নিশুতি রাতে গ্রামের একটা বাড়ি থেকে দরজা খুলে এক ব্যক্তি বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। কিছু দূর হাঁটার পর আকাশের দিকে তাক করে বন্দুক দাগলো। গ্রামের নিস্তব্ধতা ভেদ করে বন্দুকের আওয়াজ ছড়িয়ে গেল চারদিকে। হঠাৎই পুরো গ্রামটা যেন জেগে উঠলো। চারদিক ঢাক ঢোল কাঁসরঘন্টার আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠলো। শুরু হল মহা অষ্টমীর সন্ধিপুজো।' দুর্গাপুজোর এরকমই বর্ণনা পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজোর ইতিহাসে। তখনকার দিনে সবার বাড়িতে ঘড়ি থাকত না। সেজন্য বন্দুক বা তোপ দেগে সন্ধি পুজোর সময় জানান দেওয়া হত। সেকালে জমিদার বা রাজা না হয়েও বঙ্কিমচন্দ্রের পল্লিগ্রাম বাড়ির পুজো যেরকম জাঁকজমক করে করা হত। শহর কলকাতার বড় বড় রাজা, জমিদারবাড়ির পুজোকে টেক্কা দিত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির দুর্গা পুজো। সে যুগের পুজোর চিত্র বোঝার আভাস পাওয়া যেত নানাজনের লেখনিতে উঠে আসা পুজোর বর্ণনায়। বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায় নানা লেখনীতে। ''নৈহাটির বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি সেজে উঠেছে শারদীয়া পুজোর আনন্দে। বাড়ির চারদিকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। পুজো মণ্ডপ তো বটেই, বাড়ির কার্নিশ জানালা ও চারপাশের যেখানে যা জায়গা ছিল সেখানে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে পুরো বাড়িটা আলোকিত করা হয়েছে। কয়েকটি বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। শরতের হালকা হিমেল হাওয়ায় কোনও প্রদীপের আলো যদি নিভে যায় সেটাকে ফের চট করে আবার জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর তারা। পুজোর দালান পুজোর রাতে মোহময় হয়ে উঠেছে। সেখানেও প্রদীপের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। চারিদিক গাছপালায় ছাওয়া পল্লি গ্রামের মধ্যে সাদা রঙের এই দোতলা বাড়িটি সবারই চোখ কাড়ে। এবাড়ির পুজো-অর্চনা সবই রাজা জমিদার বাড়ির মত জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির দুর্গাপুজোর এরকমই বর্ণনা পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়।

বঙ্কিমচন্দ্রর বাবা যাদবচন্দ্র ছিলেন সরকারি আমলা। ফলে তখন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের

আভিজাত্য বেশ জাঁকজমক ছিল। সেই আভিজাত্যের কাছে কলকাতার বহু জমিদাররা পরিবার একেবারে নগণ্য ছিল। তার ওপরে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক। তিনি একাধারে লেখক এবং অন্য দিকে দাপুটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেবদের কাছে লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্মান লাভ করতে শুরু করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে সাহেবরা সমীহ করে চলতো। সাহেবরা সাহস করে কোনও সময়ে তাঁর এলাকায় নেটিভদের ওপরে অন্যায় অত্যাচার করতে সাহস পেত না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র আবার তোষামুদে বাঙালিদেরকে ভালো নজরে দেখতেন না। তিনি তোষামুদে বাঙালি দেখলেই তাদেরকে অপমানিত করতেন। শক্তির উপাসক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হলেও শক্তি উপাসনা থেকে নিজেকে বাদ দেননি। সেই কারণে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত' প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উপাখ্যানে পরিপূর্ণতা লাভ না করে তাঁর শক্তি দর্শন সম্পর্কে আলোচিত। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে গিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের অর্থনৈতিক কোন সমস্যা ছিল না। বেশ বড়লোকই বলা যেতে পারে তাদের। জমিদার বা রাজা না হয়েও একটা জমিদারি চাল ছিল এই পরিবারের। নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সামাজিক মান মর্যাদা এবং খ্যাতি অনেকটাই বেড়েছিল যাদবচন্দ্রের সময় থেকে। যদিও চট্টোপাধ্যায় পরিবার কাঁঠালপাড়ায় প্রাচীন অধিবাসী। চট্টোপাধ্যায় পরিবার নৈহাটির আদিবাসিন্দা হলেও যাদবচন্দ্রর সময় থেকে পরিবারের নামডাক বাড়তে থাকে। যাদবচন্দ্র ১৮৫২ সালে কাঁঠাল পাড়ার বাড়ি দোতলা প্রাসাদের মত তৈরি করার পর সেখানে দুর্গাপুজো শুরু করেন। বাড়ির উত্তর দিকে একটি ঠাকুরদালান তৈরি করে সেখানে সারা বছর জুড়ে নানা পুজো অর্চনার সঙ্গে দুর্গাপুজো শুরু হয়। যাদবচন্দ্রর একটা দানপত্র থেকে জানা যায়, চট্টোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজোর খরচ-খরচার দায়িত্ব দেওয়া ছিল সেজো ছেলে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপরে। কারণ ছেলেদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আর্থিক দিক থেকে বেশ সচ্ছল। মোটা মাইনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকরি করার সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের পয়সা কড়ির কোন অভাব ছিল না। বরং বছর বছর তার বেতন বৃদ্ধি হয়ে তা এক বিপুল সংখ্যায় দাঁড়িয়েছিল সে যুগের নিরিখে। সে যুগের বর্ণনায় পাই বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির পুজোর নানা বিবরণ। সে যুগের বনেদিবাড়ির দুর্গাপুজোয়। ১৮৮৩ সালের পুজোর খরচের থেকে জানা যায়, সেবার বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির শারদ উৎসবে মোট খরচ হয়েছিল ৪০৯ টাকা ৬ আনা এবং আধ পয়সা! তার মধ্যে প্রতিমার খরচ ছিল ৫১ টাকার মত, পুজোর খরচ ৬২ টাকা, নৈবেদ্য ২১ টাকা। আর সব থেকে বেশি খরচ হয়েছিল তা ছিল ভোগ প্রসাদের, ১৭৬ টাকার মতো। পুজোর দিনগুলোতে পুরো গ্রামবাসীর আমন্ত্রণ চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে। দু-বেলা পাত পেড়ে বসে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। আর বলাই বাহুল্য, তৎকালীন লোকজনদের ঠাকুরের কৃপায় খোরাকিটা নেহাত কম ছিল না। পুজোর দিনগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্র ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করতেন। সর্বদিক থেকেই তিনি একেবারে বাঙালিয়ানা। বাড়ির দুর্গাপুজোয় তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। পুজোর সময় ঠাকুর নির্মাণ করার কাজ করত সেকালের কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির বিখ্যাত কুম্ভকার শশীপাল ঠাকুর। দুর্গা মণ্ডপের পিছনে চালচিত্র অঙ্কিত করতেন চুঁচুড়ার বিখ্যাত মহেশ চিত্রকর ও বীরচাঁদ সূত্রধর। চন্ডী মন্ডপে গান গাইতেন জগমোহন স্বর্ণকার। পুজোর কদিন নিয়মিত বসত গানের আসর। বঙ্কিমচন্দ্র গান ভালবাসতেন, নিজে এক সময় গান শিখেও ছিলেন। দুর্গামন্ডপে জলসার আসরে রামায়ণ গান গাইতে আসতেন নীলকমল। যাত্রাপালার গান গাইতেন বদন অধিকারী , গোবিন্দ অধিকারীরা। দুর্গাপুজোর দিনগুলোকে কেন্দ্র করে গানের আসরে যাত্রাঅঙ্গ, রামায়ণী গানের সঙ্গে চলত সহচরী, যাদুমণির কীর্তন, মধুকানের পালা গান গাওয়া হতো। গানের পর্ব চলত পালা করে আর তার জন্য আসতেন সেসব গানের নাম করা শিল্পীরা। চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুজোর কদিন যেন চাঁদের হাট বসত দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে। দুর্গা দালানের উঠানে কবি গানের আসর বসত। দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে বাংলায় কবিতার শেষ নেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে লিখেছেন,''বর্ষে বর্ষে এসে মাগো খাও লুচি পাঁটা/ ছোলা কলা কচু ঘেঁচু যা জোটে কপালে/ যে হোল দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা/ আসবে যাবে খাবে নেবে সম্বৎসর কালে।'' দেবী দুর্গার ওপরে তাঁর ক্ষোভ ছিল। দেবী দুর্গা শুধু খাবে। কাজের কাজ কোনও কিছুই করবে না। বিদেশি শক্তিকে দেশ থেকে বিতারিত করতে দেবী দুর্গার সাহায্য কামনা করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি মনে করতেন যারা বিদেশি তারা অতি সহজেই প্রশাসনের মুখ্য পদে অধিষ্ঠিত হতে পারছে। আর যারা এদেশে জন্ম গ্রহণ করেছে তারা নিজ দেশে পরবাসীর মতো বসবাস করছে। পরাধীনতার জ্বালাকে অতি সহজে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। স্বাধীনতার প্রতি তাঁর একটি প্রবল আগ্রহ সেই সময় থেকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেই কারণে তিনি মাতৃ প্রতিমা পুজো করে শক্তির উপাসনা করতেন। শক্তি দিয়ে বিদেশি শক্তিকে দেশ থেকে বিতারিত করতে হবে বলে বিশ্বাস করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ ছাড়া আর অন্য কোনও পথ নেই।

১৮৭৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের বাবার আমলে বাড়ির পুজো দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তার লেখনীতে কমলাকান্ত দপ্তরে 'আমার দুর্গোৎসব' নামক একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। কমলাকান্তের ব'কলমে পাওয়া যায় শারদীয় উৎসবের এক বর্ণনা। ''দেখিলাম অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে- আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম;অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত-- মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে-- আবার উঠিতেছে। সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল। সেই তরঙ্গ সংকুল জলরাশির ওপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম;সুবর্ণমন্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! রত্নমন্ডিত দশ ভুজ- দশ দিক- দশ দিকে প্রসারিত তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত বীরজন কেশরী শত্রু নিস্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না- আজি দেখিব না, কাল দেখিব না..।'' আরও আমরা দেখতে পেলাম কমলাকান্তের বর্ণনায়, 'বড় পুজোয় ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গোপুজোয় আসিয়া পাতরা মারিবে-- কত দেশী-বিদেশি ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে-- কত দিন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পুরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!'' দুর্গাজননী থেকে বঙ্গজননীর রূপান্তর দেখা যায়, যা পরে পূর্ণতা পায় কপালকুণ্ডলা এবং আনন্দমঠ উপন্যাসে। বঙ্গদর্শনের ১৮৭৪ সালে, বাংলার ১২৮১ সালের কার্তিক সংখ্যায় কমলাকান্তের জবানে 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসে আশ্বিন মাসে বাড়ির পুজো দেখে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের লেখাটি লেখেন।

পুজোর সময় শাসক ইংরেজ অংশ নিত সেই আনন্দ উৎসবে। ' ইংলিশম্যান' পত্রিকার পাতায় লেখা থাকত কোন কোন পুজো সবচেয়ে খরচ হয়েছে তার সংবাদ। কোথায় কোন বাঈজি আসছে, কোথায় কোন কবি গানের আসর।

যুক্তিবাদী লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য নারী স্বাধীনতা এবং নারী সত্ত্বাকে বিশ্বাস করতেন

বিশেষ প্রতিবেদক

পালিয়ে বিয়ে করেছেন,বাবা মেনে নেন নি, বিয়ের পরে দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, লেখা লেখির জন্য সরকারি চাকরি স্বেচ্ছায় ছেড়েছেন। নারীদের এক জন হয়ে তাদের নিজস্ব জগতের কথা, যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির

কথা লেখায় শোনাতেন পাঠকদের, তিনি সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য। শাড়ি পরতেন ক্লাস এইট থেকেই সেদিন একটু ঝকঝকে শাড়ি পরে বের হয়েছিলেন বাড়ির কারও তেমন নজর কাড়েনি। অবশ্য বন্ধুর পাঞ্জাবি ধার করে পরেছিলেন পাত্র, রেজিস্ট্রির পর দু'জনে বাড়ি ফিরে এল। পালিয়ে বিয়ে,মেয়ের এমন দুঃসাহস বাবা মেনে নেননি। পালিয়ে বিয়ে করলে যা হয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। এরপরের লড়াইটা দারিদ্রের সঙ্গে এক কামরার চিলতে ঘর। দরমার পার্টিশন করা বারান্দায় রান্না। আর বাথরুম কিছুটা দূরে। ইট পাতা উঠোন পেরিয়ে টিনের চালের তলায়। অবশ্য ছোটবেলা থেকেই তিনি লিখতে ভালবাসতেন, সেই লেখার প্রথম পাঠক ছিলেন বাবা, বিয়ের পরে থেমে গিয়েছিল লেখালেখি কিন্তু সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রবল প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় বিকশিত হয়ে বারেবারে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন।

লেডি ব্রেবোর্ন ভর্তি হয়েছিলেন কেমিস্ট্রি নিয়ে অবশ্য অল্প বয়সে মাতৃত্ব সামলাতে গিয়ে কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, বাড়ির সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়েছে, আবার কলেজে ভর্তি হয়েছেন, যদিও সেখানে কোনওদিন ব্যাগ থেকে খাতার বদলে মাঝে মধ্যেই বেরিয়েছে মেয়ের মোজা বা ফিডিং বোতল। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দিয়ে '৭৯-তে 'ওজন ও পরিমাপ' দফতরে চাকরি পেয়েছিল। যখন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে যেতেন। তখনই প্রেমেন মামার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তাঁর উপন্যাস 'হেমন্তের পাখি'তে রয়েছে হেমেন মামা।

লেখালেখির প্রতি সুচিত্রার ছোটবেলা থেকেই আগ্রহ থাকলেও, নিজের লেখা শুরু হয়েছিল সত্তর দশকের শেষ ভাগে। নারীদের এক জন হয়ে তাদের নিজস্ব জগতের কথা, যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির কথাই তিনি তাঁর লেখায় শোনাতেন পাঠকদের। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের নানা দিক উঠে এসেছে তাঁর লেখায়৷তাঁর গল্প উপন্যাস প্রবল জনপ্রিয়তা পায়। 'অলীক সুখ', 'কাচের দেওয়াল' ইত্যাদি উপন্যাস রীতিমতো সাড়া ফেলে পাঠক মহলে। গত শতকের সত্তরের দশকের শেষের দিকে ছোট গল্প লেখা শুরু করেন তিনি। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে উপন্যাস লেখার শুরু। তাঁর ছোট গল্প টিনএজারদের মধ্যে বরাবরই জনপ্রিয়, তবে 'কাচের দেওয়াল' জনপ্রিয়তার নিরিখে ভেঙে দিয়েছিল বয়সের সব ব্যবধান।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখায় পাঠক খুঁজে পায় সেইসব নারীদের যারা প্রতিদিন জিতে যায় নিজের কাছে, আপনার কাছে। প্রত্যেকেই যে যার মতো করে উড়তে চায়। কখনও একা, কখনও প্রিয় মানুষটির সঙ্গে। লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৭ সালে চিত্র-পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ নির্মাণ করেন বাংলা চলচ্চিত্র। পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাস থেকে তৈরি হয়েছে 'ইচ্ছে', 'অলীক সুখ', 'প্রাক্তন' নামক কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্র।

শেষ জীবনে ডান হাত ভেঙে গেলেও থামানো যায়নি, ল্যাপটপে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে টাইপ করে লেখালিখি করতেন অকালেই থেমেছিল তাঁর কলম, ক্ষতি হয়েছিল বাংলা সাহিত্যেব। সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্মনি চলে গেলেই সবাই তাঁকে মনে করে রেখেছেন। বিশেষ করে বাংলার সাহিত্য সমাজ তাকে ভুলে যায়নি। তাঁর প্রতিটি সাহিত্য এক একটি দিক নির্ণয় করে গিয়েছে। নারী স্বাধীনতার কথাকে তুলে ধরেছেন। মেলে ধরেছেন নারীর ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে। নারী বলেই তার একটি গোপন জগৎ রয়েছে। সেই গোপন জগতে কারোর কোনও রকমভাবে প্রবেশ করার অধিকার থাকে না। সেখানে প্রবেশ করতে গেলে মহিলাদের অনুমতি খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পুরুষশাসিত সমাজ নারী স্বাধীনতাকে স্বীকার না করলেও সেটা যে গুরুতর অপরাধ সেটাকে প্রকাশ্যে তুলে ধরনের লেখিকা।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রসিকতা

একদিন সন্ধ্যেবেলা রবীন্দ্রনাথ 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' গানটি শেখা চ্ছিলেন। এমন সময় ভৃত্য বনমালী আইসক্রিমের প্লেট নিয়ে ইতস্তত করছিল, আসবে কি আসবে না? রবীন্দ্রনাথ বনমালীকে দেখেই আবার গেয়ে উঠলেন, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন?' শান্তিনিকেতনে খুব মশা ছিল। তাই কবি হাতে পায়ে একবার তেল ব্যবহার করতেন। কখনো কোন আগন্তুক উপস্থিত হলে মজা করে বলতেন, 'ভেব না যে আমি বুড়ো মানুষ, বাত হয়েছে বলে পায়ে তেল মালিশ করছি। এ মশার ভয়ে। শান্তিনিকেতনের মশারা ভারী নম্র। তারা সারাক্ষণই পদসেবা করে।' কবিগুরু কথা প্রসঙ্গে দিনুবাবুকে (তার নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) একবার বলেছিলেন, 'বুঝলি দিনু, সেদিন অমুক লোকটা আমার কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়ে গদ গদ কণ্ঠে বললেন, 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম'। দিনুবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'তুমি দিলে ওকে টাকাটা? ও তো একটা জোচ্চোর'! 'তা মানি, কিন্তু লোকটার শত দোষ থাকলেও একটা গুণ ওর ছিল' কবিগুরু শান্ত স্বরে বললেন। 'লোকটা সত্যভাষী। কথা রেখেছিল, চিরঋণী হয়েই রইল'! মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবী কবিগুরুকে বেশ কয়েক দিন ধরে নিরামিষ খাওয়াচ্ছিলেন। তো একদিন মৈত্রেয়ী দেবী কিছু খাবার নিয়ে এসে বললেন, 'এটা একটু খাবেন? রোজ রোজ আপনাকে কি নিরামিষ খাওয়াব ভেবে পাই না।' কবিগুরু বললেন, 'ও পদার্থটা কি?' মৈত্রেয়ী দেবীর উত্তর;ব্রেইন।' কবিগুরু বললেন, 'এই দেখ কাণ্ড, এ তো প্রায় অপমানের শামিল। কি করে ধরে নিলে যে, ওই পদার্থটার আমার প্রয়োজন আছে? আজকাল কি আর আমি ভালো লিখতে পারছিনে?' রবিকাকাকে নাতনি (শিবানী) ও নাতজামাই দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন।

শঙ্কর পরিবারের অন্যতম সদস্যা মমতা

শঙ্করলাল কর্মকার

বাবা উদয় শঙ্কর,মা অমলা শঙ্কর , কাকা রবি শঙ্কর হলে আমাদের যে কারও হয়ত মাটিতে পা পড়ত না। কিন্তু সেই মেয়ের পা মাটির সঙ্গেই এক মাত্র সহজ হল। তাই জল পাইগুড়ি শহরের একটি থিয়েটার

দলের পঁচিশ বছরের আড্ডায় একটি মেয়ের গান চলতে চলতে আঁচল কোমরে গুঁজে উঠে দাঁড়ান তিনি । নেচে ওঠেন,'ধন্য আমি মাটির পরে...'। সাল ১৯৭৬। চলচ্চিত্র দুনিয়ায় সেই প্রথমবার পা দেওয়া মেয়েটি হয়তো মনে মনে নৃত্যশিল্পীই হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'মৃণালদা'র দৌলতে অভিনেত্রী হওয়ার সুযোগ এল সেই প্রথমবার। মমতা শঙ্কর। মৃণাল সেন পরিচালিত ছবি 'মৃগয়া' তাঁর প্রথম অভিনীত ছবি। কিন্তু মৃণাল সেনের সঙ্গে মমতা শঙ্করের পরিচয় তারও বছর তিনেক আগে। এই গল্প অনেকেরই অজানা। মমতা শঙ্কর বলেছেন, 'পদাতিক'-এ আমার দাদার (আনন্দ শঙ্কর) মিডজিক । তাতে এক জায়গায় একটা হামিংয়ের কাজ আমার ছিল। মৃণালদা আমায় ১০০ টাকার একটা চেক দিলেন। সেই প্রথম রোজগার। মৃণাল সেনকে আজীবন 'বাবা' মেনেছেন তিনি।

প্রথম ছবি, 'মৃগয়া'। মস্কোয় প্রথম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাওয়াও মৃণাল সেনের সুবাদে। সেই 'মৃগয়া' ছবি মিঠুন চক্রবর্তী এবং মমতা শঙ্করের অভিনয়ের জন্য বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কে বলবে 'মৃগয়া', মিঠুন আর মমতার প্রথম কাজ!

নৃত্য মাধ্যমকে যাঁরা গোটা পৃথিবীর সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দুইজন বাঙালি পুরোধা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উদয় শঙ্কর। সেই শঙ্কর পরিবারের কন্যা তিনি। তিনি জানেন নাচের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিদিনের যাপনকে ধারণ করতে হয়। শরীরী ভাষ্যে কীভাবে জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে জীবনের প্রতিটি সংলাপ, তাও দেখিয়ে চলেছেন মমতা শঙ্কর। চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে। এখনও সমান তালে অভিনয় করে যাচ্ছেন। সঙ্গে নাচকে কখনও ছাড়েননি। সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের জন্য পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। এছাড়াও 'শাখা প্রশাখা' এবং 'উৎসব' ছবির জন্য পেয়েছেন বিএফজেএ পুরস্কার। বঙ্গদর্শন (অরিত্র দাশ), প্রথম আয় মৃণালদার জন্যই, স্মৃতিসুধা ভাগ করে নিলেন মমতা শঙ্কর, শঙ্করের মেয়ে হয়েও একেবারে মাটির মানুষ। সিনেমার অজানা গল্প যদি জানতে চান তাহলে অবশ্যই পড়ুন পরিচালক তরুণ মজুমদার মহাশয়ের বই সিনেমাপাড়া দিয়ে এক অসাধারণ বই। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন প্রবাদ প্রতিম চলচ্চিত্র স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়-এর সহধর্মিণী বিজয়া রায়। অন্তরের গভীরে থাকা বহু মানুষের মুখ, বহু ঘটনা, বহু জানা-অজানা কাহিনি তাঁকে এই অনন্য স্মৃতিকথা লেখার প্রেরণা দিয়েছে।

এই বইয়ের পরতে পরতে ব্যাপ্ত রয়েছে যে বহুবর্ণী কাহিনি যা না জানলে মানুষ ও স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় সম্পর্কিত অনেক কথা অজানা থেকে যেত। অবলুপ্ত হত অজস্র দিকচিহ্ন।

মহানন্দা নদী ঘাট খোলার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ বিডিও অফিসে

দুরন্ত বার্তা, মাটিগাড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ মহানন্দা নদী খোলার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ মাটিগাড়া বিডিও অফিসে। আজ প্রায় শতাধিক নদী শ্রমিক ট্রাক চালকরা মাটিগাড়া চম্পাসারি মহানন্দা নদী ঘাট খোলার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শ্রমিকদের অভিযোগ কয়েকমাস ধরে নদী বন্ধ রয়েছে। বালাসন নদী খুলে গেলেও মহানন্দা ঘাট এখনও খুলছে না। এই নিয়ে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিত দাসের কাছে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন তারা। নদী বন্ধ থাকায় শ্রমিকরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের খাওয়া দাওয়া ও বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ তুলতে পারছেন না বলে জানান শ্রমিকরা। অপরদিকে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিত দাস জানান, মাটিগাড়ার কয়েকটি ঘাট খোলার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলব। যাতে দ্রুত নদী ঘাট খোলা যায়।

টুসু কিনতে ঝাড়গ্রাম শহরের আদিবাসী মার্কেটে ও বিভিন্ন হাটে মানুষের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ জানুয়ারি ঃ টুসু কিনতে ঝাড়গ্রাম শহরের আদিবাসী মার্কেটে ও বিভিন্ন হাটে মানুষের ভিড়। সোমবার রাতে টুসু পরব গোটা জঙ্গল মহল জু।ে খুব ধুম-ধামে পালিত হয়। মূলত, আদিবাসী-মূলবাসীদের প্রধান উসব হলেও, ' ঘিরে মেতে ওঠেন সবাই। পৌষ সংক্রান্তির আগের রাত হল টুসু পুজোর রাত। ফল, পিঠে, খই-মুড়কির নৈবেদ্য সাজিয়ে টুসুমণির পুজো করেন কুমারী ও এয়োতিরা। সোমবার সারারাত গান শুনিয়ে ' রাখা' হয় সমৃদ্ধির দেবী টুসুমণিকে। পরদিন গান গাইতে গাইতে গিয়ে নদী কিংবা জলাশয়ে টুসু মূর্তি ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি। একটা সময় গোটা পৌষ মাস ধরেই চলত টুসু উৎসব। ক্ষেত থেকে ফসল তোলার আনন্দে, জঙ্গলমহলের আট থেকে আশি, মেতে উঠতেন টুসু গানে। যা চূড়ান্ত রূপ নিত, মকর পরবের দিনে। সময়ের ফেরে জঙ্গলমহলের কৃষিকেন্দ্রিক লোক উৎসবে এসেছে ভাটার টান। তাই আগের মতো টুসু গান যেমন শোনা যায় না, তেমনি দোকানেও মেলে না টুসু বরণ গানের বই। আর এই ভাটার সময় টুসু কে বাঁচিয়ে রাখতে টুসু কে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এগিয়ে এলেন ঝাড়গ্রাম বাণিজ্য হাইস্কুলের দুইজন ইংরেজি শিক্ষক । লিখলেন টুসুর গান। তাই সোমবার সকালে ঝাড়গ্রাম শহরের আদিবাসী মার্কেট প্রাঙ্গনে এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন হাটে বাজারে টুসু কিনতে ভি। জমিয়েছেন মানুষজন। শান্ত জঙ্গলমহল তাই টুসু ঠাকুর ভালোই বিক্রি হয়েছে বলে জানালেন টুসু বিক্রেতারা। তাই গোটা জঙ্গলমহল এর বাসিন্দারা মকর পরবের উৎসবে মেতে উঠেছেন।

নিরাপত্তা বজায় রেখে বৈকুন্ঠপুর গভীর জঙ্গলে আয়োজিত হল বনদূর্গার পূজা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ পৌষ-পূর্ণিমায় প্রত্যেক বছর আজকের এই দিনেই হয় বনদূর্গার পূজা। ঠিক সেই মতো এই বছরও রীতিমেনে পুজো হল বনদূর্গার। এবছর বনদূর্গা পূজা ৪৪ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। রাজগঞ্জের ফাঁড়াবাড়ির অদূরে বৈকুন্ঠপুর গভীর জঙ্গলে বনদূর্গার পূজা হয় প্রত্যেক বছর। কথিত আছে, দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠকের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি দিল্লিভিটা চাঁদের খাল নামে পরিচিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চৌধুরানী' উপন্যাসেও এই স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। বহু বছর আগে স্থানীয়রা এখানে ঠুনঠুনিয়া মায়ের নামে পুজো করতো। একটা সময় এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ ওই বনে ভিড় করতেন। এখন সেটি বনদুর্গার পুজো নামেই পরিচিত। বর্তমানে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মাঝে স্থায়ী মন্দিরে বিশেষ রীতি মেনে বনদুর্গা পূজিত হয়। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ এই পুজোয় আসেন। পুজোর দুদিন বাড়তি নজরদারি থাকে প্রশাসনের। এই বিষয়ে বনদুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, এবছর বনদূর্গার পুজো ৪৪ তম বর্ষে প্রদাপন করছে। প্রতিবছর পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গভীর রাতে বনদুর্গার পূজো হয়ে আসছে। কোভিডের জন্য কয়েকবছর দিনে পূজো হলেও গতবছর থেকে রাতে পূজো করা হচ্ছে। প্রশাসনের সবরকম নিয়ম মেনেই এই পুজো করা হয়। ঠিক সেই মতো এই বছরও সমস্ত নিযম় পালন করেই করা হচ্ছে পুজো। এদিন সকাল থেকেই প্রচুর ভক্তরা ভিড় জমান বনদুর্গার মন্দিরে, নিষ্ঠা সহকারে চলে পুজো।

করুণাময়ী স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে 'কলকাতার লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। টানেলের ভিতরে বা ভায়াডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, মেট্রো রেলওয়েতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। আজ ১৩.০১.২০২৫ তারিখে করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য এমন একটি অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণে, স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন অগ্নি এবং ধোঁয়ার পরিস্থিতির সিমুলেশনের মাধ্যমে কীভাবে আগুন নেভাতে হয় সেই সম্পর্কে মেট্রো কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্র্যাফিক, বৈদ্যুতিক, আরপিএফ এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে যাতে তারা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে পারে, উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

৪ জন প্রতারণা চক্রের প্রতারক গ্রেফতার, রানাঘাট সাইবার ক্রাইম পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ১৩ জানুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশ থেকে ৪ জন প্রতারণা চক্রের প্রতারক কে গ্রেফতার করলো রানাঘাট সাইবার ক্রাইম পুলিশ। এদিন তাদের কল্যাণী মহকুমা আদালতে তোলা হবে গত ৫ জানুয়ারি এক ব্যক্তির মোবাইলে একটি মেসেজ আসে তাতে বলা হয় তিনি এসবিআই রিওয়ার্ড নাম করে ম্যাসেজ আসে তিনি চৌদ্দ হাজার ৪৫৩ টাকা রিওয়ার্ড পেয়েছেন। সাথে একটি লিংক আসে তিনি সেটা ক্লিক করতে দেখেন এসবিআই এর লিংক আছে কিন্তু তিনি ইউআরএল চেক করেননি সেখানে একটি ওটিপি আসে ওটিপিটি দেওযার় সাথে সাথে তার ৫০০০০ টাকা ডেবিট হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানান সাইবার ক্রাইম খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তি তার একাউন্টে এই টাকাটি নিয়েছেন আট মিনিটের মধ্যেই এটিএম থেকে টাকাটি তুলে নেন। এটিএম এর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সনাক্ত হয়। ওই ব্যক্তির নাম যতীন সিং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে সাইবার ক্রাইম পুলিশ রানাঘাট তাদের কাছ থেকে উদ্ধার বেশ কয়েকটি এটিএম কার্ড এবং মোবাইল এরা দেশের অন্যান্য জায়গায় একইভাবে প্রতারণা করেছেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

একতারা হাতে ওপারেতে বর্ধমান, এপারেতে বীরভূম। গান গাইলেন জেলাশাসক

কেন্দুলির কদমখণ্ডির ঘাটে মকর স্নানের মেলার উদ্বোধনে অনুব্রত

দুরন্ত বার্তা, জয়দেব, ১৩ জানুয়ারি ঃ রাত পেরোলেই মকর স্নান। কেন্দুলির কদমখণ্ডির ঘাটে মকর স্নান উপলক্ষ্যে জয়দেব মেলার উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন উন্নয়ন পর্ষদ সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অসিত মাল, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, জয়দেব মেলা কমিটি সভাপতি তথা জেলাশাসক বিধান রায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, বস্ত্র ও কারাগার মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা প্রমুখ। হাতে একতারা নিয়ে জেলাশাসক বিধান রায় বাউল গান ওপারেতে বর্ধমান। এপারেতে বীরভূম গেয়ে আসর মাতালেন। প্রায় আড়াইশো আখড়া অজয় নদের পাড়ে। বিকেল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে জয়দেব কেন্দুলি মেলার উদ্বোধন করলেন অনুব্রত মণ্ডল। বরেণ্য লোক সঙ্গীত শিল্পী লক্ষণ দাস বাউল প্রমুখ। মেলায় থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা। বিপর্যয় মোকাবেলা টিম, স্বাস্থ্য বিভাগের পুরো টিম। কদম খণ্ডির স্নানের ঘাটে যাতে কেউ ডুবে না যায় সেদিকে নজর রাখতে থাকছে সিভিল ডিফেন্স। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো মেলায় যাতে কোনো মানুষের অসুবিধা না হয় সেটা দেখার জন্য তৎপর জেলা প্রশাসন। সাধু সন্ত আউল, বাউল, কীর্তনীয়া ও সাধারণ মানুষ মেলায় আসেন। মেলায় পানীয় জল, আলো ও ২১৪ টি স্থায়ী শৌচালয়, ৬ টি স্নানের ঘাট। ভালোই হবে। সকাল ৯ বেজে ০৩ মিনিট থেকে সকাল ১০ বেজে ৪৮ মিনিট পর্যন্ত হবে মকরস্নান। উল্লেখ্য, লোভাতুর মানুষের আগ্রহ - ' জয় দেব - পদ্মাবতীর প্রেমের পদ্ম অজয় নদে ভেসে আসবে' এবং তারা সেটি দেখে ধন্য হবে। এই আশায় বহু পুণ্যার্থী আসেন জয়দেব মেলায়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদ্যাপতি ও রাজা শিব সিংহের স্ত্রী লছমি দেবীর লৌকিক প্রেমের কাহিনী। জয়দেব - কেন্দুলির কবি জয়দেব কবি জয়দেব পদ্মাবতীর কাহিনী ছড়িয়ে আছে জয়দেব - কেন্দু বিল্বের মাটির প্রতিটি ধূলিকনায়। তাই কন কনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে প্রতি বছর প্রায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থী মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে স্নান করতে আসেন অজয় নদে। এবারও সেই উপলক্ষ্যে জয়দেবে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন সাধু সন্তরা। তবে প্রতিবারের মত এবারও আউল বাউলের মেলা নামে সমধিক পরিচিত এই মেলা কীর্তনীয়াদের কাছে কোণঠাসা। সরকারী তপরতায় ম্যাসেঞ্জার থেকে প্রচুর জল ছাড়া হয় আগত পূন্যার্থীদের স্নানের জন্য। প্রচুর কীর্তনের আখড়া এবার মেলায়। এই মেলা কলার কাঁদির জন্য বিখ্যাত। অনেক কলার কাঁদি বিক্রিও হয় এদিন। জয়দেব মেলার মূল আকর্ষন জয়দেবের জন্মভিটায় অবস্থিত রাধা বিনোদ মন্দির। প্রাচীন ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, জয়দেবের যুগোল কিশোর মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণ রাম রাজের সভাকবি ছিলেন। তাঁর অনুরোধে কবি জয়দেবের জন্ম ভিটায় বর্ধমানের মহারাণী ব্রজ কিশোরী ১৮৬৩ সালে রাধা বিনোদ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কবি জয়দেব এই মন্দিরে রাধা মাধবের মূর্তি স্থাপন করেন। সেটি আজও পূজিত হয়। যে আসনে বসে কবি মোক্ষ লাভ করেন, সেটি আজও যত্ন সহকারে রাখা আছে। এই মাটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যুগোল কিশোর মুখোপাধ্যায়ের পরিবার রাধা বল্লভ নামে আরেকটি মন্দির স্থাপন করেন। গীত গোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজা লক্ষণ সেনের সভা কবি ছিলেন। তখন জয়দেব - কেন্দুলি সেন পাহাড়ি পরগণার অন্তর্গত ছিল। এই মেলার মূল আকর্ষন বাউল কীর্তন ছাড়াও রাধা বিনোদ মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার উকীর্ণ শিল্প। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে রামায়ণের কাহিনী।

বাংলা শষ্য বীমার কৃষকদের আর্থিক অনুদান প্রাপ্যদের শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বহু কৃষকের চাষের ফসলের ক্ষতি হয়েছে। বাংলা শস্য বিমার আওতায় এবার তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। সোমবার জেলাশাসক কার্যালয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ৪০ জন কৃষকের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তার চিঠি তুলে দেন । এদিন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় জামালপুর, খন্ডঘোষ, রায়না-২ ব্লক সহ আট টা ব্লকের ৩৬ টি পঞ্চায়েতের কৃষকরা চাষে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। 'বাংলা শস্য বীমা'র আওতায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৭৯৯ জন কৃষককে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬হাজার ৭২০ টাকা আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলাপরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েশা রানি এ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। ক্ষতিপূরনের আর্থিক সাহায্যে পেয়ে খুশি এদিনের অনুষ্ঠানে আগত কৃষকেরা। খন্ডঘোষ ব্লক থেকে আগত মুজিবর রহমান মল্লিক বলেন, চার বিঘা জমিতে গোবিন্দভোগ ধানের চাষ করেছিলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমস্ত ধান নষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সহায়তায় 'বাংলা শস্য বীমা'র ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে আমি খুব খুশি। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী তার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ' শস্য বিমা' প্রকল্পের আওতায় আমরা বাংলার ৯ লক্ষ কৃষককে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করলাম। চলতি খরিফ মরসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সকল কৃষকের চাষের ক্ষতি হয়েছিল, তাদের এই সহায়তা করা হচ্ছে। ফসলের বিমার জন্য কৃষকদের কোনো টাকাও দিতে হচ্ছে না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাই রাজ্য সরকার দেয়। এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হবার পর থেকে কেবলমাত্র 'শস্য বিমা' প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। আমরা বরাবর বাংলার কৃষকদের পাশে ছিলাম, পাশে আছি, পাশে থাকবো।

দুই বাংলাদেশী সহ এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৩ জানুয়ারি ঃ সুতির বাগশিরা পাড়া এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশী সহ এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করলো সুতি থানার পুলিশ। জানা গেছে সুতি থানার বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল সেই সময় পুলিশের সন্দেহ হওয়ায়, জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য। গ্রেপ্তার করে ওই দুই জন বাংলাদেশির সহ এক ভারতীয়কে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে এক ভারতীয় সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই দুইজন বাংলাদেশী বাচ্চাদের জামা কাপড় পাচারের উদ্দেশ্যে এই দেশে আসে, ধৃত ২ বাংলাদেশির নাম মেহেবুব আলম ও অমিত চাঁদ। অপরদিকে ধৃত ভারতীয়র নাম জামিরুল শেখ। পুলিশ শুরু করেছে জিজ্ঞাসাবাদ। ধৃতদের এদিন জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০

www.hmcgov.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

সহকারী প্রকৌশলী (HWWPP), হাওড়া পৌরনিগম-এর হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস, পদ্মপুকুরে ২ (দুই) নম্বর কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ **০৯.০১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে**। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ঃ **২৪.০১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত**

অনুগ্রহ করে দেখুন ঃ **https://wbtenders.gov.in**

১৪০(১) /২৪-২৫

১৩.১.২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED

CIN : U70101WB19 83PLC036161

Regd Office : 7,P.K. Tagore Street, Kolkata - 700006

E-mail id : shranchi@yahoo.com; Website : www.hallmarkpropertiesandtraders.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 30.12.2024

(Rs. in Lakhs)

SL No.	Particulars (Refer Notes Below)	Quarter Ended 31.12.2024 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2024 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Month Ended 31.12.2024 Unaudited	Nine Month Ended 31.12.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2024 Audited
1.	**Income**						
	(a) Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income [a+b]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.	**Expenses**						
	(a) Purchase of stock-in-trade/services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Employee benefits expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Finance Cost	—	—	—	—	—	—
	(d) Depreciaion and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Other expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expenses [a+b+c+d+e]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.	**Profits/(Loss) before Exceptional Items (1-2)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.	Exceptional items	—	—	—	—	—	—
5.	**Profits/(Loss) before Extraordinary Items and Tax (3-4)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Extraordinary Items	—	—	—	—	—	—
7.	**Profits/(Loss) before tax (5-6)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	**Tax Expense**						
	(a) Current Tax	—	—	—	—	—	—
	(b) Deferred Tax	—	—	—	—	—	—
9.	**Net Profit/Loss for the period after tax (7-8)**	—	—	—	—	—	—
10.	**Others Comprehensive Income Items that will not be reclassified to Profit or (Loss)**	—	—	— —	— —	— —	—
	(a) Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	—	—	—	—	—	—
	(b) Income tax relating to item (a) above	—	—	—	—	—	—
11.	**Total Other Comprehensive Income (net of tax)**	—	—	—	—	—	—
12.	**Total Comprehensive Income for the period (9+11)**	—	—	—	—	—	—
13.	Paid-up equity share capital (Face value : Rs. 10/- per share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
14.	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)						–24.00
15.	**Earnings per Equity Share (not annualised)**						
	(a) Basic (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Diluted (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notes :
1. The audited standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
2. The above unaudited standalone financial results for the quarter and nine-month ended 31st December 2023 were reviewed by the Board and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th January, 2025.
3. The figures for the corresponding periods have been regrouped, reclassified & restated wherever necessary, to conform to the figures of the current period.
4. The Company derives revenue primarily from engaged in business of deal in freehold, leasehold, ground rents and interest received from lending money services.There are no other reportable segment in terms of IND AS-108 Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Akshay Harlalka
(Director)
DIN No. 00612445

Place : Kolkata
Date : 13.01.2025

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.- JAGATBALLAVPUR,DIST.- HOWRAH, PIN-711404

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works:02 (TWO) nos of schemes from BEUP scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT NO- BAR-II/020/BEUP/2025, 14/01/2025 TO BAR-II/021/BEUP/2025, 14/01/2025**. Last date of submission of tender: **21/01/2025 (10:00 AM)**. For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

Sd/-Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

Notice inviting e-Tender for **NIT No- 294/SRISTHREE/Jangipara/24-25** for 04 nos. works by the undersigned through online mode (**https://wbtenders.gov.in**). Last date of submission of online bid on **18 Jan 2025 15:00 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad

Notice Inviting E-Tender

Ref: DHLYN/15_GRNT/09/2024-2025
DHLYN/D_GRNT/10/2024-2025

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.
Last date of Bid submission: **31.01.2025 at 18.00 Hrs**. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

ডঃ হরিসিংহ গৌড় বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর (এমপি) ভারত
ড. হরিসিংহ গৌড় বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর (এমপি) ভারত
(একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

ওয়েবসাইটঃ www.dhsgsu.edu.in ফোনঃ + ৯১ ৭৫৮২-২৬৫২২৮

Advt. No.R/NT/2025/01 তারিখঃ ১১.০১. ২০২৫

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ডাক্তার হরিসিংহ গৌড় বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি ও ডেপুটেশনে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে নির্ধারিত বিন্যাসে অনলাইন আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।

ক্রম নং	পোস্ট	বেতন স্তর	পোস্টের সংখ্যা এবং বিভাগ (ইউআর)
০১।	রেজিস্ট্রার* (সরাসরি / ডেপুটেশন)	১৪	০১
০২।	অভ্যন্তরীণ অডিট অফিসার** (অনডেপুটেশন)	১২	০১
০৩।	কিউরেটর (চুক্তিতে)	নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর ৩০.০০০ /-	০১

*পাঁচ বছরের মেয়াদে
** প্রাথমিকভাবে তিন বছরের সময়ের জন্য
নিয়োগের নিয়ম এবং অন্যান্য শর্তাবলী এবং আপডেটের জন্য অনুগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.dhsgsu.edu.in দেখুন

- অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার লিঙ্ক **https:// dhsgsunt samarth edu in/** ১৪.০১.২০২৫ থেকে পাওয়া যাবে
- অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২.০২.২০২৫
- অনলাইন আবেদন ফর্মের স্ব-প্রত্যয়িত হার্ড কপি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০.০২.২০২৫

রেজিস্ট্রার (অফজি)

cbc 21273/12/0008/2425

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Controlling Officer (IT), KMC** is inviting e-Tenders for the following work :-
NIT NO. : KMC/IT/14/2024-2025
Name of work : **Supply of Printer Ribbon Cartridges for Lipi 6815L/6815/6800 and Lipi 6215/6218 High Speed Line Matrix Printers.** Cost of Teder : **NIL.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Contract Period : **15 Days.** Last Date & Time for submitting Bids : **25.01.2025 upto 1.30 p.m.** Tender document is available **at 14.01.2025 from 12.30 p.m.** at **https://www.kmcgov.in and https://wbtenders.gov.in** e-Tenders are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (E)/S&D/KMC** invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-10/24-25 (1st Call) Name of work : **Repairing of motor main earthing and renovation of electrical wiring with fitting fixign of Motor Floor Area, Dry PIT Floor area and other allied works at NMPS under BDPS (S&D).** Estimated Cost : **Rs.2,96,787.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **07 Days.**
2. NIT NO. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-12/24-25 (1st Call) Name of work : **Repairing, heat varnishing of stator of 200kw, 415V submersible pump unit no.B at KDPS under BDPS.** Estimated Cost : **Rate to be quoted.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion : **5 Days.**
3. NIT NO. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-13/24-25 (1st Call) Name of work : **Heat vernishing, repairing of stator and replacement of defective slip ring and bearing of 40 HP, 30 KW, 3PH, Slipring Motor of pump unit no. 4 at JDPS under BDPS.** Estimated Cost : **Rate to be quoted.** Earnest Money : **Rs.5,400.00.** Period of Completion : **7 Days.**
4. NIT NO. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-14/24-25 (1st Call) Name of work : **Repairing of 6KV transformer & LT OCB main earthing and nutral and other allied works at CLPS under BDPS.** Estimated Cost : **Rs.2,96,904.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **5 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 25.01.2025 at 1 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The Bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Dy. C.E. (SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage two bid systems for following works **:-**
1. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_1
Name of work : **Repairing & running maintenance of Cesspool Emptier (Tata ACE Small) 500 Ltrs capacity Bearing No.WB-02AL-0353 under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,89,980.00.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.**
2. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_2
Tender Title : SWM-II/SRC/23/2024-25
Name of work : **Repairing & running maintenance of Water Tanker WB-03D-3267 of 4000 Ltrs. capacity (Tata 407) under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,84,670.00.** Earnest Money : **Rs.3,700.00.**
3. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_5
Tender Title : SWM-II/SRC/26/2024-25
Name of work : **Repairing & running maintenance of Water Tanker WB-03D-3109 of 4000 Ltrs. capacity (Tata 407) under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,81,720.00.** Earnest Money : **Rs.3,700.00.**
4. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_6
Tender Title : SWM/II/SRC/27/2024-25
Name of work : **Repairing & running maintenance of Cesspool Emptier (Tata ACE Small) 500 Ltrs capacity Bearing No.WB-02AL-0394 under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,80,186.00.** Earnest Money : **Rs.3,700.00.** Period of Completion : **10 Days (for Sl.No.1 to 4).**
5. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_3
Tender Title : SWM-II/SRC/24/2024-25
Name of work : **Repairing & running maintenance of Vehicle No.WB-02AL-0382 (CESSPOOL EMPTIER 709) under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,92,340.00.** Earnest Money : **Rs.3,900.00.** Period of Completion : **12 Days.**
6. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_4
Tender Title : SWM-II/SRC/25/2024-25
Name of work : **Repairing & running maintenance of Hopper Tipper Dumper Vide No.WB 07K 0867, 0876 (Tata Signa 1923.K) under SRC Garage/ SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.2,46,813.00.** Earnest Money : **Rs.4,400.00.** Period of Completion : **8 Days.**
7. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_7
Tender Title : SWM-II/SRC/32/2024-25
Name of work : **Thorough repairing of Cabin and Load Body with other allied works of the Tipper Truck Vide Vehicle No.WB 03C 9735 (Tata LPT 1613) under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,88,209.00.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.**
8. NIT NO. : SWM-II/SRC/22/2024-25
Tender ID : 2025_KMC_799671_8
Tender Title : SWM-II/SRC/31/2024-25
Name of work : **Thorough repairing of Cabin and Load Body of the Tipper Truck Vide Vehicle No. WB25E-1185 (Leyland-1616IL) of Chingrihata Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,71,335.00.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **15 Days (for Sl.No. 7 & 8).** Last date and time of submission of bid **: 21.01.2025 upto 1 p.m. (for Sl.No.1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2025 at 1 p.m. (for Sl.No.1 to 8).** The website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 8).**

The **DG/S&D/KMC** invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works :-
1. NIT NO. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-08/24-25 (1st Call) Name of work : **Thorough Servicing and replacement of worn-out component of 2 nos. 200 KW, 30 cusec star delta motor control panel at Kalighat Drainage Pumping Station under BDPS (S&D).** Estimated Cost : **Rate to be quoted.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion : **7 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 25.01.2025 at 1 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 at 5 p.m.**
2. NIT NO. : KMC/DR/PBPS/SS/E/02/2024-25 Name of work : **Thorough overhauling including changing of defective switch units of Auto Transformer Starter Panel No.2 including other allied works at DWF station of KTPS under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money **: 2% of Quoted Amount.** Period of Completion : **15 Days.**
3. NIT NO. : KMC/DR/PBPS/SS/E/05/2024-25 Name of work : **Restoration of age old hard cable used for running ABS pump of a 1 No. ACB, Motor Control Panels with changing damaged 120 sq.mm Copper Power Cable, Cable Lead Sockets, Bus bars with Allied Works at TTPS under PBPS(S&D).** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **2% of Quoted Amount.** Period of Completion : **14 Days.**
4. NIT NO. : KMC/DR/PBPS/SS/E/06/2024-25 Name of work : **Urgent repairing and overhauling of Star-Delta Panel including replacing damaged spare parts with allied works at SWF station of KTPS under PBPS (Drg)/S&D.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money **: 2% of Quoted Amount.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 25.01.2025 upto 3 p.m. (for Sl.No.2 to 4).** The Bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 at 5 p.m.(for Sl.No.2 to 4).**
5. NIT NO. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-20/24-25 (1st Call) Name of work : **Thorough Repairing and overhauling of 75 cusec pump unit B of old station at BDPS.** Estimated Cost : **Rate to be quoted.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion : **25 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 25.01.2025 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **15.01.2025 at 5 p.m.**
6. NIT NO. : BDPS/D2/SD5/2024 (1st Call) Name of work : **Overhauling, repairing & replacement of damaged components of 415V, 200KW, S/D Starter Panel for ABS Motor No.5 of Deeper Sump at BDPS.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.7,500.00.**
7. NIT NO. : KMC/SD/BDPS/D2/M7/2024 (1st Call) Name of work **: Overhauling, repairing of motor & replacement of damaged Mechanical Seals of 415V, 200KW ABS make submersible Pump Motor Set No.7 of Deeper Sump with other allied works at BDPS.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**
8. NIT NO. : MMPS/KSBB/ATS/2024 (1st Call) Name of work **: Urgent rewinding of damaged & Burn Out Auto-Transformer of KSB Submersible Pump-B with other allied works at MMPS under BDPS.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **07 Days (for Sl.No. 6 to 8).** Last Date and Time of submission of Bid **: 22.01.2025 at 5 p.m. (for Sl.No. 6 to 8).** The Bid forms and other details are available on and from **14.01.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.6 to 8).** The website **https://www.wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 8).** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen **(for Sl.No. 6 to 8).** **1220/ 24-25**

জীবনযাপন

বিয়ের মতো সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রীর পাশাপাশি পরিবারের কিছু বিষয়ও নজরে রাখা উচিত

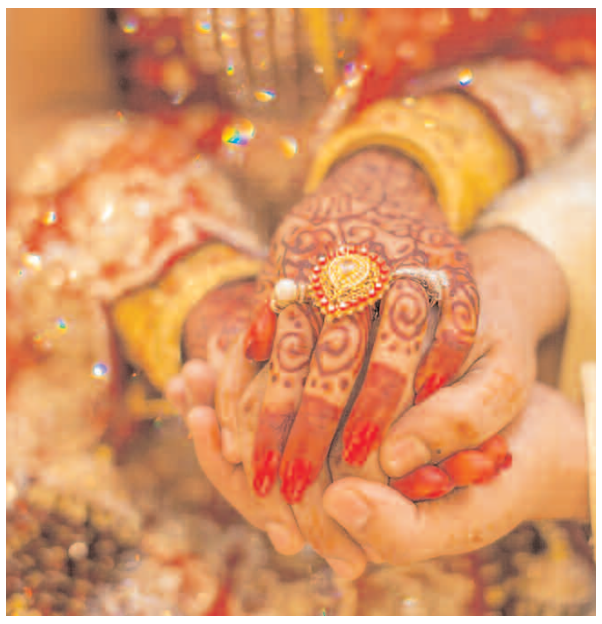

কথায় বলে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। আগেকার দিনে গুরুজনেরা বলতেন, বিয়ের জন্য ঘর দেখে সম্বন্ধ করতে হয়। ঘর মানে পাত্র বা পাত্রীর বাড়ির সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি। পাত্রপাত্রী যদি নিজেরাই পছন্দ করে নিজেদের বিয়ের স্বিদ্ধান্ত নেয় সেখানে আপোষ হয়, তবে বিয়েটা যদি পারিবারিক স্বিদ্ধান্তে হয়, সেখানে নানা বিষয় মাথায় রেখে এগোতে হয়। পুরোনো অনেক কিছুর মতো ঘর দেখে সম্বন্ধের এই তত্ত্বকেও আমরা অনেকে বাতিল করেছি। আমরা অনেকেই মনে করি, কেবল ছেলে-মেয়ের মধ্যে মনের মিল হলেই বিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু বিয়ের মতো সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রীর পাশাপাশি তাঁর পরিবারের কিছু বিষয়ও নজরে রাখা উচিত, এসব বিষয় মিলিয়ে সম্বন্ধ করলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বোঝাপড়াটাও ঠিকঠাক হয়, আবার মেয়ের ক্ষেত্রে নতুন পরিবেশে গিয়ে মানিয়ে নিতে সুবিধা হয়।

সেই বিষয়গুলো কী? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

দুই পরিবারের মধ্যে শিক্ষাগত অবস্থানে মিল আছে কি না, সেটা

শুরুতেই দেখে নিতে হবে। কারণ, শিক্ষার সঙ্গে মানুষের বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পরিবারের সাংস্কৃতিক আবহ সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতার অনেক বেশি পার্থক্য থাকলে সেই পরিবারে সম্পর্ক না করাই ভালো।

বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশি জরুরি। কারণ, এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকতে হয়। শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-দেবরদের সঙ্গে মনমানসিকতায় পার্থক্য থাকলে, সেখানে বসবাস করা তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে। ছেলে বা মেয়েটি স্বাবলম্বী কিনা তা দেখে নেওয়া জরুরি। এখানে স্বাবলম্বী বলতে চাকরি করা বা অর্থ উপার্জনের কথা বোঝানো হচ্ছে না। স্বাবলম্বী অর্থ হলো, ছেলে বা মেয়ে নিজের কাজ নিজে কতটুকু করতে পারেন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারেন কি না। অনেক ভালো চাকরি করা, ভালো ছাত্রকেও দেখা যায় তাঁর সব কাজ মাকে করে দিতে হয়। নিজের শার্ট কেনার মতো সিদ্ধান্তও তিনি একা নিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে যখন তিনি বিয়ে করেন, তখন হয় স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন অথবা তাঁর মায়ের সঙ্গে স্ত্রীর একধরনের দ্বন্দ্বের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন। সুস্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা অন্তরায়। হবু পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে বাবা-মায়ের সম্পর্ক কেমন, তা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক হবে ভালোবাসার-সম্মানের। কিন্তু সম্পর্কে অতিনির্ভরশীলতা দাম্পত্যে প্রভাব ফেলে।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে নিজের সিদ্ধান্ত, নিজের জীবন পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। বাবা-মাকেও নিজেদের জীবনে প্রায়োরিটি এমনভাবে সেট করতে হবে, যেন প্রত্যেকে নিজের মতো করে নিজের জীবন যাপন করতে পারেন। এতে সবার মধ্যে সম্পর্ক যেমন ভালো থাকবে, পরিবারের নতুন মানুষ এলে তাঁর জন্যও মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে।

ফ্যান চালিয়ে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমান, এমন 'ব্যতিক্রমী' ধরনের মানুষ কেউ না কেউ রয়েছে

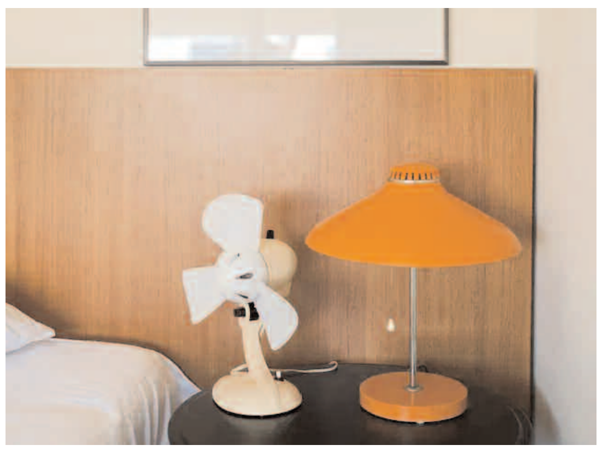

গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ফ্যানের গতি। এমনকি ফ্যানের সংখ্যাও বাড়ে। অনেকে ভিন্ন উপায়েও ঘর ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করেন। শীত এলে বদলে যায় এই চিত্র। অধিকাংশ মানুষই শীতের সময়টায় ফ্যান বন্ধ রাখেন। তবে কিছু মানুষ আবার ব্যতিক্রম। যতই শীত পড়ুক, ফ্যান তাঁদের চাই-ই চাই। গতিটা না হয় একটু ধীর হোক! ফ্যান চালিয়ে কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমান, এমন 'ব্যতিক্রমী' ধরনের মানুষদের কেউ না কেউ হয়তো আপনারও পরিচিত। কিংবা হয়তো আপনি নিজেই এই দলভুক্ত। ধরা যাক, আপনি ধীর গতিতে ফ্যান চালিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামসে ঘুমাচ্ছেন। এমন সময় আপনার পরিবারের কেউ একজন এসে দুম করে ফ্যানটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি ঘুমটা আপনার ভেঙে গেল। হিম হিম দিনেও আপনার মেজাজটা হয়ে উঠল গরম! উঠে গিয়ে ফ্যানটা আবার চালু করে এসে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আরামের ঘুমের বারোটা ততক্ষণে বেজে গেছে!অবস্থা আরও বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়, যদি এমন ঘটনা ঘটে দম্পতিদের মধ্যে। একই ঘরে একজন ফ্যান চালাতে চান, অন্যজন আবার এই মৌসুমে ফ্যানের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন! একজন ফ্যান চালাচ্ছেন, তো আরে কজন বন্ধ করছেন। একজন বন্ধ করছেন, তো আরেকজন ফ্যান চালাচ্ছেন। ভারী মুশকিলের ব্যাপার! একে ঘুমের ব্যাঘাত, তার ওপর বারবার ফ্যান অন আর অফের জন্য এই শীতে কম্বলের নিচ থেকে বের হওয়া। আসলে একই আবহাওয়াতে সবাই একই রকম অনুভব করেন না। কেউ অল্প গরমেই ঘেমে ওঠেন, কেউ আবার অল্প শীতেই কাঁপতে থাকেন। কারও হয়তো ঘুমের জন্য ফ্যানের মৃদু আওয়াজটা শোনা চাই-ই চাই, হয়তো তাঁর স্বস্তির জন্য সামান্য হলেও প্রয়োজন হয় বাতাসের প্রবাহ। এমনকি একই ব্যক্তিই অল্প সময়ের ব্যবধানে গরম এবং ঠান্ডা দুটিই অনুভব করতে পারেন! কিন্তু এই ফ্যান অন-অফের যুদ্ধের কি কোনো শেষ নেই? একই ঘরে থাকলে একে-অন্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি একটু যত্নশীল তো হতেই হবে। যাঁর ফ্যান না হলে চলেই না, তাঁর জন্য কিন্তু একখানা আলাদা ছোট্ট ফ্যানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ফ্যানটার বাতাস যাতে কেবল তাঁর দিকে যায়, সেভাবেই রাখতে হবে। আবার, অপরজনও কিন্তু নিজের জন্য একখানা বাড়তি কম্বল রাখতে পারেন। কানে বাতাস ঢোকার কারণে অসুবিধা হচ্ছে মনে করলে তিনি কানে মাফলার পেঁচিয়ে রাখতে পারেন। এমন ছোট ছোট পরিবর্তন দিয়েই এই শীতে হতে পারে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, কোনো ব্যক্তির গরম বা ঠান্ডার অনুভূতি যদি অন্য সবার চাইতে একেবারেই আলাদা হয়, তাহলে এর পেছনে কোনো শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে কি না, খুঁজে বের করতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করতে যাচ্ছেন কিয়ার স্টারমার পরিকল্পনা

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ৫০ দফার পরিকল্পনা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) 'বৈশ্বিক নেতা' হিসেবে গড়ে তুলতে চান। স্টারমারের এই পরিকল্পনা 'দেশ গড়ার দশক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিকল্পনাটির নাম 'এআই অপরচুনিটিস অ্যাকশন প্ল্যান'। স্থানীয় সময় আজ সোমবার এই পরিকল্পনা উন্মোচন করে ভাষণ দেওয়ার কথা স্টারমারের। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এবং দেশটির বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিভাগ গতকাল রোববার এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এআই প্রবৃদ্ধি অঞ্চল (গ্রোথ জোন) গড়ে তোলা হবে। এসব অঞ্চল মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, প্রথম এআই প্রবৃদ্ধি অঞ্চলটি গড়ে তোলা হবে অক্সফোর্ড শায়ারের কুলহামে। এসব প্রবৃদ্ধি অঞ্চলে তথ্যকেন্দ্র গুলোর জন্য দ্রুত পরিকল্পনা অনুমোদন এবং জ্বালানি গ্রিডে আরও ভালো প্রবেশাধিকারের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। পুঁজিবাদী ম্যাট ক্লিফোর্ডের নেতৃত্বে গত বছর যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির সরকার কমিশন গঠন করেছিল। ওই কমিশনের প্রতিবেদনের ৫০টি সুপারিশের সব কটি গ্রহণ করেছেন কিয়ার স্টারমার। পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এআই কম্পিউটিং সক্ষমতা ২০ গুণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি জাতীয় তথ্য পাঠাগার (ডেটা লাইব্রেরি) এবং একটি নিবেদিতপ্রাণ এআই শক্তি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার কথাও বলা আছে। কিয়ার স্টারমার বলেন, 'আমাদের দেশের অভূতপূর্ব পরিবর্তনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এই শিল্পের জন্য এমন একটি সরকার প্রয়োজন, যারা তাদের পাশে থাকবে, কিছু না করে বসে থাকবে না এবং সুযোগগুলো হাতছাড়া করতে দেবে না। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না।' যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুন্য শতাংশে আটকে ছিল। বছরখানেকের মধ্যে আবারও মন্দার কবলে পড়বে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি এমন আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে সংকট উত্তরণের পথ হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিল্প থেকে এক দশকের বেশি সময়ে প্রতি বছর ৫ কোটি ৭০ লাখ ডলারের অর্থনৈতিক অর্জনের পূর্বাভাস দিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার।

মহাকুম্ভ ২০২৫-এর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা এবং স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা চালু ভারতীয় রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৩ জানুয়ারিঃ ভারতীয় রেলওয়ে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ ২০২৫-এ প্রত্যাশিত আনুমানিক ৪০ কোটি তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্বিঘ্ন এবং আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। মাননীয় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, প্রয়াগরাজ অঞ্চলে মহাকুম্ভ ২০২৫-এর জন্য ভারতীয় রেলওয়ের প্রস্তুতি বৃদ্ধি করার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উদ্বোধন করেন। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য হল লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পরিষেবা প্রদান করা। এই প্রস্তুতির মূলে, রেলওয়ে বোর্ড স্তরে একটি অত্যাধুনিক, দিন-রাত চৌবিশ ঘন্টা কুম্ভ ওয়ার রুম, রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং সমন্বয়ের জন্য নয়টি মূল স্টেশনে ১১৭৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে লাইভ ফিড দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। যোগাযোগ এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি উন্নত করার জন্য, প্রধান স্টেশনগুলিতে ১২-ভাষার ঘোষণা ব্যবস্থা করা হয়েছে, পাশাপাশি এই বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের তীর্থযাত্রীদের জন্য ২২টি ভাষায় উপলব্ধ একটি বহুভাষিক সুবিধামূলক পুস্তিকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি বিশাল পরিচালন পরিকল্পনার অধীনে এই আয়োজনের সময়কালে ৩,১৩৪টি বিশেষ পরিষেবার পাশাপাশি ১৩,০০০টি ট্রেন চালানো হবে, যেখানে গত তিন বছরে পরিকাঠামো উন্নয়নে ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থাগুলির অংশ হিসাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তীর্থযাত্রীদের অত্যধিক ভিড়ের প্রতি লক্ষ রেখে স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক দিক থেকে চারটি ট্রিপ করে কামাখ্যা-টুন্ডলা এবং নাহরলগুন-টুন্ডলার মধ্যে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চলছে। এসি, স্লিপার এবং জেনারেল সিটিং কোচের সাথে সজ্জিত এই ট্রেনগুলি রঙিয়া, নিউ জলপাইগুড়ি, পাটনা এবং প্রয়াগরাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি কভার করে তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি আরামদায়ক এবং সহজলভ্য বিকল্প প্রদান করে। মুখ্য উন্নয়নের মধ্যে ৪৮টি নতুন প্ল্যাটফর্ম, ২১টি ফুট ওভার ব্রিজ, ১ লাখেরও অধিক তীর্থযাত্রীর ক্ষমতাযুক্ত ২৩টি হোল্ডিং এরিয়া এবং মোবাইল ইউনিট সহ ৫৫৪টি টিকিট কাউন্টারও রয়েছে। যাত্রী পরিষেবাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য মালবাহী ট্রেনগুলিকে পথ পরিবর্তন করে ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরে বদলে দেওয়া হয়েছে, যখন কালার-কোডেড টিকিট এবং বারকোড-সক্ষম সিস্টেমের মতো উদ্ভাবনী ভিড় সমালানোর উপায় মৌনী অমাবস্যার মতো পিক দিনেও মসৃণ পরিচালন নিশ্চিত করবে, যেদিন ৫ কোটি ভক্তর আগমন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই ব্যাপক পদক্ষেপগুলি এই প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক আয়োজনের সময় একটি নিরাপদ, দক্ষ, এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

বিহুর উচ্ছ্বলতার মধ্যে টিয়কে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

যোরহাট, ১৩ জানুয়ারি ঃ ভোগালি বিহুর উচ্ছ্বলতার মধ্যে টিয়কে সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দুই পরিবারের বসতঘর। জানা গেছে, রবিবার রাতে যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কের ভগামুখ চিন্তামণিগড়ের রৌমইরা গ্রামের জনৈক তিলক বরার ধানের গোলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। নিমেষের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা তিলক বরার বসতঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তিলক বরার ঘর থেকে আগুন গ্রাস করে কমলা বরার ঘরে। দাউ দাউ করে বিধ্বংসী আগুন ছড়িয়ে পড়ে দুই পরিবারের বসতঘরে।

ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে টিয়ক এবং আমগুড়ি থেকে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অগ্নিনির্বাপক বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই তিলক ও কমলা বরার বসতঘর সহ ধানের গোলা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ধান এবং বিভিন্ন সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিক আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

জলে নিচে হাঁটলেন ৩৭০ ফুট

অস্ট্রেলিয়ার একজন ফ্রিডাইভার সুইমিংপুলের জলের নিচে এক দমে ৩৭০ ফুট ২ ইঞ্চি হেঁটেছেন। এখন এক দমে জলের নিচে সবচেয়ে বেশি পথ হাঁটার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের (নারী বিভাগে) মালিক অ্যাম্বার বোরক নামের ওই নারী।

জলের নিচে দম রাখা কিন্তু একেবারেই সহজ কাজ নয়। তার ওপর আবার হাঁটা! সাধারণ একজন মানুষ কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়া একবার দম নিয়ে জলের নিচে গড়পড়তা ১৫, ২০ বা ৩০ সেকেন্ড থাকতে পারেন। তবে অনুশীলন করে করে অনেকে নিজের ভেতর দম ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ান। যেমনটা করেন ফ্রিডাইভাররা। যাঁরা কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়া জলের নিচে ডুব দেন, তাঁদের ফ্রিডাইভার বলে। ৩৫ বছরের অ্যাম্বার ১০ বছরের বেশি সময় ধরে ফ্রিডাইভিং করেন। জলের নিচে দম ধরে রাখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। নিজের এই দক্ষতার পাশাপাশি নতুন রেকর্ড গড়তে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জলের নিচে হাঁটার অনুশীলন করছেন। জলের নিচে হাঁটা বেশ কঠিন কাজ। কারণ, জলের চাপ ওপরের দিকে ঠেলতে থাকে। জলের যত গভীরে যাওয়া হয়, সেই চাপ তত বাড়তে থাকে। তাই জলের তলদেশে সোজা হয়ে দাঁড়ানো বা হাঁটা খুবই কঠিন। অনুশীলন করে করে কঠিন এই কাজ আয়ত্তে এনেছেন অ্যাম্বার। তিনি জলের নিচে তাঁর শরীরের ওপরের অংশ ৯০ ডিগ্রি কোণে বাঁকিয়ে হাঁটেন এবং জলের চাপ ঠেলে সামনে এগিয়ে যান। এভাবেই তিনি গিনেস রেকর্ডসের মালিক হয়ে যান। এ কাজে তিনি নিজের রেকর্ডই ভেঙেছেন। এর আগে তিনি জলের নিচে ৩৫৭ ফুট ৭ ইঞ্চি হেঁটে রেকর্ড গড়েছিলেন। নিজের এই রেকর্ডকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পর অ্যাম্বার বলেন, 'আমি সব সময় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের গর্বিত মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।'

বরখাস্ত হওয়া প্রেসিডেন্টের বেতন বাড়ল

দক্ষিণ কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলের বার্ষিক বেতন বাড়ানো হয়েছে। দেশটির সরকার রবিবার এ তথ্য জানিয়েছে। ২০২৫ সালের জন্য ইউনের বেতন আগের বছরের (২০২৪ সাল) চেয়ে ৩ শতাংশ বাড়িয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার মুদ্রায় ২৬২. ৬ মিলিয়ন (২৬ কোটি ২৬ লাখ) করা হয়েছে। মার্কিন ডলারের হিসাবে তা ১ লাখ ৭৯ হাজার।সবাইকে হতবাক করে দিয়ে গত ৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করেছিলেন ইউন। কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে মাত্র ছয় ঘণ্টার মাথায় তিনি তা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। স্বল্পস্থায়ী এই সামরিক আইন জারির জেরে গত ১৪ ডিসেম্বর ইউনকে দেশটির পার্লামেন্টে অভিশংসন করা হয়। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব থেকে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে শুরু হয় ফৌজদারি তদন্ত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্তকারীদের তলবে হাজির হতে ইউন অস্বীকৃতি জানান। এর জেরে গত ৩১ ডিসেম্বর ইউনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন দেশটির একটি আদালত। ইউনকে গ্রেপ্তারে ৩ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের বাসভবন কমপ্লেক্সে যান দেশটির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি তদন্ত কার্যালয়ের (সিআইও) কর্মকর্তারা। তাঁদের সঙ্গে ছিল পুলিশ। কিন্তু প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনীর (প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস-পিএসএস) বাধার কারণে ইউনকে গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হন তদন্তকারীরা। ইউনের বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মেয়াদ ৬ জানুয়ারি শেষ হয়। গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মেয়াদ আদালত বাড়িয়েছেন বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবিধানিক আদালত ইউনের অভিশংসন বহাল রাখলে তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে চূড়ান্তভাবে অপসারণ করা যাবে। ফলে তাঁর ভাগ্য ঝুলে আছে সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর। সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তিনি পদে বহাল থাকছেন। তবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় আছেন তিনি।ইউন সামরিক আইন জারির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি ও প্রতিবেশী উত্তর কোরিয়ার হুমকির কথা বলেছিলেন। কিন্তু দ্রুতই স্পষ্ট হয়, বাহ্যিক কোনো হুমকির কারণে তিনি সামরিক আইন জারি করেননি। বরং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা সামাল দিতে তিনি এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ইউনের বেতন বাড়ানোর খবর দক্ষিণ কোরিয়ায় সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। দেশটির নাগরিকদের কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় ইউন এখনো বেতন পাচ্ছেন। আর ইনক্রিমেন্ট তো দূরের কথা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ বলছেন, ইউনের বার্ষিক ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি দেশটির ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির প্রায় দ্বিগুণ। টুইটারে এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'যেখানে মানুষের বার্ষিক ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে ১ .৭ শতাংশ, সেখানে ইউনের বেড়েছে ৩ শতাংশ। তাঁর এই বেতন বৃদ্ধি কিসের জন্য?' এক্সে দেওয়া এই পোস্টে হাজার হাজার 'লাইক' পড়েছে।

Name Change

I, SD MOYAZZIM HOSSAIN and SYED MOYAZZEN HOSSAIN (Old Name) S/O SAIYAD MOSLEM Residing at Vill-Ramchandrapur, P.O.-Sutahata, District - East Medinipur, Pin - 721635 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SAYED MOYAZZEM HOSSEN (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 13-01-2025. SD MOYAZZIM HOSSAIN and SYED MOYAZZEN HOSSAIN (Old Name) and SAYED MOYAZZEM HOSSEN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SAHAJAHAN SHAIKH (Old Name) S/O SK NOOR MAHAMMAD Residing at Munchi Para Panchla, P.O.-Dhulagori, P.S.-Panchla, District - Howrah, Pin - 711302 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK SAHAJAHAN (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 13-01-2025. SAHAJAHAN SHAIKH (Old Name) and SK SAHAJAHAN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Amlan Mukhopadhyay S/O Late Bhabadeb Mukherjee residing at flat 6A, Block-B, Swagat Aashiyana,Narayanpur, Rajarhat Gopalpur,Kolkata 700136 West Bengal,India have changed my name and shall hanceforth be known as Amlan Mukherjee asdeclared before the Notary Public Barasat court,vide affidavit no. 06/2019 Dated 31/01/2019. That Amlan Mukherjee and Amlan Mukhopadhyay both are same and identical person.

Name Change

I,Manas Banerjee(old name) S/O Late Basudeb Bandyopadhyay residing at 397,Shyamnagar Road,Kolkata-700055 Police Station Dum Dum,District-North 24 Parganas,India.shall henceforth be known as Manas Bandyopadhyay (new name) vide an affidavit sworn before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 07/01/2025.That Manas Banerjee and Manas Bandyopadhyay both are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি নাচেবা বিবি সেখ, স্বামী- মঃ মসিতুল্লা সেখ, সাং- শিবদাসপুর, ফরিদপুর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া। আমার ছেলের আসল নাম হল নাইম সেখ। গত ইং- ০৯/০১/২০২৫ হলফনামা নং--১৮/২৫ বলে আমার ছেলের নাম নাইম আক্রম থেকে নাইম সেখ হইয়াছে। নাইম সেখ ও নাইম আক্রম একই ব্যক্তি হইতেছে।

নাম পরিবর্তন

আমি নাচেবা বিবি সেখ, স্বামী- মঃ মসিতুল্লা সেখ, সাং- শিবদাসপুর, ফরিদপুর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া। আমার ছেলের আসল নাম হল রিয়াজ সেখ। গত ইং- ০৯/০১/২০২৫ হলফনামা নং-১৭/২৫ বলে আমার ছেলের নাম রিয়াজ আক্রম থেকে রিয়াজ সেখ হইয়াছে। রিয়াজ সেখ ও রিয়াজ আক্রম একই ব্যক্তি হইতেছে।

Name Change

I, SD AZIM HOSSAIN and SYED AZIM HOSSAIN (Old Name) S/O SAYED MOYAZZEM HOSSEN Residing at Vill-Ramchandrapur, P.O.-Sutahata, District - East Medinipur, Pin - 721635 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SAIYAD AZIM HOSEN (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 13-01-2025. SD AZIM HOSSAIN and SYED AZIM HOSSAIN (Old Name) and SAIYAD AZIM HOSEN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Subhadip Mukherjee (Old Name) S/o Late Tapan Mohan Mokhopadhyay Residing at 52/1, K M Naskar Road, Regent Park, District - Kolkata, Pin-700040 W.B. India shall henceforth be known as Subhadip Mukhopadhyay (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-01-2025. Subhadip Mukherjee (Old Name) and Subhadip Mukhopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Zev Axil Gomes (Old Name) S/o Sujoy Majumdar Residing at 13/A A.P.C Park, Baghajatin, Jadavpur, Kolkata - 700086 W.B. India shall henceforth be known as Zev Gomes (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-01-2025. Zev Axil Gomes (Old Name) and Zev Gomes (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Dhruba Sarkar S/o Late Dhiren Sarkar Residing at Vill - Purnanagar, P.o - Rajarmath, P.S. - Chakdah, District - Nadia, Pin- 741223, West Bengal India that my deceased father who previously known as Dhirendra Sarkar shall henceforth be known as Dhiren Sarkar by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-01-2025. I Declare that My deceased Father Dhirendra Sarkar and Dhiren Sarkar both are same and one identical person.

Name Change

I,NIMU LAMU LEPCHA,WIFE OF STEPHEN ANTHONY LEPCHA, RESIDING AT BELOW ST. MICHEAL SCHOOL, P.O. NORTH POINT SINGAMARI, DARJEELING - 734104, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIMA LAMU LEPCHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2025.THAT NIMU LAMU LEPCHA AND NIMA LAMU LEPCHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SEKH INTAJ,SON OF SK ABDUL HAMID @ SEKH ABDUL HAMID, RESIDING AT VILL - SRICHANDANPUR,PO - JENKAPUR, PS - MOHANPUR,WEST MEDINIPUR - 721435, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK INTAJ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2025.THAT SEKH INTAJ AND SK INTAJ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

Name Change

I, Probir Kr Molla S/o Nirbhay Molla Residing at Vill - Chapra, P.o - Bangaljhi, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Prabir Molla. I declare that Probir Kr Molla and Prabir Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 13-01-2025

Name Change

I, Jit Malla S/o Prabir Molla Residing at Vill - Chapra, P.o - Bangaljhi, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Jit Molla. I declare that Jit Malla and Jit Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 13-01-2025

Name Change

I, Refazul Mondal S/o Nasir Uddin Mondal Residing at Vill+P.o - Brittihuda, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741123 West Bengal India shall henceforth be known as Refajul Mondal. I declare that Refazul Mondal and Refajul Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 13-01-2025

Name Change

I, Baduruddin Choudhury (old name) son of Late Mamud Choudhury, residing at Vill.- Kalabagan, P.O.- Peardoba, Dist-Bankura, Pin- 722145, West Bengal, India, shall henceforth be known as Baduruddin Choudhary (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 13/01/2025. Baduruddin Choudhary (new name) and Baduruddin Choudhury (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I,ABUBAKKAR MOLLA (OLD NAME), S/O LATE YEAD ALI MOLLA @ IYAD ALI MOLLA@ IYAD ALI MOLLYA RESIDING AT VILL- KHASSHAKDAHA, PO-PURBA SANKARDAHA,PS-NAZAT, DIST-24 PARGANAS (NORTH),PIN-743442, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAZI ABU BAKKAR MOLLA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE BASIRHAT ON 25/11/2024.ABU BAKKAR MOLLA(OLD NAME) AND HAZI ABU BAKKAR MOLLA (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,CHHALEMA BIBI(OLD NAME), W/O ABU BAKKAR MOLLA, RESIDING AT VILL-KHASSHAKDAHA,PO-PURBA SANKARDAHA,PS-NAZAT, DIST-24 PARGANAS(NORTH),PIN-743442,WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHALEMA BIBI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE BASIRHAT ON 18/11/2024.CHHALEMA BIBI (OLD NAME) AND CHALEMA BIBI(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

বাঙালি শীত সুন্দরীর সৌন্দর্য্য ও রূপ মাধুর্যে মেতে উঠেছে

মধুসূদন দে, বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি ঃ শীতকাল মানেই ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া গ্রাম বাংলার এক অপরূপ দৃশ্য। আমাদের শীতের দিন শুরু হয় ভোরের শিশিরের স্পর্শে। আবার শিশিরের স্পর্শে দিন শেষ হয়। এই শীত ঋতুতে চাষীর গোলা ধানে ভরে ওঠে। শুরু হয় রবিশস্যের চাষ। শীত মানেই সবুজ শাকসবজির ছড়াছড়ি। হাটবাজারে ভরে ওঠে সবুজ সতেজ শাকসবজিতে। শীতের সকাল সৌন্দর্য্য অনুরাগী মানুষের মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। শীতকালে শুরু হয় মাস জুড়ে যাত্রা উৎসব। কনকনে শীতে চাদর মুড়ি দিয়ে জেগে যিনি কখনো যাত্রা দেখেন নি, তিনি জীবনের এক বড় প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন। গ্রামেগঞ্জে এমনকি শহরের রাস্তাতেও গাছের ডাল ভেঙে আগুন জ্বালিয়ে দল বেঁধে মানুষ আগুন পোহান। যাদের পরণে শীতের পোশাক থাকে না তাদের কষ্ট উপলব্ধি করে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য লিখেছেন- ''হে সূর্য ,তুমি তো জানো আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব। সারারাত খড়কুটা জ্বালিয়ে এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে, কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই।'' তবু শীত সুন্দরীর মায়ার টান আমরা ভুলতে পারি না। এই ঋতুতে গোলাপ, গাঁদা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকার মতো রঙ বাহারি ফুল গাছে গাছে পাপড়ি মেলে দেয়। আর শীতের মরসুমের কমলালেবু আর আপেলের স্বাদের জুড়ি মেলা ভার। শীতের সকালের সবচেয়ে প্রিয় হল খেজুর রস। খেজুর রস নিয়ে ভাঁড়ে করে ঘোরে শিউলিরা। এই শিউলিরা আগের দিন গাছ কেটে কলসি গাছে ঝুলিয়ে রাখে এবং সকালে তা নামিয়ে এনেই আমাদের উপহার দেয়। খেজুর রস দিয়ে তৈরি হয় নলেন গুড়। নলেন গুড়ের রসগোল্লা খুবই সুস্বাদু। খেজুর গুঁড়ের পাটালিও বাঙালির অতি প্রিয়। শীতের সঙ্গে নাম জড়িয়ে আছে পিঠেপুলির নাম। যেমন ভাপা পিঠা। এই পিঠার স্বাদ শীতকাল ছাড়া কিছুতেই পাওয়া যায় না। সঙ্গে আছে চিতই পিঠা, খেজুরী পিঠা, পাটিসাপটা। বাংলার পরম্পরা ঐতিহ্য মেনে পৌষ সংক্রান্তিতে বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠে পুলির আয়োজন করা হয়। মকর সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় টুসু উৎসব। পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয় টুসু গানের প্রতিযোগিতা। খেজুর গুড় আর নারিকেল পুরের পিঠা বাঙালির শীত উদ্‌যাপন কে করে তোলে রঙিন। শীত মাস হল কেক মাস । কারণ শীতকালে কেকের কথাতে ঝরে নাল। বড়দিনের সময় ঠান্ডা পড়ে। কেক বানাতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাই বুঝি বাঙালির পিঠে মাস আর কেক মাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। শীত মানে আহারে বাহারে খাদ্য মেলা। মেলার স্টল গুলি মোমো আর ভেলপুরিতে সেজে ওঠে। শীতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ব্যাডমিন্টন খেলা। শীত আসতে না আসতেই পাড়ায় পাড়ায় ব্যাডমিন্টন কোর্ট কাটার ধুম পড়ে যায়। তাছাড়া শীতের রাতে একসাথে তাস খেলার আনন্দই আলাদা। বর্তমান প্রজন্ম হয়তো শীতের আমেজ পাবে না। কারণ দুরন্ত শৈশব তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছে। শীতের দুপুরে বাড়ির মেয়ে- বউরা সোয়েটার বুনতেন। আবার অনেকেই কাঁথা সেলাই করতেন। এখন আর হয় না। এই সময় ভিড় উপচে পড়ে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায়। ভিড় হয় অজয় নদীর তীরে জয়দেবের মেলায়। বাঁকুড়ার ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। শীতের শেষে শুরু হয় মেলা। যাকে নিয়ে বলা হয়, সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। গঙ্গাসাগর মেলা শুধু ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, বিদেশী সাহিত্যেও জায়গা করে নিয়েছে। শীতের সময় নানা জায়গায় মেলা বসে। শীত মানে শুরু হয়ে যায় বইমেলা। এই সময় শহরের বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও শীত মানেই মিষ্টির মেলা। বিশেষ করে নলেন গুড়ের মিষ্টির তুলনা হয় না। শীত মানে বনভোজনের সময়। সারাদিন হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দ। কারণ শীতকালে বনভোজনের জন্য কোনো নির্জন অরণ্য প্রান্তে কিংবা নদীর তীরে গিয়ে আনন্দ করতে সকলেরই ভালো লাগে। শীতকালে বাঙালির একটি বিখ্যাত উৎসব সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো হিন্দু পরিবারে সরস্বতী পূজার পরের দিন অরন্ধন পালনের প্রথা রয়েছে। বাঙালির প্রাণের প্রিয় বাগদেবী সরস্বতীকে ভক্তিসহকারে পুজো করা হয়। স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। বাংলা কবিতা থেকে জানা যায় শীত প্রবেশ করেছে মধ্যযুগে। বিশেষ করে মঙ্গল কাব্যে। কবি জসীমউদ্দিন তাঁর রাখাল ছেলে কবিতায় লিখেছেন- 'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির ঝরা ঘাসে, সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।' বাঙালিরা শীতে তুষারপাত দেখবেন বলে অনেকেই ছুটে যান শীতলতম জায়গায়। সিমলা বা দার্জিলিঙে। শীত সুন্দরীর প্রতি বাঙালির টান যে শিরায় শিরায় তা আমরা অনুভব করি।

বালুরঘাট সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে এবার এপারের সমস্যা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৩ জানুয়ারি ঃ গত কয়েকদিন ধরেই সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে ওপারের মানুষেরা আপত্তি করে আসছিলেন। এবার বালুরঘাটে কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে সরাসরি আপত্তি জানালো এপারের

মানুষেরা। এই আবহে ঘটনাস্থলে যান বালুরঘাট থানার পুলিশ আধিকারিকেরা। সেখানে যান বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ী। জানা গেছে, ভুলকিপুর সীমান্তে আদিবাসী পাড়ায় কাঁটাতার নেই। এদিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন মেনে কাঁটাতার দিতে হলে জিরো পয়েন্টের থেকে ১৫০ মিটার এলাকা ছেড়ে বেড়া দিতে হবে। এই আবহে বিএসএফ ভুলকিপুর এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। তবে দেখা যায়, বাদ পড়া ১৫০ মিটার এলাকায় ভুলকিপুরের আদিবাসী পাড়ার বেশ কিছুটা জায়গা পড়ছে। ফলে তারা রুখে দাঁড়ায়। বিকল্প জমি না দিয়ে তারা কাঁটাতার দিতে দেবে না। এহেন পরিস্থিতিতে বালুরঘাটের বিধায়ক বলেন, 'এই নিয়ে কমান্ড্যান্টের সঙ্গে কথা বলেছি, বিজিবির সঙ্গে আলোচনায় সমাধান হয়ে যাবে। রাজ্য সরকারের কাছে জমি দিতে অনুরোধ করব।' এর আগে সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবরামপুরে বিএসএফ-কে কাঁটাতার দিতে বাধা দেয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, শিবরামপুর এলাকায় কয়েক'শ মিটার উন্মুক্ত। সেখানে সীমান্তের পাশেই একটি ভারতীয় গ্রাম রয়েছে। সেখানও কোনও কাঁটাতার নেই। এই আবহে উন্মুক্ত সীমান্ত এবং সেই গ্রামের আশেপাশে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয় বিএসএফ। এখন দেখার এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে বিএসএফ।

চরম অব্যবস্থার চিত্র রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি ঃ চরম অব্যবস্থার চিত্র রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সম্প্রতি এক পা ভাঙা রোগীকে হুইল চেয়ার না পাওয়ার কারণে স্ত্রীর কাঁধে চড়ে সিটি স্ক্যান করাতে যেতে হয়েছে। রায়গঞ্জের রায়পুরের বাসিন্দা পরিতোষ বর্মণের পা ৪-৫ দিন আগে কাজ করতে গিয়ে ভেঙে যায়। হাসপাতালে এসে তিনি হুইল চেয়ার খুঁজে পাননি। পরিতোষবাবু বলেন, হাসপাতালে এসে দেখলাম একটাও হুইল চেয়ার নেই। পেলামই না। তারপর বাধ্য হয়ে আমার স্ত্রী কাঁধে তুলে সিটি স্ক্যান করাতে নিয়ে যান আমায়। এত বড় একটা হাসপাতাল, একটা হুইল চেয়ার নেই। রোগীর স্ত্রী সলিতা বর্মণ জানান, আমরা পড়াশোনা জানি না। কাকে কী বলব? প্রথমে কর্মীরা বলল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুন, চেয়ার আনছি। পরে এসে বলল, চেয়ার জোগাড় করা যাচ্ছে না। তারপর আমি বাধ্য হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেলাম। এটা শুধু রায়গঞ্জের হাসপাতালেই নয়, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদাসীনতার আরও বড় ছবি সামনে এসেছে। স্যালাইন কাণ্ডের পর মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকরা রোগীদের জন্য বাইরে থেকে ওষুধ বা স্যালাইন আনতে বলছেন, কারণ হাসপাতালের স্টকে ওষুধ বা স্যালাইন নেই। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দুরবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, আর সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ! অন্যতম পৌষ সংক্রান্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি ঃ বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর এই ১৩ পর্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পৌষ সংক্রান্তি। রাত পেরোলেই পৌষ সংক্রান্তি, আর পৌষ সংক্রান্তি মানে জমিয়ে পিঠে পুলি খাওয়ার দিন। পিঠেপুলি পাটিসাপটা পায়েস খেতে কে না ভালোবাসে। পৌষ সংক্রান্তির পিঠে পুলি পায়েসের চাহিদা বেড়ে যায়। সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলি তৈরি হয় চালের গুঁড়ো দিয়ে। শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজার গুলিতে দেখা গেল চালের গুড়ো বিক্রি হচ্ছে। চালের গুঁড়ো কিনতে ক্রেতাদের ভিড় দেখা গেল। দাম ১০০ টাকা কিলো কোথাও বা তার কিছুটা বেশি। এই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন যে মোটামুটি বিক্রি শুরু হয়েছে, আশা রাখছেন এই বছর প্রত্যেক বছরের মতো পৌষ সংক্রান্তির সময় চালের গুড়ো ভালই বিক্রি হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন মিষ্টির দোকানগুলোতেও দেখা গেল পাটিসাপটা, খোয়া ক্ষীর, মালপোয়া, রসমালাই সহ বিভিন্ন মিষ্টান্ন উপকরণ বিক্রি হচ্ছে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে। পৌষ সংক্রান্তি স্বাভাবিকভাবেই চাহিদা বেশি রয়েছে পাটিসাপটা, রসমালাই- মালপোয়ার।

বোমা বিস্ফোরণে আহত ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙা, ১৩ জানুয়ারি ঃ মাথাভাঙা ১ ব্লকের হাজরাহাট ১ পঞ্চায়েতের বালাসি এলাকায় ঘটল চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। সোমবার সকালে বাড়ির পাশে বাগানে খেলতে গিয়ে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া চন্দ্রকুমার মণ্ডল একটি বোতলজাত বোমা ঢিল ছুঁড়লে সেটি ফেটে গুরুতর আহত হয় ওই পড়ুয়া। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাটি জানার পর মাথাভাঙা থানার আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে উপস্থিত হয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বোমার সূত্র এবং এর উদ্দেশ্য নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এধরনের বিপজ্জনক বস্তু বাগানে কীভাবে এল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আহত চন্দ্রকুমার মণ্ডলের চিকিৎসা চলছে এবং তার অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

অসমের মেখলা শাড়ি এখন বোনা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, খুশি তাঁতিরা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৩ জানুয়ারি ঃ অসমের মেখলা শাড়ি এখন বোনা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধ্য শ্রীরামপুর এলাকায় ভিন রাজ্যের ঐতিহ্যপূর্ণ শাড়ি বুনে, হস্তচালিত তাঁত শিল্পে ঘুরে দেখাচ্ছেন এই মধ্য শ্রীরামপুর এলাকার শিল্পীরা। লকডাউনের পর থেকেই হস্ত চালিত তাঁতের ব্যবসায় শুরু হয়েছে আর্থিক মন্দা। একটা শাড়ি বুনে তাঁতিরা কখনো মজুরি পেয়েছেন ১০০ টাকা কখনো বা ১৫০ টাকা। আর তারপর থেকেই অনেকের গেছে তাঁত বন্ধ হয়ে। আবার কেউ করেছেন পেশা পরিবর্তন, আবার কেউবা চলে গেছেন ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে। আর তারই মধ্যে তপন বসাক, বৃন্দাবন বসাকরা অসমের ঐতিহ্যপূর্ণ পোশাক মেখলা বানাচ্ছেন তারা। যদিও এই রাজ্যে সেই ভাবে তা বিপণনের ব্যবস্থা না থাকলেও, অসম, গৌহাটি সহ ভিন রাজ্যে এর চাহিদা বিপুল। একটি মেঘলা বুনে শ্রমিকরা মজুরি ও পাচ্ছেন ৩৪০ টাকা।

সেই এলাকার মহাজনেরা সরাসরি তাদের থেকে কিনে নিচ্ছে সেই শাড়ি। ফলে এই রাজ্যের বোনা পোশাক পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। কিভাবে শিখলেন তারা এই পোশাক বোনা সেই প্রশ্নের উত্তরে তাঁতিরা জানাচ্ছেন অনেকটা বাংলার শাড়ির মতনই এই পোশাকের ডিজাইন। চওড়া এবং লম্বায় কিছুটা হয় ছোট। এবং যা বুনতে হয় তিনটি ভাগে। প্রথমটি দশ হাতের শাড়ি, দ্বিতীয়টি দুহাতের ব্লাউজ পিস ও তৃতীয়টি ওড়না। রংবেরঙের অসমীয়া এই পোশাক বুনে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন এই এলাকার তপন, বৃন্দাবনরা।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
78/GPW/WBFDC/2024-25	Leasing out of the 01 no. café in Banabitan Park under DCF/URF Division for the year 2024-2025 at near Gate No. 02.	14.01.2025	22.01.2025

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia

Notice Inviting E-Tender No. (1) WBPUR/PARA/UJGP/(15 th FC Untied)/NIT (e) 05/2024-25, (2) WBPUR/PARA/UJGP/(15 th FC Untied)/NIT (e) 06/2024-25, (3) WBPUR/PARA/UJGP/(15 th FC Tied)/NIT (e) 07/2024-25, (8) WBPUR/PARA/UJGP/(5 th SFC)/ NIT (e) 08/2024-25, Dated 13/01/2025
Documents Download/Sell Start date(online): **13/01/2025 at 6 PM**. Bid Submission Closing Date (online):- **21/01/2025 at 4 PM**. Bid Opening Date(online):- **24/01/2025 12.00 Noon**. For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

ফর্ম নং INC - ২৬
[৩০ কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪]
কেন্দ্রীয় সরকারের আগে, আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ৩০ (৫) (এ) এর বিষয়ে
এবং
হাইব্রো সিকিউরিটিজ অ্যান্ড অ্যাডভাইজার প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে ৫১৪, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৫-এ নিবন্ধিত অফিস রয়েছে।
.....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার / আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চলের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে যাতে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণের জন্য কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য ১৩ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভায় বিশেষ রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''।
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম ফাইল করে বা ডেলিভার করার কারণ বা পাঠাতে পারেন। আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, নিজাম প্লেস, ।। এমএসও বিল্ডিং, ৩ তল, , ২৩৪ / ৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানিকে একটি অনুলিপি সহ নীচে উল্লেখিত ঠিকানায় তার নিবন্ধিত অফিসেঃ ৫১৪ , রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৫.
আবেদনকারীর পক্ষে এবং পক্ষে
হাইব্রো সিকিউরিটিজ অ্যান্ড অ্যাডভাইজার প্রাইভেট লিমিটেড
তরুণ সিং নেগি
পরিচালক
DIN : 06385835
তারিখঃ ১৪.০১.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

খড়গপুর ডিভিসনে মাইনর ইউনিট কন্ট্র্যাক্ট-এর ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. কেজিপি/এমপিএস/২০২৫ তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৫
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নোক্ত ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছেঃ খড়গপুর ডিভিসনে ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য ঝাড়গ্রাম (১টি), জলেশ্বর (৩টি), কাঁথি (২টি), রূপসা (১টি), বেলদা (১টি), দাঁতন (১টি), চাকুলিয়া (১টি), মারকোনা (১টি) এবং পাঁশকুড়া (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে এমপিএস ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ-এর মাধ্যমে **ক্যাটালগ নং কেজিপি-এমপিএস-২৫-০১, নিলামের তারিখ ঃ ২০.০১.২০২৫, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় ঃ যথাক্রমে দুপুর ১২টা এবং দুপুর ২টো ২০ মিনিটে** যা **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এজেন্সি/ক্যাটারিং কন্ট্র্যাক্টরদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে এই বিষয়ক বিশদ ও ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
(PR-1005) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Office of the
Dhandali Gram Panchayat
Shyampur-I,Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah, for 21 nos. of work vide Memo No.- 07/DGP/2025 Dated- 13/01/2025 **NIET NO - WB/HZP/SHY-I/DGP/15 TH / NIET-146/24-25**, Memo No.- 08/DGP/2025 Dated- 13/01/2025 **NIET NO - WB/HZP/SHY-I/DGP/15 TH /NIET-147/24-25**, Detail information available at this GP Office during the working hours.
Sd/- Pradhan, Dhandali Gram Panchayat, Shyampur-I, Howrah.

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "Permanent Electrification work at new Chairman Chamber" vide **Tender Id : 2025_MAD_ 799951_1**, Estimated Cost - RS. 5,31,364.00, eTender submission end date **-22/01/2025** and "Road side beautification and greenery at S.J.Road" vide **Tender Id: 2025_MAD_800049_1** Estimated Cost - Rs. 31,97,257.82. eTender submission end date **-29/01/2025**. Details information will be available from the website -
(i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii) **www.coochbeharmunicipality.com**
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
TENDER NOTICE
TENDERS are invited from the bonafide contractors vide **Notice no- : NIT-05/2025, Dated-07.01.25** 5 NOS OF WORKS (MPLADS)
SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING-E.TENDER
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-**66 to 77**. Published Date- **14/1/2025 at 11.00 AM**. Bid Submission End Date- **21/01/2025 at 11.00 AM**. Opening Date-**24/01/2025 at 11.30 AM. http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Dhulasimla Gram Panchayat

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-9/ 24-25, Dated:-13.01.2025
For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 11(Eleven)Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **21/01/2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **24/01/2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

e-Tender Notice
The Pradhan, Naoda Panur, Gram Panchayet invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafide outsiders for **NIeT No. 24 /NIT / Nowdapanur/24-25** dated 10.01.2025 Date of publication of **e-NIT: 13.01.2025 at 06.00 hrs** , Last date of submission of bid (online): **20.01.2025. At 06.00 hrs.** For more details, please contact with the office of the undersigned or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Naodapanur Gram panchayet

পাড়া পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়
পাড়া ঃ পুরুলিয়া
সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, পাড়া বিডিও অফিসে নিকটবর্তী যে নতুন ৫টি দোকান ঘর তৈরি করা হয়েছে সেগুলো বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪।০১।২০২৫ থেকে বাড়িয়ে ২১।০১।২০২৫ বেলা পাঁচটা পর্যন্ত বর্ধিত করা হল।
স্বা /-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
পাড়া উন্নয়ন সমষ্টি

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- PGP/589/2025, Dt.-13/01/2025
For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: New construction of Pucca Drain. Last date of downloading documents up to **21/01/2025 at 11.00 AM**. Bid Opening date **24/01/2025 at 11.00 AM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লিঃ
রেজি নং- ৫০ কে টি তারিখ ১৮-০৯-১৯৬১
গ্রাম- তেলিনওপাড়া, পোঃ- পারুলিয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান
'খসড়া নির্বাচন তালিকা' (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান -II রেঞ্জ তথা বর্ধমান-II রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৩৬০ তারিখ ১২।১১।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী কৃশানু সিংহ রায়, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য / সদস্যাকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভার জন্য পরিচালক মন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক খসড়া নির্বাচন তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন / সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ১৬.০১.২০২৫ তারিখ হতে ২২।০১।২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ২৪।০১।২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লিঃ দ্বারা সমিতির কার্যালয়, তেলিনওপাড়া, পূর্ব বর্ধমান এ শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ২৪।০১।২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টের সময়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তারিখঃ-১৬.০১.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়, তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লিঃ
কৃশানু সিংহ রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লিঃ

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (Water Supply)/West, KMC** invites e-Tender for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-71/T-05/2024-25
Name of the work: **Improvement of F.W. supply from 122 Asutosh Mukherjee Road to 40/6 Suhashini Ganguly Sarani by providing a pick up connection along with replacement of some portion of old 100 MM dia C.I. pipe in Ward No.-71.** Estimated Amount: ₹ **1,62,516.00**. Earnest Money: ₹ **3,300.00.** Period of Completion: **05 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **22.01.2025 upto 1 p.m./24.01.2025 at 1 p.m.**
(2) NIT No.: KMC/WS/DPBPS/T01/R1/24-25
Name of the work: **Laying and interconnection of 1000 MM dia M.S. Inlet pipe at Das Para Booster Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **4,94,542.00**. Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **27.01.2025 at 1 p.m./29.01.2025 at 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites : **https://etender.wb.nic.in** & **http://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (W.S.)/GRU, KMC** invites e-Tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/141/022/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. Z-3/225/1, Z-3/225, Z-3/226, Z-3/267/3A/B, Z-3/267, Z-3/267/A, Z-3/268/A, Z-3/267/3, Z-3/285/A/1 etc. river side road in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,54,136.17**. Earnest Money: ₹ **3,083.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/141/019/1st Call
Name of the work: **Improvement of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. Z-3/479/1, Z-3/475, Z-3/479, Z-3/479/A etc. Mistree Ghat Road in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,26,301.49**. Earnest Money: ₹ **2,527.00.** Period of Completion: **30 days.**
(3) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/136/002/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. O-141, O-141/A, O-138/F etc. Mudiali Road Bye Lane and near Pre. No. O-62/1, O-184/2/B, O-184/2/A/2 etc. Fathepur 2nd Bye Lane in Ward No.-136, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,00,002.50**. Earnest Money: ₹ **2,001.00.** Period of Completion: **20 days.**
(4) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/138/021/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line at Panchpara Road, near T-425, T-427, T-287, T-285, Jugipara near T-56/2, T-56, T-63 and S. A. Farooque Road (Jabbar Hut) near T-91, T-91/A etc. in Ward No.-138, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **3,18,868.74**. Earnest Money: ₹ **6,378.00.** Period of Completion: **20 days.**
(5) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/139/016/1st Call
Name of the work: **Expansion of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. V-134, V-136, V-131/1/B, V-131/1/A, V-131/1, V-102 etc. Railline Road in Ward No.-139, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,48,056.32**. Earnest Money: ₹ **2,962.00.** Period of Completion: **30 days.**
(6) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/139/012/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. V-50, V-55/A etc. Hederara Lane (Sk Para Masjid), Santoshpur Bye Lane and Kankhuli Road (Talpukur area) in Ward No.-139, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,67,397.24**. Earnest Money: ₹ **3,348.00.** Period of Completion: **30 days.**
(7) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/140/038/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. Y-94/13, X-94/9, X-68/49 Dinobondhu School etc. Khaldhari Bye Lane (Dinobondhu Lane) in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,45,042.08**. Earnest Money: ₹ **2,901.00.** Period of Completion: **30 days.**
(8) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/140/025/1st Call
Name of the work: **Improvement of water supply network by laying 150 MM dia DI pipe line near Pre. No. Z-3/172/A, Y-2/104/B, Y-2/104/1, Y-2/106 etc. at Satghara Road in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,21,581.06**. Earnest Money: ₹ **2,432.00.** Period of Completion: **30 days.**
(9) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/140/030/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. Z-3/164, Z-3/152/A/1, Z-3/162, Z-3/166 etc. Dr. A. K. Road (Opp. to 12 No. Bus Stand) in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,47,360.12**. Earnest Money: ₹ **2,948.00.** Period of Completion: **30 days.**
(10) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/140/031/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 150 MM dia DI pipe line near Pre. No. Y-2/164/A, X-94/2 etc. Khaldhari Lane in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,07,932.26**. Earnest Money: ₹ **2,159.00.** Period of Completion: **30 days.**
(11) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/140/032/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. Y-56/B, Y-156/A, Y-158/3, Y-158/1, Y-158/2, Y-158/3 etc. Kanthal Beriya Lane in Ward No.-140, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,67,673.93**. Earnest Money: ₹ **3,354.00.** Period of Completion: **30 days.**
(12) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/141/015/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. Z-5/169, Z-5/200/1C, Z-5/200/2A, Z-5/200/6 etc. Bhanga Khal Road (Kanchan Tala) in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,36,780.44**. Earnest Money: ₹ **2,736.00.** Period of Completion: **30 days.**
(13) NIT No.: KMC/WS/GRU/2425/141/016/1st Call
Name of the work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia DI pipe line near Pre. No. Z-3/20, Z-3/20/A, Z-3/20/D, Z-3/20/E, Z-3/20/B etc. Nadial Road (Khan Para) in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost: ₹ **1,08,233.24**. Earnest Money: ₹ **2,165.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **22.01.2025 – 6 p.m.** (For Sl. No. 1 to 13). Tender will be opened on: **27.01.2025 – 12.15 p.m.** (For Sl. No. 1 to 13). The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025, 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 13) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 13).

The **Exe. Engr. (W.S.)/CBPS, KMC** invites e-Tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/KJCBPS/24-25/06
Name of the work: **Renovation work by painting of interior and exterior surfaces with other allied works at Kalpataru Jaladhar Capsule BPS.** Estimated Cost: ₹ **2,76,995.79**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **10 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/SKCBPS/24-25/05
Name of the work: **Construction of CESC Meter Room for additional load at Shitola Khola CBPS.** Estimated Cost: ₹ **1,44,102.68**. Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Period of Completion: **21 days.** Start date and time of submission of Bid: **15.01.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Last date & time of submission of Bid: **29.01.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **31.01.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **15.01.2025, 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (W.S.)/BDT, KMC** invites e-Tender onlie percentage two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/WS/SINK/XII/106/24-25/01/1st Call
Name of the work: **Installation of 1 No. power driven deep tubewell of size 200 MM x 150 MM dia at Mondal Bazar near Baro Ghar in Ward No.-106, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **4,84,931.91**. Earnest Money: ₹ **9,700.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date & time of submission of Bid: **22.01.2025 – 2 p.m.** Tender will be opened on: **25.01.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.01.2025, 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/070/026/2024-2025/R published in this Newspaper on **31.12.2024** (Key No. 1136/24-25) of **Engineering (Civil)/Br.-VIII Department.** Last date and time of submission will be **20.01.2025** instead of 11.01.2025 – 12 Noon and tender will be opened on **22.01.2025** instead of 14.01.2025 – 12 Noon. Other details will remain unchanged. **(1222/24-25)**

প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি জেমাইমার

১৩ জানুয়ারি ঃ ক্রিকেটের ইতিহাস নয়া রেকর্ড গড়ল উইমেন ইন ব্লু। ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান তুললেন স্মৃতি মান্ধারা। রবিবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথমবার সেঞ্চুরি হাঁকান জেমাইমা রডরিগেজ। তাঁর ইনিংসে ভর করেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক রান উঠল। এতদিন পর্যন্ত এক ইনিংস ভারতের মহিলা ব্রিগেডের সর্বোচ্চ রান ছিল ৩৫৮। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই এই রান তুলেছিল ভারতের মহিলা ব্রিগেড। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে চুরমার করলেন জেমাইমারা। রবিবার রাজকোটে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করে ভারত। অধিনায়ক স্মৃতির সঙ্গে ওপেন করতে নামেন প্রতিকা রাওলা। মাত্র ১৯ ওভারে ১৫৬ রান ওঠে তাঁদের ওপেনিং জুটিতে। হাফসেঞ্চুরি হাঁকান দুই ওপেনারই। তবে খুব তাড়াতাড়ি দুজনের উইকেট হারায় ভারত। তাতে ভারতের রান তোলার গতিও খানিকটা কমে। তবে শেষ ১০ ওভারে ফের সংহারমূর্তি ধারণ করেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ওই সময়ে ১০২ রান ওঠে স্কোরবোর্ডে। প্রথমবার আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি আসে জেমাইমার ব্যাট থেকে। ৯১ বলে ১০২ রান করেন তিনি। ১২টি বাউন্ডারিতে ইনিংস সাজিয়েছেন মিডল অর্ডার ব্যাটার। ক্রিজের অপর প্রান্তে জেমাইমাকে যোগ্য সঙ্গত করেন হরলীন দেওল। ৮৪ বলে ৮৯ রান করেন তিনি। সবমিলিয়ে ৫০ ওভার শেষে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩৭০ রান তোলে ভারত। গত মাসেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সা।ে তিনশো রানের গণ্ডি পেরিয়েছিল উইমেন ইন ব্লু। তবে এবার নতুন নজির তৈরি হল স্মৃতিদের দাপটে। ৩৭১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে চাপে পড়ে গিয়েছে আয়ারল্যান্ড। ৪০ ওভার শেষে মাত্র ১৮৪ রান তুলতে পেরেছে তারা। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচে জিতে গিয়েছে ভারত। রবিবার জিতল ১১৬ রানে। সেই সঙ্গে সিরিজও পকেটে পুরল উইমেন ইন ব্লু।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা অস্ট্রেলিয়ার

সিডনি, ১৩ জানুয়ারি ঃ আগামী মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান দল ঘোষণা করেছে। সোমবার দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। জশ হ্যাজলউড-প্যাট কামিন্সকে নিয়েই ১৫ সদস্যের শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা করেছে তারা। অস্ট্রেলিয়ার ১৫ সদস্যের দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন ম্যাট শর্ট ও অ্যারন হার্ডি। তাঁরা প্রথমবার আইসিসির কোনও টুর্নামেন্ট-এ খেলবেন। তবে পাকিস্তানের কন্ডিশন বিবেচনা করেই খেলোয়া। বাছাই করেছেন প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি।

অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াডঃ

প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, মারনাস লাবুশেন, জশ ইংলিস, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টয়েনিস ও অ্যাডাম জাম্পা।

ভারতকে বিশ্বকাপ দিতে যুবরাজ যদি মরেও যেত, গর্ব হত'ঃ বিশ্বজয়ী বাবা

১৩ জানুয়ারি ঃ ২৮ বছর পর দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। মারণ রোগ ক্যানসার শরীরে বাসা বাঁধার পরেও ২২ গজের ময়দান ছেড়ে চলে আসেননি। ব্যাটে-বলে বিপক্ষের কড়া চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু সেই যুবরাজ সিংয়ের মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক করলেন তাঁরই বাবা। সাফ জানিয়ে দিলেন, বিশ্বকাপ জিততে গিয়ে যুবরাজের মৃত্যু হলেও গর্বিত হতেন তিনি। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে পরিচিত নাম যোগরাজ সিং। তাঁর আরেক পরিচয় হল, তিনি বিশ্বজয়ী অলরাউন্ডারের বাবা। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে নানা বিষয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। সেখানেই বিস্ফোরক মন্তব্যটি করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার যোগরাজ। তাঁর কথায়, যদি ক্যানসারে ভুগে যুবরাজের মৃত্যু হত আর ভারত বিশ্বকাপ জিতত, আমি বাবা হিসাবে গর্ব বোধ করতাম। আমি অবশ্য এখনও ওকে নিয়ে খুবই গর্বিত। ফোনে কথা হওয়ার সময়েও সেটা বলি ওকে। যখন যুবি রক্তবমি করছে, তখনও ওকে খেলা চালিয়ে যেতে বলেছি। আশ্বাস দিয়েছি, ' করিস না, তুই মরবি না। ভারতের জন্য এই বিশ্বকাপটা জেত'। তবে জোড়া বিশ্বকাপ জিতেও যোগরাজের কাছে ক্রিকেটার হিসাবে খুব বেশি নম্বর পাননি যুবি। ওই পডকাস্টেই যোগরাজ বলেন, প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেননি তারকা অলরাউন্ডার। যোগরাজের কথায়, যুবরাজ সিং যদি নিজের বাবার পরিশ্রমের ১০ শতাংশও করত, তাহলে মহান ক্রিকেটার হতে পারত। যদিও ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ- দুই ক্ষেত্রেই ভারতের ট্রফি জয়ের নেপথ্যে যুবরাজের অবদান অবিস্মরণীয়। দীর্ঘদিন ধরে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কটাক্ষ করেছেন যোগরাজ। কিন্তু ওই পডকাস্টে বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনি। ধোনিকে ভয়ডরহীন অধিনায়ক বলে প্রশংসা করে যোগরাজের মত, ব্যাটারদের মন পড়৪ তে পারেন ক্যাপ্টেন কুল। তাই ঠিক কোন জায়গায় বল করতে হবে, সেটা বলে দিতে পারেন বোলারকে।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গাভাসকরের পা ছুঁলেন কাম্বলি

১৩ জানুয়ারি ঃ অসুস্থতার পর প্রকাশ্যে এলেন বিনোদ কাম্বলি। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তির বিশেষ অনুষ্ঠানে সর্বসমক্ষে এলেন তিনি। সেখানে ছিলেন আরও এক ক্রিকেটার। যিনি সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিকেটের বাইরে বিভিন্ন কারণে শিরোনামে এসেছেন। তিনি পৃথ্বী শ। গত বছরের শেষ দিকে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিনোদ কাম্বলি। তাঁকে থানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রথমে প্রস্রাবে সংক্রমণের সমস্যার জন্য ভর্তি হলেও পরবর্তীতে ডাক্তাররা জানান, কাম্বলির মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধেছে। যদিও ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। এদিন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তাঁকে দেখে অনেক ভক্তই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু শচীন তেণ্ডুলকরকেও। এক সময়ে বিশ্লেষণ চলত প্রতিভার বিচারে দুই বন্ধুর মধ্যে কে এগিয়ে? কিন্তু সময়ের ধারাপাতে শচীন হয়ে গিয়েছেন কিংবদন্তি। আর রমাকান্ত আচরেকরের আরেক ছাত্র ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছেন। মদ্যপান থেকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, কাম্বলির পতনের জন্য অনেক কারণকেই দায়ী করা হয়। ঠিক একই ভাবে পৃথ্বী শ-কে ভারতের নতুন তারকা বলে ধরা হত। তুলনা হয়েছিল শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গেও। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের মূল বৃত্ত থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলার অভাব, ওজন নিয়ে সচেতনতার অভাবের মতো অভিযোগ রয়েছে। সেই দুজনেই এবার ধরা পড়লেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে। পৃথ্বী শ-র গালে হাত দিয়ে স্নেহসূচক বার্তাও দেন কাম্বলি। যদিও তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছে জানা যায়নি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরও। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন কাম্বলি।

আইএসএলের পথ কার্যত বন্ধ ইস্টবেঙ্গলের! ব্রুজোর নজরে সুপার কাপ ও এএফসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি ঃ ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে এবার আইএসএলের লিগ টেবিলে প্রথম ছয়ে শেষ করা যে প্রায় অসম্ভব হয়েছে, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কোচ অস্কার ব্রুজোর কাছে। তাই লিগ ভুলে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ এবং সুপার কাপের মতো প্রতিযোগিতায় ফোকাস করার বার্তা দিচ্ছেন তিনি। বছরের শুরুতে মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ খেলার আগেই অস্কার শুনিয়েছিলেন, লিগের শুরুতে হারের ডবল হ্যাটট্রিক অনেকটা শেষ করে দিয়েছে লাল-হলুদের প্রথম ছয়ে যাওয়ার আশা। শনিবার গুয়াহাটিতে ফিরতি ডার্বি হেরে তাঁর দাবি, চোট সমস্যাই পিছিয়ে দিচ্ছে তাঁদের। লাল-হলুদ কোচ বলছিলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দু'টো ম্যাচে দলটাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। তারপর এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আমি পুরো দল হাতে পাই। সেখানে আমাদের পারফরম্যান্স কেমন হয়েছে সবাই জানেন। মহামেডানের বিরুদ্ধে দু'টো লাল কার্ড দেখেও লড়েছি। কিন্তু তারপর থেকেই দলটার অবস্থা নড়বড়ে। একটার পর একটা চোট সমস্যা, নয়তো কার্ড দেখে প্লেয়াররা বাইরে। ফলে প্রতিটা ম্যাচের জন্যই নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি

করতে হয়েছে আমাকে। ডিসেম্বর মাসটা আমরা ভালো খেলেছি। কিন্তু চোটের জন্য ফের সমস্যায় পড়েছি। এই পরিস্থিতিতে সুপার কাপ এবং এএফসি-র নকআউটে ফোকাস করতে চাইছেন অস্কার। তাঁর কথায়, আইএসএলে আমরা ১১ নম্বরে রয়েছি। হাতে আর ৯টা ম্যাচ আছে। ফলে আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমরা আরও দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা খেলব। এএফসি এবং সুপার কাপ। আপাতত সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। যেভাবে আমরা ডিসেম্বরে খেলেছি, আগামীতেও সেভাবে খেলতে চাই। মার্চে এএফসি-র নকআউট পর্বে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। তবে সুপার কাপ কবে এবং কোথায় হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিন ভাগে কলকাতা ফিরেছে টিম ইস্টবেঙ্গল। সোমবার ফুটবলারদের বিশ্রাম দিয়েছেন অস্কার। মঙ্গলবার থেকে এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। সেদিন থেকেই লাল-হলুদ জার্সিতে অনুশীলনে নামবেন নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিস। দেরিতে পৌঁছানোয় ডার্বির স্কোয়াডে ভেনেজুয়েলার এই ফরোয়ার্ডকে রাখেননি কোচ অস্কার। কার্ড সমস্যায় পরের ম্যাচে নেই সৌভিক চক্রবর্তী। তবে ইস্টবেঙ্গল শিবিরের আশা, গোয়া ম্যাচের আগে ফিট হয়ে যাবেন আনোয়ার। সেক্ষেত্রে সৌভিকের পরিবর্ত হিসাবে মাঝমাঠে খেলবেন তিনি।

কবে শুরু এ বছরের আইপিএল, ফাইনালই হবে কবে, দিনক্ষণ জানিয়ে দিল বিসিসিআই

১৩ জানুয়ারি ঃ ২০২৫-র আইপিএল কবে শুরু হবে, সেই নিয়ে চিন্তা সকলেরই। এবার তার দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন বিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্ল। আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দিলেন ফাইনাল কবে হবে। সেই সঙ্গে ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা নিয়েও জল্পনা উৎসকে দিলেন। ২০২৪-র আইপিএল শুরু হয়েছিল ২২ মার্চ। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই সুপার কিংস। ফাইনাল হয়েছিল ২৬ মে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। আর এই বছরের আইপিএল শুরু হবে ২১ মার্চ। ফাইনাল হবে ২৫ মে। এদিন বোর্ডের মিটিংয়ের পর আইপিএলের দিন ঘোষণা করে দিলেন রাজীব শুক্ল। তবে প্রথমে তিনি ভুল করে ২৩ মার্চ জানিয়েছিলেন। পরে তা সংশোধন করে নেন। সেই সঙ্গে জানা যাচ্ছে, এক বছরের জন্য আইপিএলে নতুন

কমিশনার নিয়োগ করা হবে। তবে আপাতত লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। কবে তার দল ঘোষণা করবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বোর্ডের পরবর্তী মিটিং ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি। সেদিনের আলোচনার মূল বিষয় হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা। অর্থাৎ, তারপরই কোন দল দুবাইয়ে আইসিসি-র প্রতিযোগিতা খেলতে যাবে তা জানা যাবে।আইপিএলের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেলে এখনও মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগ বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। উল্লেখ্য, আইপিএলের মহা নিলাম চলেছে দুদিন। টানটান দর কষাকষির পর উড়েছে ৬৪০ কোটি টাকা। বিক্রি হয়েছেন ১৮২ জন প্লেয়ার। তার মধ্যে ৬২ জন বিদেশি। রেকর্ড ২৭ কোটি টাকায় ঋষভ পন্থকে তুলে নিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্ট স। এবার দশ দলের মহা মোকাবিলা শুরু হবে ২১ মার্চ।

গুলি করে মারতে পিস্তল হাতে গিয়েছিলাম কপিলের বাড়িতে', চাঞ্চল্যকর দাবি করেন যুবরাজের বাবা

১৩ জানুয়ারি ঃ আবার বিস্ফোরক যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। এর আগে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বহুবার তোপ দেগেছেন যুবরাজের বাবা। এবার তাঁর নিশানায় কপিল দেব। পুরনো ঘটনার কথা তুলে তিনি বলছেন, ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ককে একবার গুলি করে মারতেও গিয়েছিলেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে যুবির বাবা বলছেন, যখন কপিল দেব ভারত, নর্থ জোন ও হরিয়ানার অধিনায়ক হন, তখন আমাকে অকারণেই বসিয়ে দিয়েছিল। আমার স্ত্রী চাইছিল, যেন আমি কপিলকে কিছু প্রশ্ন করি। উত্তরে আমি স্ত্রীকে বলি, কপিলকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আর সেই 'শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কপিলের বাড়ি যান। তারপরের ঘটনা তুলে ধরে যোগরাজ বলেন,

আমি পিস্তল বের করে কপিলের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছই। কপিল ওর মাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। আমি ওকে বলি, তোমার জন্য আমি একজন বন্ধুকে হারিয়েছি। আর তুমি যা করেছ, তার জন্য তোমাকে মূল্য দিতে হবে। যোগরাজের বক্তব্য, আমি ওকে আরও বলি, 'গুলি করে তোমার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি। সেটা করছি না কারণ তুমি মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ। তোমার মা খুব ধার্মিক।' স্ত্রীকে নিয়ে আমি চলে আসি। সেই সময়েই ঠিক করি, আর ক্রিকেট খেলব না। কিন্তু যুবরাজকে তৈরি করব। উল্লেখ্য, এর আগেও কপিল দেবকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। যুবির বাবা বলেছিলেন, কপিল দেব আমাদের সময়ের সেরা অধিনায়ক। আমি ওকে বলেছিলাম, দেখবে একসময়ে গোটা বিশ্ব তোমাকে অভিশাপ দেবে। সেই সময় ধোনিকে নিয়েও কটূক্তি করেন। পরে অবশ্য যুবিকে বলতে শোনা যায়, আমার মনে হয় বাবার মানসিক সমস্যা রয়েছে। যদিও বাবা তা স্বীকার করতে চায় না।

ভারতে ঘরোয়া ওয়ানডে ক্রিকেটে নয়া ইতিহাস ১৪ বছরের ইরার

১৩ জানুয়ারি ঃ মহিলাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস লিখলেন মুম্বইয়ের ইরা যাদব। মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে ক্রিকেট টুর্নামেঃট সে করল ৩৪৬ রান। বল নিল মাত্র ১৫৭টি। যার সৌজন্যে রেকর্ড ৫৬৩ রান করে মুম্বই। ইরার বয়স মাত্র ১৪ বছর। কিন্তু ব্যাট হাতে যে রেকর্ড গ।ল, তা ঠাঁই পেয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সীমিত ওভারের ঘরোয়া ক্রিকেটে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে আর কেউ এত রান করতে পারেনি। সেটা করে দেখাল মুম্বইয়ের ওপেনার। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে অপরাজিত রইলেন। মারলেন ৪২টি চার, ১৬টি ছয়। শেষ পর্যন্ত ১৫৭ বলে করলেন ৩৪৬ রান। ৫০ ওভারে মুম্বইয়ের রান উঠল ৫৬৩। সেটাও রেকর্ড। বিসিসিআই আয়োজিত কোনও টুর্নামেন্টে আজ পর্যন্ত এত রান কোনও দল করতে পারেনি। জবাবে মেঘালয় মাত্র থেমে যায় ১৯ রানে। অর্থাৎ ৫৪৪ রানের বিপুল ব্যবধানে জয় পায় মুম্বই। ইরার এবার নাম ছিল WPL-এও। কিন্তু কোনও দল তাকে কেনেনি। উল্লেখ্য, ইরা শ্রদ্ধাশ্রম বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী। যেখান থেকে উঠে এসেছেন শচীন তেণ্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলি, অজিত আগরকরের মতো ক্রিকেটাররা। ম্যাচের পর ইরা জানায়, আমার আদর্শ জেমাইমা রদ্রিগেজ। যেভাবে ও দলের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে, সেটা আমার ভালো লাগে।' ঘটনাচক্রে এদিন জেমাইমার প্রথম সেঞ্চুরিতে ভর করে ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান তুলেছেন স্মৃতি মান্ধানারা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা আরও দুই দেশের, ভারতের কবে?

১৩ জানুয়ারি ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। দল ঘোষণা করা শুরু করে দিয়েছে দেশগুলি। বাংলাদেশের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দল জানিয়ে দিল আরও দুটি দেশ। তাদের মধ্যে নিউজিল্যান্ড রয়েছে ভারতের গ্রুপে। অন্যদিকে দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তানও। কিন্তু ভারতের দল জানা যাবে কবে? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে 'এ গ্রুপে আছে ভারত, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান। তার মধ্যে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড দল জানিয়ে দিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কিউয়িদের নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্যান্টনার। ২০২৩-র একদিনের বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে দলে ফিরলেন কেন উইলিয়ামসন। একইভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটল ডেভন কনওয়ে ও লকি ফার্গুসনের। নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের ল।াই দিয়ে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অন্যদিকে 'বি' গ্রুপে থাকা আফগানিস্তানও দল জানিয়ে দিল। দলকে নেতৃত্ব দেবেন হাজমাতুল্লাহ শাহিদি। আছেন রশিদ খান, গুলবাদিন নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, রহমানুল্লাহ গুরবাজের মতো তারকা। তবে দলে ঠাঁই হয়নি স্পিনার মুজি-উর-রহমানের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানদের প্রথম ম্যাচ ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। এই গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াও। কিন্তু ভারতের দল ঘোষণা কবে হবে তাই নিয়ে চলছে জল্পনা। ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি মিটিংয়ে বসবে বিসিসিআই। সেদিনের আলোচনার মূল বিষয় হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা। অর্থাৎ, তারপরই কোন দল দুবাইয়ে আইসিসি-র প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবে তা ঠিক হবে।

খো-খো বিশ্বকাপের মঞ্চে রিষড়ার তপন

১৩ জানুয়ারি ঃ আজ সোমবার থেকে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে খো-খো বিশ্বকাপের প্রথম খেলা। পুরুষ ও মহিলা বিভাগ মিলিয়ে ২০টির বেশি দেশ অংশ নিচ্ছে সেই প্রতিযোগিতায় বলে জানা গিয়েছে। সেখানেই থাকছেন হুগলির তপন দাস। জাতীয় খো-খো দলের এই প্রাক্তন সদস্য তিনি। এবার বিশ্বকাপে কাজ করবেন পরিচালক হিসেবে। ভারতে প্রথমবার আয়োজিত হচ্ছে খো খো বিশ্বকাপ। আর তার সঙ্গেই জুড়ে গেল হুগলির নাম। ক্রিকেট আর হকিতে যেমন থাকেন আম্পায়ার, ফুটবলে রেফারি, খো-খোর ক্ষেত্রে তেমনি 'প্রায় এক যুগ ধরে সেই ভূমিকায় কাজ করছেন রিষড়ার বাসিন্দা তপন। ১৯৮৭ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় খো-খো খেলা শুরু করেন তিনি। পরে ধাপে ধাপে জেলাস্তর এবং রাজ্যস্তরের দলে জায়গা করে নেন। খেলা শুরুর আট বছরের মধ্যেই ডাক পান জাতীয় দলে। ১৯৯৫ সালে সাফ গেমসের সময় একটি প্রদর্শনী ম্যাচে ভারতের হয়ে প্রথমবার খেলেন তিনি। পরের বছর কলকাতায় হওয়া এশিয়ান খো-খো চ্যাম্পিয়নশিপ অংশ নেওয়া ভারতীয় দলেও ছিলেন তিনি। প্রতিযোগিতার প্রথম সংস্করণে সেবার বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত, যাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তপন। খেলা ছাড়ার পর তপন শুরু করেন কোচিং। বর্তমানে তিনি রাজ্য খো-খো দলের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। এরসঙ্গেই ২০১২ সালে 'জাতীয়স্তরে অফিশিয়াল' হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স করেন তপন। তারপর জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে এবার বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে নামার আগে খুশী তিনি। হুগলি রিষড়ার বাসিন্দা তপনবাবু গাজিয়াবাদের হোটেল থেকে ফোনে বলছিলেন, বিশ্বকাপ সবচেয়ে বড় মঞ্চ। সেখানে দায়িত্ব পেয়ে আমি খুশি। এখনও আমরা জানি না কে, কোন ম্যাচের দায়িত্ব পাব। সোমবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর জানতে পারব। তবে যে ম্যাচই পাই না কেন, নিজের সেরাটা দেব। অবশ্য তপন একা নন, বাংলার আরও এক প্রতিনিধি রয়েছেন এই বিশ্বকাপে অফিশিয়ালের তালিকায়। তিনি হলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা প্রতাপ মজুমদার।

দুজনেই ফুটবলের কিংবদন্তি

এক ক্লাবে পাশাপাশি খেলতে পারতেন মেসি-রোনাল্ডো!

১৩ জানুয়ারি ঃ দুজনেই ফুটবলের কিংবদন্তি। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিভক্ত করেছে ফুটবল দুনিয়াকে।

তাঁদের নিয়ে তুমুল বিতর্ক বাঁধে ভক্তদের মধ্যে। কিন্তু কেমন হত, যদি দুজনে একই দলে খেলতেন? সেই সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারত। অন্তত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে রোনাল্ডোর প্রাক্তন সতীর্থ প্যাট্রিস এভ্রা তেমনটাই দাবি করছেন।২০০৯ সালে ইংল্যান্ডের ক্লাব ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে সই করেন রোনাল্ডো। ২০১৮ সালে চলে যান ইটালির জুভেন্টাসে। অন্যদিকে মেসির কেরিয়ারের দীর্ঘ সময় কেটেছে বার্সেলোনায়। তবে ২০২১-এ আচমকা তিনি ছোটবেলার ক্লাব ছেড়ে চলে যান ফ্রান্সের পিএসজি-তে। যেখানে যখন ছিলেন নেইমার, এমবাপেরা। তবে এভ্রার মত অনুযায়ী, সেখানে তখন রোনাল্ডোও থাকতে পারতেন।২০১৮ সালে রোনাল্ডোর কাছে জুভেন্টাসের বদলে পিএসজি-তে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তিনি ইচ্ছুকও ছিলেন। এভ্রা বলছেন, ওই সময়ে রোনাল্ডোর কাছে অনেকগুলো ক্লাবের দরজা খোলা ছিল। যেমন, চেলসি, জুভেন্টাস, প্যারিস। এমনকী পিএসজি-র যে পরিকল্পনা ছিল, সেটাও পছন্দ হয়েছিল ওর। জুভেন্টাসে সই করার আগে রোনাল্ডো প্যারিসেও যেতে পারত। কিন্তু আর্সেনালে ও কোনওদিনই খেলত না। ফলে ২০২১-এ মেসি সেখানে এলে দুজনকে একসঙ্গে খেলতে দেখা যেত।তবে একটি বিষয়ে মেসির থেকে প্রাক্তন সতীর্থকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছেন এভ্রা। ফ্রান্সের প্রাক্তন ফুটবলার বলছেন, আমার মতে মেসি ফ্রান্সকে ঘৃণা করে। একটা সাক্ষাৎকারে ও বলেছিল যে, ফ্রান্স ছাড়তে চায়। আপনি রোনাল্ডোকে নিয়ে যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু রোনাল্ডো মানিয়ে নিতে পারে।

ব্যাট-বলের লড়াইয়ে এম বাজারের কর্মীরা

১৩ জানুয়ারি ঃ দেশের প্রথম সারির অন্যতম রিটেল চেন মেট্রো রিটেল প্রাইভেট লিমিটেডের ইউনিট এম বাজার সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করল আন্ত ঃ অফিস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। গত বুধবার অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি দিনভর ব্যাট-বলের লড়াইয়ে মাতেন সংস্থার কর্মীরা। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন সংস্থার চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় সারাফ। এছাড়াও বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সদস্য মনমোহন আগরওয়াল, শুভম সারাফ, অনুজ সারাফরাও ছিলেন প্রতিযোগিতা আয়োজনের পুরোভাগে। গোটা প্রতিযোগিতা জুড়েই ব্যাট ও বলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছে। শেষপর্যন্ত শুভন সারাফের নেতৃত্বাধীন ' ফোর্স' জয়লাভ করে। সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার ও প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়কেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। পরে সঞ্জয় সারাফকে বলতে শোনা যায়, এই প্রতিযোগিতা আসলে আমাদের সংগঠনের মূল পরিচালক ঐক্য ও শক্তির উদাহরণ। আমাদের কর্মীদের একত্রিত হতে দেখাটা সত্যিই অনুপ্রেরণামূলক। কর্মক্ষেত্রের বাইরেও তাঁরা বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। আমরা আমাদের দলের জন্য এই ধরনের আকর্ষণীয় .সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই সঙ্গেই তিনি জানান, তাঁর আশা ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। যার মাধ্যমে দলগত কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে প্রতিষ্ঠানের প্রাণবন্ত কর্মসংস্কৃতিকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

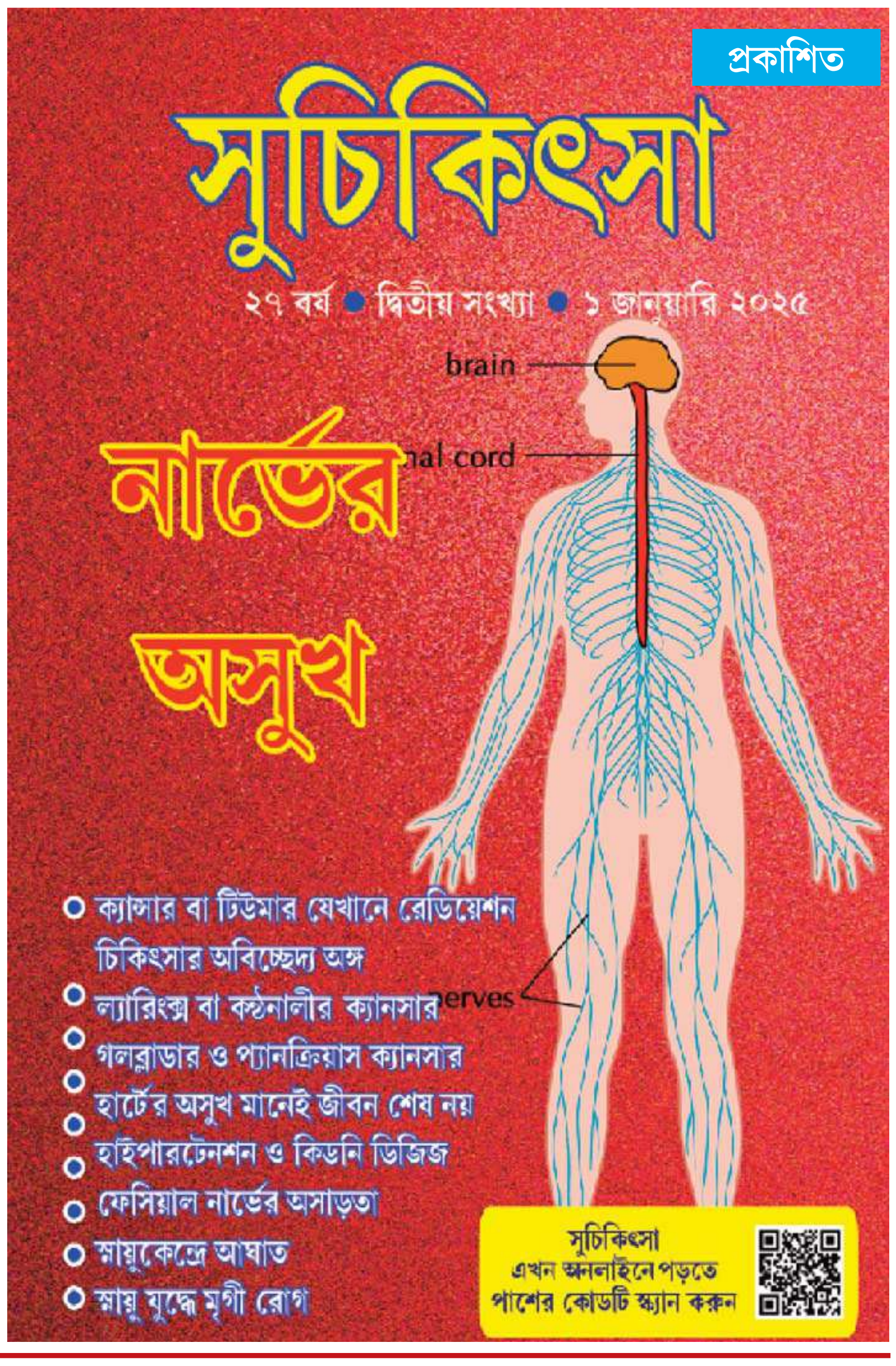

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com